BHUGOL BIBARAN

OR

GEOGRAPHY IN BENGALI

BY

TARINEE CHARAN CHATTERJEA

PART

ভূগোল বিবরণ।

শ্রীতারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় ভাগ।

CALCUTTA :

THE SANSKRIT PRESS.

1857.

মূল্য দশ আনা মাত্র।

BHUGOL BIBARAN

OR

GEOGRAPHY IN BENGALI.

BY

TARINEE CHARAN CHATTERJEA.

PART II.

ভূগোল বিবরণ।

শ্রীতারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত।

দ্বিতীয় ভাগ।

CALCUTTA

THE SANSKRIT PRESS.

1857.

দেশের বিবরণ।

ইয়ুরোপ—গ্রীস।

গ্রীসের উত্তর সীমা ইয়ুরোপীয় তুরুস্ক; পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা ভূমধ্যসাগর। গ্রীসের পরিমাণফল প্রায় ৩,৭৫০, বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১০,০০,০০০।

গ্রীস দেশ আয়তনে ক্ষুদ্র কিন্তু পুরাবৃত্তে অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইহার প্রাচীন অধিবাসীরা দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, কলা, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত অতিশয় বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহারা কত দিন অন্তর্হিত হইয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের কীর্ত্তি অদ্যাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

গ্রীস দেশ দেখিতে অতি মনোহর। ইহাতে পর্য্যায়ক্রমে গিরি ও অন্তর্দ্দেশ নিরীক্ষিত হয়। সেই সকল গিরির কতকগুলি অরণ্যময়, অবশিষ্ট ভাগ বৃক্ষাদিশূন্য। এই দেশের উপকূল ভাগে অনেক উপসাগর ও সাগরশাখা প্রবিষ্ট হওয়াতে বাণিজ্য কার্য্যের বিলক্ষণ সুবিধা আছে। অভ্যন্তরভাগে স্থানে স্থানে প্রাচীন কালের পরম রম্য হর্ম্ম্য সমূহের ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। তৎসমুদায় দর্শন করিলে পূর্ব্বতন গ্রীকদিগের শিল্প নৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। গ্রীসের আকার যে রূপ মনোহর জল বায়ুও তদনুরূপ উৎকৃষ্ট।

এ দেশে কৃষি কর্ম্মের প্রণালী উৎকৃষ্ট নহে; তথাপি ভূমির স্বাভাবিক উর্ব্বরতাগুণে যব, ধান্য, ভূট্টা, গোধূম প্রভৃতি শস্য; আঙ্গুর, বাদাম, দাড়িম, কমলালেবু, আকরট প্রভৃতি সুখাদ্য
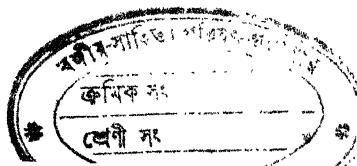
ফল; এবং তামাক, তুলা, রেশম প্রভৃতি দ্রব্য অনেক উৎপন্ন হয়। অরণ্যে ওক্, কার্ক, দেবদারু প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃক্ষ পাওয়া যায়। দ্বীপী, ভল্লুক, তরক্ষু, শূকর, হরিণ, খরগস ও শৃগাল এ দেশের প্রধান আরণ্য জন্তু। গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে মেষ, ছাগ, গাভী ও মহিষ প্রধান।

ইদানীন্তন কালের গ্রীকেরা মূর্খ ও অসভ্য কিন্তু বুদ্ধিমান্ ও অনলস। ইহারা বহুকালাবধি তুরুষ্কপতির অধীন ছিল। তুরুষ্কেরা ইহাদের উপর নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিত। সেই দৌরাত্ম্য হইতে পরিত্রাণ পাইবার উদ্দেশে ইহারা ১৮২১ খৃঃ অব্দে রাজবিদ্রোহী হয় এবং ঘোর সংগ্রাম করিয়া, পরিশেষে ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রুসিয়ার সাহায্যে ১৮৩২ খৃঃ অব্দে স্বাধীন হইয়াছে। তদবধি গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে।

গ্রীস যত দিন তুরুষ্কের অধীন ছিল তত দিন তথায় লেখা পড়ার চর্চ্চা কিছুই হইত না। অধুনা লেখা পড়ার নিমিত্ত অনেক যত্ন হইতেছে; আথেন্স নগরে একটী বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য স্থানে আর আর বিদ্যালয় অনেক স্থাপিত হইয়াছে। দিন দিন বিদ্যোপার্জ্জনে লোকের অনুরাগ বৃদ্ধি হইতেছে। পূর্ব্ব কালে গ্রীসদেশে যে ভাষা প্রচলিত ছিল অধুনা অবিকল তাহাই নাই, কিন্তু প্রাচীন ভাষার সহিত নব্য ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। গ্রীসের প্রাচীন ভাষাকে গ্রীকভাষা কহে।

গ্রীসের রাজধানী আথেন্স। ইহার আর কয়েকটী প্রধান নগরের নাম। লিবেডিয়া, মিসলঙ্গি, ট্রিপলিট্জা, পাটরস, করিন্থ, লিপাণ্ট, আর্গস, থিব্স ও নাবেরিনো।

ইয়ুরোপীয় তুরুষ্ক।

ইয়ুরোপীয় তুরুষ্কের উত্তর সীমা রুসিয়া ও অস্ত্রিয়া; পূর্ব্ব সীমা কৃষ্ণসাগর, কন্সটাণ্টিনোপল্ প্রণালী, মর্ম্মরসাগর, ও ডার্ডনেলিস প্রণালী; দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর ও গ্রীস; পশ্চিম সীমা বিনিস উপসাগর। ইয়ুরোপীয় তুরুষ্কের পরিমাণ ফল প্রায় ৪৫,৭৫০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,০০,০০,০০০।

তুরুষ্কে অনেক পর্ব্বত নিরীক্ষিত হয়। ডানিয়ুব নদীর দক্ষিণভাগের ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই পর্ব্বতে আকীর্ণ। ঐ সকল পর্ব্বতের অন্তর্দ্দেশ ও অধিত্যকা বিলক্ষণ উন্নত। এই প্রদেশের কেবল উপকূল ভাগে নিম্ন ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ডানিয়ুব নদীর উত্তরভাগের ভূমি সে রূপ উচ্চ নহে। ঐ নদীর উত্তর হইতে রুসিয়া ও কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতের সমীপ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই নিম্ন ও সমতল ক্ষেত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

তুরুষ্কের ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা। জল বায়ু উৎকৃষ্ট ও বৃক্ষাদির পক্ষে বিলক্ষণ অনুকূল; কিন্তু অধিবাসীরা পরিশ্রমবিমুখ, এ জন্য প্রকৃতির এই সকল প্রসাদ অফলদায়ক হইয়াছে। এ দেশে কৃষি বা বাণিজ্য অথবা শিল্প কার্য্য কিছুরই উন্নতি নাই। উত্তর ভাগে যব, গোম প্রভৃতি শস্য এবং আতা, পেয়ার, চেস্‌নট্ প্রভৃতি ফল জন্মে। দক্ষিণ ভাগে ধান্য, ইক্ষু, ভূট্টা, তামাক, বাদাম, কমলালেবু প্রভৃতি দ্রব্য অনেক উৎপন্ন হয়। গো, মেষ, ছাগ, ঘোটক, মহিষ ইত্যাদি এ দেশের প্রধান গ্রাম্য জন্তু। আরণ্য জন্তুর মধ্যে ভল্লূক, উল্কামুখী, বন্যবরাহ ও নেকড়ে বাঘ প্রধান।

ইয়ুরোপীয় তুরুস্কের অধিবাসীরা সুশ্রী, সাহসী, সবলশরীর, আতিথেয় ও গম্ভীরপ্রকৃতি ; কিন্তু অধিকাংশই মূর্খ ও গর্ব্বিত।

এ দেশে সামান্য বিদ্যালয় অনেক আছে। তথায় বর্ণ-পরিচয়, বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতি প্রথম পাঠ্য বিষয় সকলের শিক্ষা হয়। এই সকল বিদ্যালয় ভিন্ন যেখানে যেখানে রাজার মসিদ আছে সেই সেই খানে এক এক মাদ্রাসা অর্থাৎ প্রধান বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। মাদ্রাসায় যাজন ও ওকালতী কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী ছাত্রেরা অধ্যয়ন করে। তাহারা প্রথমে আরবী ব্যাকরণ,পরে আরবী ও পারসীর কাব্য ও অলঙ্কার পড়ে। আরবী ভাষায় বিলক্ষণ অধিকার জন্মিলে কোরান ও ব্যবহার শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। অবশেষে আরব দেশীয় প্রাচীন পণ্ডিতগণ প্রণীত তর্ক, দর্শন ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়া পাঠ সমাপ্ত করে। ইহারা গণিতশাস্ত্র স্পর্শও করে না।

তুরুস্কের অধিপতি অতীব যথেচ্ছাচারী। তাঁহাকে সচরাচর সুল্‌তান কহে। স্বীয় রাজ্য মধ্যে তিনিই অদ্বিতীয় প্রধান, মুসলমান ধর্ম্ম সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে তাঁহারই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব। তিনি প্রতিদিন চতুর্দ্দশ ব্যক্তির প্রাণবধ করিতে পারেন ; তাহাতে কিছু-মাত্র দোষ বা পাতিত্য আছে এমন জ্ঞান করেন না। এইরূপে খুন করিবার ক্ষমতা আছে বলিয়া তাঁহার একটী উপাধি খুনকার। তাঁহার একজন প্রধান অমাত্য থাকে। সেই অমাত্যকে উজির বলে। সন্ধি বিগ্রহাদি যাবতীয় রাজকার্য্যের ভার উজিরের হস্তে সমর্পিত। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয় সকলের পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত এক জন রাজপুরুষ নিযুক্ত থাকে। সেই রাজপুরুষকে মুফ্‌তি বলে।

ইয়ুরোপীয় ও আসিয়িক তুরুস্ক, আরবের কিয়দংশ, এবং উত্তর আফ্রিকাব অন্তর্গত বার্কা ও ট্রীপলি তুরুস্ক-

পতির অধীন। তাঁহার সাম্রাজ্যকে সচরাচর তুরস্ক বা অটমান সাম্রাজ্য কহে। এই সাম্রাজ্য অনেক প্রদেশে বিভক্ত। প্রধান প্রধান প্রদেশে এক এক জন প্রধান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। শাসনকর্ত্তাদিগকে পাসা বলে। পাসারা আপন আপন অধিকার মধ্যে অদ্বিতীয় প্রধান এবং যত দিন পর্য্যন্ত সুলতান ও তদীয় মন্ত্রিগণের মন যোগাইয়া চলেন অথবা আপন বিক্রম প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে ত্রস্ত রাখিতে পারেন, তত দিন পর্য্যন্ত আপন অধিকার মধ্যে যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই করেন; কোন কর্ম্মের নিমিত্ত কাহারও নিকট দায়ী হইতে হয় না। কর্ম্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত পাসারা রাজমন্ত্রিগণকে অনেক উৎকোচ দিয়া থাকেন। কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া সেই উৎকোচের শোধ তুলিয়া লয়েন।

এ দেশের রাজধানী কন্সটাণ্টিনোপল। তুরুস্কেরা ইহাকে ইস্তাম্বল কহে। এই নগর কন্সটাণ্টিনোপল প্রণালীর উপকূলে অবস্থিত। এদেশের আর কয়েকটা প্রধান নগরের নাম বেল্‌গ্রেড্‌, সালোনিকা, বিয়ুকরেস্ট ও আড্রিয়নোপল।

ইয়ুরোপীয় রুসিয়া।

ইয়ুরোপীয় রুসিয়ার উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পূর্ব্ব সীমা ইয়ুরাল পর্ব্বত, ইয়ুরাল নদী ও কাস্পিয়ান সাগর; দক্ষিণ সীমা ককেসস্‌ পর্ব্বত, আজব সাগর, কৃষ্ণসাগর ও তুরুস্ক; পশ্চিম সীমা অস্ট্রিয়া, প্রসিয়া, বাল্টিক সাগর ও সুইডেন। রুসিয়ার পরিমাণফল প্রায় ৫,৫০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬,০০,০০,০০০।

ইয়ুরোপীয় রুসিয়ার ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই সমতল। কেবল লাপলণ্ডে*, ফিন্‌লণ্ডে† ও ক্রিমিয়ায় কতকগুলি পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। ফিন্‌লণ্ড উপসাগরের কিয়দ্দূর দক্ষিণ ও পূর্ব্বেও কতিপয় অনতি উচ্চ পাহাড় নিরীক্ষিত হইয়া থাকে। ঐ সকল পাহাড়কে বল্‌ডই পাহাড় বলে। এ দেশের উত্তর ভাগে জলা ও জঙ্গল অনেক আছে। দক্ষিণভাগে ষ্টেপ নামক প্রসিদ্ধ মরুভূমি। নীপর নদীর পশ্চিমে এই মরুভূমির আরম্ভ; তথা হইতে কৃষ্ণ ও কাস্পিয়ান সাগরের তীর হইয়া আসিয়া খণ্ডে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই মরুভূমি সতেজ ও সমদৈর্ঘ্য তৃণ পরম্পরায় নিবিড় আচ্ছন্ন; ইহাতে বৃক্ষলতাদি কিছুই নাই; ভূমিও কোন স্থানে চুল পরিমাণে উচ্চাবচ দেখা যায় না। ইহার আকার সর্ব্বত্রই সমান। এই বহু বিস্তৃত মরুদেশের যে দিগে চাও সেই দিগেই অশ্বগবাদিসমাকীর্ণ একমাত্র তৃণাচ্ছন্ন সমতল ক্ষেত্র নিরীক্ষিত হয়। কিন্তু শীতকালে সমুদায় স্থান অতি শুভ্র নিষ্কলঙ্ক বরফে আচ্ছন্ন হয়; অশ্ব গবাদি জন্তুগণ পলায়ন করে; ভয়ঙ্কর ঝটিকা উত্থিত হইয়া প্রচণ্ডবেগে তুষার কণা বর্ষণ করিতে থাকে; কি মনুষ্য কি পশু কোন জীবই সেই বিষম উপদ্রবে পড়িলে প্রাণ বাঁচাইতে পারে না। ঝটিকা নিবৃত্ত হইলে অনতি কাল মধ্যে সমুদায় স্থান পূর্ব্ববৎ তৃণপূর্ণ হইয়া উঠে। এখানে শীতকাল যেরূপ ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মকালও তদনুরূপ প্রচণ্ড। আষাঢ় মাসে সমুদায় স্থান সূর্য্যতাপে দগ্ধবৎ হইয়া উঠে, সমুদায় জলাশয় শুখাইয়া যায়; আকাশ হইতে বিন্দুমাত্রও বৃষ্টি বা শিশির পতিত হয় না; উদয় ও অস্তকালে সূর্য্যকে অগ্নিময় বোধ হয়, দিবাভাগে রাশি

* লাপলণ্ড প্রদেশ রুসিয়ার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত।

† ফিন্‌লণ্ড স্বনাম খ্যাত উপসাগরের সমীপবর্ত্তী।

রাশি বাস্প উত্থিত হইয়া সূর্য্যকে কুজ্ঝটিকা জালে আচ্ছন্ন করে। এই সময় সহস্র সহস্র পশু নিধন প্রাপ্ত হয়, তৃণ সকল প্রখর আতপে দগ্ধ হইয়া যায়। ফলতঃ তৎকালে এই মরুদেশ অত্যন্ত ভয়ানক হইয়া উঠে।

পৃথিবীর মধ্যস্থল হইতে রুসিয়ার সহিত সমান দূরবর্ত্তী ইয়ুরোপের আর যে সকল দেশ আছে তৎ সমুদায় অপেক্ষা এখানে শীত আতপ উভয়েরই অধিক প্রাদুর্ভাব। লাপ-লণ্ডের অত্যন্ত উত্তর প্রান্তে শীত গ্রীষ্মের পর্য্যায় এরূপ আশ্চর্য্য যে, শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এই অংশে গ্রীষ্মকালে ছয় মাসের মধ্যে সূর্য্য একবারও অস্ত যায় না, শীতকালে ছয় মাসের মধ্যে একবারও উদিত হয় না। সুতরাং এই সকল ভূভাগে সম্বৎসরে একবার দিন ও একবার রাত্রি হয়। দিবা ভাগে রাশি রাশি বাস্প উত্থিত হইয়া সূর্য্যকে মলিন ও কখন কখন আচ্ছন্ন করে। কিন্তু রাত্রিকালে চন্দ্র অতি নির্ম্মল জ্যোতিঃ বর্ষণ করে এবং অরোরা নামক আলোক পদার্থ হইতেও অনেক আলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রুসিয়ার উত্তরভাগে রাই, যব ও ওট এই তিন প্রকার শস্যই প্রধান। মধ্যস্থলে ও দক্ষিণভাগে অপর্য্যাপ্ত গোধূম জন্মে। তামাক, পাট, ভূট্টা প্রভৃতি অনেক উৎপন্ন হয়। ফলের মধ্যে এখানে প্রদেশ ভেদে আতা, কুল, চেরি, পীচ, বাদাম, আঙ্গুর, দাড়িম ও তরমুজ প্রাপ্ত হওয়া যায়। রুসি-য়ার মধ্যভাগে অনেক বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে। সেই সমু-দায় অরণ্য হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকার বাহাদুরী কাষ্ঠ নীত হইয়া থাকে। তদ্ব্যতিরেকে বৃক্ষ বিশেষ হইতে আ-ল্কাত্রা ও টার্পিনতেল প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল অরণ্যে বিস্তর বন্য মধু উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আকরিকের মধ্যে এ দেশে, ইয়ুরাল পর্ব্বত হইতে সোনা, রূপা, তামা, সাঁসা ও প্লাটিনা উৎখাত হইয়া থাকে; ফিন্‌লণ্ড প্রদেশে তামা ও দস্তা পাওয়া যায়; মধ্যস্থলে ও দক্ষিণ ভাগে লৌহ উৎপন্ন হয়; ষ্টেপ প্রদেশে অনেক টাকার লবণ পাওয়া যাইয়া থাকে।

রুসিয়ায় নানাবিধ চতুষ্পাদ জন্তু আছে। ষ্টেপ প্রদেশে গো মহিষ প্রভৃতি শৃঙ্গী পশু ও অশ্ব অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেষ ও ছাগ নানা স্থানে পাওয়া যায়। অধুনা এ দেশে মেরিনো মেষ ও তিব্বতী ছাগল আনীত ও পোষিত হইয়াছে। এই সকল ব্যতিরেকে উষ্ট্র, গর্দ্দভ ও শূকরও এ দেশে অনেক আছে। উত্তর ভাগে বল্গাহরিণ জন্মে। এই হরিণ লাপলণ্ডীয়দের সর্ব্বস্ব ধন। তাহারা ইহার মাংস ভক্ষণ, দুগ্ধ পান ও চর্ম্ম পরিধান করে এবং ইহা কর্ত্তৃক বাহ্য যানে আরোহণ করিয়া স্বদেশীয় বরফময় ভূমির উপর গতায়াত করিয়া থাকে। আরবদিগের পক্ষে উষ্ট্র যে রূপ উপকারী লাপলণ্ডীয়দিগের পক্ষে বল্গাহরিণও সেই রূপ। ভল্লুক, তরক্ষু, নেকড়েবাঘ, কস্তূরিকা ও কৃষ্টসার প্রভৃতি হরিণ এবং বাবর আদি সুকোমল লোমশ চতুষ্পাদ এ দেশের প্রধান আরণ্য জন্তু। রুসিয়ার হ্রদ ও নদী সকলে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য জন্মে।

রুসিয়ার অধিবাসীরা সম্ভ্রান্ত লোক, যাজক, নগরবাসী, কৃষক ও দাস এই পাঁচ প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত; রুসিয়ার অধিকাংশ ভূসম্পত্তি সম্ভ্রান্ত লোকদিগের হস্তগত। কিন্তু ইঁহারা বড় লোক বলিয়া রুসিয়াপতি শাসনসংক্রান্ত কোন বিষয়ে ইঁহাদিগকে আপনার অন্যান্য প্রজা হইতে তাদৃশ বিশেষ করেন না। যাজকেরা শুল্ক প্রদান ও অপকর্ম্ম নিবন্ধন শারীরিক দণ্ড গ্রহণ এই দুই নিয়মের অধীন নহে। অপরাপর সকল বিষয়ে তাহা-

দের পক্ষে আর কিছুই বিশেষ নাই। যে সকল লোক সম্ভ্রান্ত অথবা দাস নহে এবং কোন না কোন নগরে বাস করে তাহা-দিগকে নগরবাসী কহে। যে সকল লোক প্রদেশে বাস ও আপন আপন ভূমি কর্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে রুসিয়ায় তাহাদিগকেই কৃষক বলিয়া থাকে। যাহাদের নিজের ভূম্যাদি নাই, পরের ভূমিতে বাস করে, তাহারাই দাস শ্রেণীতে পরিগণিত। দাসেরা দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। এক সম্প্রদায় রাজার খাসের জমিতে অথবা লিবোনিয়া নামক প্রদেশে বসতি করে, অন্য সম্প্রদায় সম্ভ্রান্ত লোকদিগের অথবা দাস রাখিবার ক্ষমতা বিশিষ্ট রাজপুরুষদিগের ভূম্যধিকারে থাকে। প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের দাসদিগের ভূম্যাদি সম্পত্তি উপার্জ্জন করিবার অধিকার আছে ; ইহাদের দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া নগরবাসী শ্রেণীতে উঠিবারও কোন বাধা নাই। কেহ ইহাদের উপর কোন রূপ অত্যাচার করিলে তাহা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ইহারা আইনের আশ্রয় লইতে পারে এবং কতিপয় স্থল ব্যতিরেকে নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বিষয় কর্ম্মের অনুরোধে বাস-স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরেও যাইতে পারে ; কিন্তু রাজার ইচ্ছা হইলেই ইহাদিগকে বিক্রয় অথবা আকরের কর্ম্মে নিয়োগ করিতে পারেন। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১,২৫,০০,০০০। দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের দাসদিগের অবস্থা অতি জঘন্য। রুসিয়ার আইনে ইহাদিগকে মনুষ্য মধ্যে গণনা করে না, সামান্য পণ্য বলিয়া ধরে। ইহাদিগকে, যখন ইচ্ছা, ক্রয়, বিক্রয় ও বিনিময় করা যাইতে পারে। মন্দের ভাল এই যে, বিক্রয় করিতে হইলে ইহাদিগকে আপন আপন পরিবার হইতে ছিন্ন করিয়া একাকী বিক্রয় করিবার যো নাই ; সমগ্র পরিবার একত্র বিক্রয় করিতে হয়। ইহারা যে ভূমিতে বাস করে ইচ্ছানুসারে সে ভূমি

পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে না। ইহাদিগের কোন প্রকার ভূসম্পত্তি উপার্জ্জন করিবার অধিকার নাই। প্রভুরা ইহাদের উপর ইচ্ছানুরূপ অত্যাচার করিতে পারেন, তাহার নালিশ নাই। ইহারা অতিশয় মূর্খ, অব্যবস্থিত ও অপরিণামদর্শী। কেবল অদৃষ্ট ফলেই মনুষ্যের সমুদায় সুখ দুঃখ ঘটে এ কথায় ইহাদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। ইহারা দুরাকাঙ্ক্ষ নহে, অল্পেই সন্তুষ্ট হয়। এ জন্য এরূপ নিকৃষ্ট অবস্থায় পড়িয়াও সচরাচর স্বচ্ছন্দে ও প্রফুল্লচিত্তে থাকে।

রুসিয়ার সমুদায় বিদ্যালয় গবর্ণমেণ্টের অধীন। শিক্ষাকার্য্য অবলোকন করিবার নিমিত্ত এক জন রাজপুরুষ নিযুক্ত আছেন। রুসিয়ায় কোন ব্যক্তি আপন সন্তানদিগকে পড়াইবার নিমিত্ত যাহাকে ইচ্ছা শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারে না। রাজার নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি শিক্ষক আছে; তাহাদেরই মধ্যে এক জনকে মনোনীত করিতে হয়। রুসিয়ায় ছয়টী বিশ্ববিদ্যালয় ও আর আর সামান্য বিদ্যালয় অনেক আছে। বিশিষ্ট সন্তানেরা নানা বিদ্যায় পারদর্শী; ইতর লোকের অধিকাংশই নিতান্ত মূর্খ। কোন ব্যক্তি পুস্তক লিখিয়া আপন ইচ্ছায় ছাপাইতে পারেন না। রাজার নির্দ্দিষ্ট পুস্তকপরীক্ষকেরা অগ্রে সমুদায় পাণ্ডুলিপি অবলোকন করে। পুস্তক তাহাদের পরীক্ষায় দেশের অনিষ্টকর বোধ না হইলে মুদ্রিত করিতে অনুমতি দেয়।

পৃথিবীতে যত সাম্রাজ্য আছে সকলের অপেক্ষা রুসিয়া সাম্রাজ্য আয়তনে বড়। ইয়ুরোপীয় রুসিয়া, আসিয়িক রুসিয়া, উত্তর আমেরিকার বায়ুকোণবর্ত্তী কিয়দংশ, এই সমুদায় ভূভাগ ইহার অন্তর্গত। রুসিয়া সাম্রাজ্যের আয়তন সমুদায় পৃথিবীর যাবতীয় স্থলভাগের সপ্তমাংশের অপেক্ষাও অধিক। এক জন অপরিমিত ক্ষমতাশালী সম্রাট এই বিশাল সাম্রাজ্যের

অদ্বিতীয় অধীশ্বর। তাঁহার উপাধি জার। তাঁহার অধীনে কতিপয় সমাজ সংস্থাপিত আছে। সেই সকল সমাজের অধ্যক্ষেরা আপন আপন ক্ষমতা অনুসারে আইন প্রস্তুত ও সন্ধি বিগ্রহাদি যাবতীয় বিষয়ে কর্ত্তৃত্ব করেন।

রুসিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্সবর্গ। এই নগর নিবা নামক ক্ষুদ্র নদীর তটে, ফিন্‌লণ্ড উপসাগরের অনতিদূরে, অবস্থিত। পূর্ব্বে মস্কো নগরে রাজধানী ছিল। ওয়ার্সা, প্রাচীন, পোলণ্ড রাজ্যের* পূর্ব্ব রাজধানী। ওডেসা, রিগা, আষ্ট্রাকান, টুলা, ক্রন্‌সটাট্, আর্কেঞ্জল, সারেটব, কিব, খর্সন ও নবগরড রুসিয়ার আর কয়েকটী প্রধান নগর।

স্থইডেন ও নরওয়ে।

এই উভয় দেশ এক রাজার অধীন এবং উভয়ত্রই প্রায় এক রূপ জন্তু, বৃক্ষ ও আকরিক দৃষ্ট হয় কিন্তু অধিবাসীদিগের তাদৃশ সাদৃশ্য নাই; এ জন্য এই উভয় দেশের আকার, জন্তু-বর্গ ও উদ্ভিদাদি একত্র বর্ণনের পর অধিবাসীদিগের চরিত্রাদি কয়েক বিষয় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র লিখিত হইবে।

সুইডেন ও নরওয়ের উত্তর সীমা উত্তর মহাসাগর; পূর্ব্ব সীমা রুসিয়লাপলণ্ড ও বাল্টিক সাগর; দক্ষিণ সীমা বাল্টিক

* উত্তরে বাল্টিক সাগর, দক্ষিণে তুরুষ্ক, পশ্চিমে জর্ম্মনি ও পূর্ব্বে রুসিয়া এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ পূর্ব্বকালে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া পরিগণিত ছিল। সেই রাজ্যের নাম পোলণ্ড। খৃ. ১৭৭২ সাল হইতে রুসিয়া, অষ্ট্রিয়া ও প্রসিয়ার অধিপতিরা ষড়যন্ত্র করিয়া ক্রমে ক্রমে সমুদায় রাজ্য আপনারা বিভাগ করিয়া লইয়াছে। এই রাজ্যের অধিকাংশই রুসিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে।

সাগর ও উত্তর সাগর ; পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। এই দুই দেশের পরিমাণফল প্রায় ৩১,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৫,০০,০০০।

সুইডেন ও নরওয়ে উভয়ে একটী বিস্তীর্ণ উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপকে কখন কখন স্কাণ্ডিনেবিয়া বলে। কতকগুলি উন্নত ও বন্ধুর গিরি পরম্পরা এই উপদ্বীপের ঈশানকোণ হইতে, উভয় দেশের মধ্যস্থল দিয়া, নৈঋত কোণের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ আছে। নরওয়ে দেশে হ্রদ, পর্ব্বত, জলপ্রপাত, শিলোচ্চয় ও দূর বিস্তীর্ণ শরলারণ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। নদীও এ দেশে অনেক। সেই সকল নদীর বেগ অতি প্রচণ্ড ; বিশেষতঃ যখন সূর্য্যতাপে হিমসংহতি দ্রবীভূত হয় তখন সেই সকল নদী স্ফীত হইয়া তীরের অনেক দূর জলমগ্ন করে এবং শস্য ও গৃহাদি যে কিছু সম্মুখে পায় সমুদায় উৎপাটিত করিয়া যায়। নরওয়ের উপকূল ভাগে বহু সংখ্যক সাগরশাখা প্রবিষ্ট হইয়াছে এবং তন্নিকটস্থ সাগরভাগ অসংখ্য ক্ষুদ্র দ্বীপে সমাকীর্ণ রহিয়াছে। মালষ্ট্রম নামক ভয়ানক আবর্ত্ত নরওয়ের উত্তর পশ্চিম উপকূল হইতে অনতিদূরে অবস্থিত। সুইডেন দেশ দৃশ্যে প্রায়ই নরওয়ের সদৃশ, কেবল উহাতে তত পর্ব্বত নাই। এই দেশের ভূমির অধিকাংশ অরণ্যে আচ্ছন্ন। হ্রদও ইহাতে অনেক আছে।

স্কাণ্ডিনেবিয়া উত্তর মহাসাগরের সমীপবর্ত্তী সুতরাং এখানে অত্যন্ত শীত। এখানে বসন্ত শরদ আদি ঋতুর সঞ্চার হয় না। শীতাত্যয়ে সহসা গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব এবং গ্রীষ্ম বিগত হইলেই অবিলম্বে শীতের আধিক্য হইয়া উঠে। বৎসরে তিন মাস মাত্র গ্রীষ্ম, অবশিষ্ট নয় মাস শীত। গ্রীষ্মকালে দিনমান অতিশয় দীর্ঘ, সূর্য্য পাঁচ ঘণ্টার অধিক কাল অদৃষ্ট

থাকে না এবং অত্যন্ত উত্তর প্রান্তে মুহূর্ত্তমাত্রও অন্তর্হিত হয় না ; গ্রীষ্মাগমে অনধিককাল মধ্যে হৈমন্তিক হিমানীরাশি দূরীভূত ও কুজঝটিকা অন্তর্হিত হয় ; ক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে অতি ত্বরায় অঙ্কুরিত, পল্লবিত, মুকুলিত ও অবশেষে ফলভরে অবনত হইয়া উঠে। শীতকালে রাত্রি অতিশয় দীর্ঘ ; অত্যন্ত উত্তরভাগে কিছুকাল ক্রমাগত রাত্রি থাকে। তখন শীতের দুরন্ত প্রভাব ; সমুদায় হ্রদ, নদী ও বোথনিয়া উপসাগরের অনেক দূর পর্য্যন্ত জমিয়া বরফময় হইয়া উঠে, স্থলভাগও সর্ব্বত্র বরফস্তরে আবৃত হইয়া যায়। কিন্তু সেই দীর্ঘ ও দুরন্ত শীতকালে লোকের অত্যন্ত কষ্ট বোধ হয় না। বায়ু অতিশয় শীতল হয় বটে, কিন্তু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর থাকে এবং কঠিন বরফস্তরে বন্ধুর ভূমি সমতলীকৃত ও হ্রদ নদী সকল আচ্ছন্ন হওয়াতে গতায়াতের সুবিধা হইয়া উঠে। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাস অত্যন্ত অসুখের সময়। তখন বরফরাশি বিগলিত হইতে আরব্ধ হয় এজন্য গতায়াত দুঃসাধ্য হইয়া উঠে এবং হ্রদ ও নদী সকল স্ফীত হইয়া অনেক দূর জল মগ্ন করে।

স্কাণ্ডিনেবিয়ার অনেক স্থান অরণ্যে আচ্ছন্ন। অবশিষ্ট ভাগের অধিকাংশ অনুর্ব্বরা ; বহু কষ্টে অত্যল্প শস্য উৎপন্ন হয়। যব, ওট, শণ ও পাট নরওয়েদেশের প্রধান উৎপন্ন। সুইডেন্ দেশে সচরাচর যব, রাই, ওট ও গোলআলুর চাস হইয়া থাকে। ইহার দক্ষিণ ভাগে গোম জন্মে।

ছাগ, মেষ, অশ্ব, গাভী ও শূকর স্কাণ্ডিনেবিয়ার প্রধান গ্রাম্য জন্তু। কিন্তু আহার দিবার যথেষ্ট সামগ্রী না থাকাতে লোকে এই সকল জন্তু অধিক পুষিতে পারে না। নেকড়ে, লেমিঙ্ †

† ইন্দুর জাতীয় জন্তু। ইহারা কখন কখন অগণ্য সংখ্যক একত্র হইয়া ইয়ুরোপের উদীচ্যভাগ হইতে দক্ষিণাভিমুখে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

তরক্ষু, উল্বরিন্,‡ হরিণ, উল্কামুখী এবং বৃহৎকায় ও ভয়ানকপ্রকৃতি ভল্লূক, এদেশের প্রধান আরণ্য জন্তু।

স্কাণ্ডিনেবিয়ায় নানা প্রকার আকরিক পাওয়া যায়। সুইডেন্ দেশে অপর্য্যাপ্ত ও অতি উৎকৃষ্ট লৌহ জন্মে; ভারতবর্ষে সেই লৌহ সুইলিস লৌহ নামে খ্যাত। দক্ষিণভাগে অল্প পরিমাণে পাথরিয়া কয়লা উৎপন্ন হয়। তাম্রও এদেশে দুষ্প্রাপ্য নহে। নরওয়ের সমুদায় পর্ব্বতে বিশেষতঃ দক্ষিণভাগান্তর্ব্বর্ত্তী গিরি সকলে নানা প্রকার ধাতুর ও অন্য আকরিকের খনি আছে। তন্মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, তাম্র, সীস এবং মার্ব্বল ও অন্যান্য প্রকার প্রস্তর প্রধান।

সুইডেন্।

সুইডেনে সুইড ও লাপ নামক দুই জাতীয় লোকের বাস। সুইডেরা শুভ্রবর্ণ, দৃঢকায়, শান্তমূর্ত্তি ও মধ্যমাকৃতি। ইহাদের চিবুক দীর্ঘ, ললাট উন্নত, চক্ষু নীল ও মুখ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ। ইহারা অতি সুবুদ্ধি, সাহসী, বদান্য, কষ্টসহ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, কিন্তু সুনীতিবিষয়ে প্রশংসনীয় নহে; পানদোষ অতিশয় প্রবল; সুরায় উন্মত্ত হইয়া ইহারা সচরাচর নানা প্রকার দুষ্কর্ম্মে লিপ্ত ও ক্লেশপঙ্কে পতিত হয়। কোন বিচক্ষণ পণ্ডিত গণনা করিয়াছেন, ইহারা যে সকল কষ্ট ও কলুষজালে জড়িত হয়, পানদোষ হইতেই তাহার তিন ভাগেরও অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। স্কাণ্ডিনেবিয়ার উত্তর ভাগে লাপদিগের বসতি। ইহারা ব্যক্তিবিশেষে কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ, খর্ব্বাকৃতি ও দেখিতে বিশ্রী। ইহারা সতত

‡ এই শ্বাপদ পরিমাণে দুই হস্ত। ইহার পদচর ক্ষুদ্র, গতি মৃদু; আহার অত্যন্ত অধিক করিয়া থাকে। আপনার ভোক্ষ্য পশু ধরিবার নিমিত্ত সচরাচর বৃক্ষে আরোহণ করে এবং তথা হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া ভক্ষ্যের উপর পতিত হয়।

প্রফুল্লচিত্ত ও এরূপ ধর্ম্মনিষ্ঠ যে কোন প্রকার প্রলোভনে দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি কাহাকে বলে জানে না বলিলেই হয়। ইহাদের গৃহদ্বারে অর্গল বা তালক কিছুই থাকে না অথচ কাহার কখন কোন বস্তু অপহৃত হয় না। ইহারা সচরাচর পরিশ্রমী ও মিতাচারী কিন্তু অনায়াসে অপরিমিত মদ্য পাইলে কখন কখন মিতব্রত উল্লঙ্ঘন করিয়া থাকে। লাপেরা দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত; আশ্রমী ও নিরাশ্রমী।

অধিকবয়স্ক অথচ বর্ণজ্ঞানশূন্য এমন লোক সুইডেনে সহস্রের মধ্যেও এক জন পাওয়া যায় না। সর্ব্বসাধারণ লোকেই অন্ততঃ লিখিতে পড়িতে পারে। সুইডেনে প্রতিগ্রামে স্কুল নাই কিন্তু তজ্জন্য বিশেষ অনিষ্ট হয় না। সুইডেনবাসীরা শীত কালে শীতের দৌরাত্ম্যে চাস আদি কর্ম্মে ব্যাপৃত হইতে পারে না; নিষ্কর্ম্মা ঘরে বসিয়া থাকে। সেই সুদীর্ঘ অবকাশ কালে সন্তানদিগের অধ্যাপনায় নিযুক্ত হয়। সুইডেনে দুই বিশ্ববিদ্যালয় ও সামান্য চতুষ্পাঠী অনেক আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি প্রাপ্ত হইতে না পারিলে কেহই চিকিৎসা, ব্যাবহার ও যাজন ব্যবসায়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। আর এরূপ অনেক রাজকর্ম্ম আছে যে, ঐ উপাধি প্রাপ্তি ব্যতিরেকে তাহাতে নিযুক্ত হইবার পথ নাই।

সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহলম্। এই নগর মেলার হ্রদ ও বাল্টিক সাগরের সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। এই দেশের আর দুই প্রধান নগরের নাম অপসাল ও গটেন্‌বর্গ।

নরওয়ে।

নরওয়ে দেশে নরওয়েজন ও ফিন এই দুই জাতীয় লোকের বাস। নরওয়েজনেরা সুইডদিগের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি। ইহারা সাহসী, সরল, প্রফুল্লচিত্ত, তেজীয়ান ও নিরহঙ্কার। ইহা-

দেরও পানদোষ অতিশয় প্রবল। ফিনেরা অনেকে স্বদেশ-ফিন্‌লণ্ড, হইতে আসিয়া নরওয়ের উত্তরভাগে উপনিবেশে বাস করিতেছে। ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী ও বীরপ্রকৃতি।

বিদ্যা বিষয়ে নরওয়েজনেরা সুইডদিগের অপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই দুই জাতির ভাষা পরস্পর অতিশয় বিভিন্ন নহে। এক ভাষার পুস্তক অন্য ভাষায় অনুবাদ করিতে হয় বটে কিন্তু উভয় দেশের কৃষকদিগের চলিত ভাষা, বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার ভাষা পরস্পর যেরূপ, তদপেক্ষা অধিক বিভিন্ন নহে।

নরওয়ে দেশের শাসনের নিমিত্ত তথায় সুইডেন্ পতির এক জন প্রতিনিধি অবস্থিতি করেন কিন্তু আইন প্রস্তুত করণ বিষয়ে তাঁহার কিছুই ক্ষমতা নাই। নরওয়ের প্রধান সভায় ঐ কার্য্য সম্পন্ন হয়। ঐ সভার নাম ষ্টর্থিং। এই সভার সদস্যদিগকে নরওয়েবাসীরা আপনারা নিযুক্ত করে।

নরওয়ের প্রধান নগর ক্রিষ্টিয়ানা। এই নগর দেশের অগ্নিকোণে, সমুদ্রতটে, অবস্থিত।

ডেন্মার্ক।

ডেন্মার্কের উত্তর সীমা স্কাগারাকপ্রণালী; পূর্ব্ব সীমা কাটিগাট ও সাউণ্ডপ্রণালী এবং বাল্টিকসাগর; দক্ষিণ সীমা এল্বনদী; পশ্চিম সীমা জর্মন মহাসাগর। ডেন্মার্কের পরিমাণ ফল প্রায় ৫,৬৭০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২২,০০,০০০।

ডেন্মার্ক দেশ প্রায় সর্ব্বত্রই সমতল; ইহার পশ্চিম উপকূলের ভূমি পঙ্কিল, অভ্যন্তর ভাগ পরিশুষ্ক ও বালুকাময়। ডেন্মার্ক রাজ্য মহাদেশিক ও দ্বৈপিক এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত; মহাদেশিক ভাগ একটী বিস্তীর্ণ উপদ্বীপ, জর্ম্মনির উত্তর হইতে ধাবমান হইয়া ক্রমাগত উত্তর মুখে গমন পূর্ব্বক অবশেষে

স্কাউ অন্তরীপে নিঃশেষ হইয়াছে। দ্বৈপিক ভাগ কতকগুলি দ্বীপে পরিগণিত। এই সকল দ্বীপ মহাদেশিক ডেন্মার্ক ও সুইডেনের মধ্যস্থলবর্ত্তী সাগর ভাগে অবস্থিত। ডেন্মার্কের অভ্যন্তরে অসংখ্য ক্ষুদ্র হ্রদ দৃষ্ট হয়, আর উপকূল ভাগে ইতস্ততঃ নানা স্থানে সাগরশাখা প্রবিষ্ট হওয়াতে সমুদ্রতট হইতে দেশের কোন স্থান ঊনবিংশতি ক্রোশের অধিক অন্তরে নাই। এই দেশের ভূমির প্রায় ত্রিংশ অংশ অরণ্যে ও চতুর্থ ভাগ জল ও মরু দেশে আচ্ছন্ন।

ডেন্মার্ক পৃথিবীর যেরূপ উত্তরাংশে অবস্থিত ইহাতে শীতের তদনুরূপ প্রাদুর্ভাব নাই ; ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদ্র সকল শীতকালেও প্রায়ই তরল থাকে। গ্রীষ্মকাল ব্যতিরেকে আর সকল সময়েই ডেন্মার্কের বায়ু সজল ও নীহারময় দেখা যায়।

রাই, যব, ওট, মটর ও গোলআলু ডেন্মার্কের প্রধান উৎপন্ন। তামাকও এখানে যথেষ্ট ও অতি উৎকৃষ্ট জন্মে।এ দেশে উদ্যান অধিক নাই।

গো, অশ্ব, মেষ, শূকর, মহিষ ও নানা প্রকার গৃহপালিত পক্ষী ডেন্মার্কের প্রধান গ্রাম্য জন্তু। ডেন্মার্কের কুক্কুর, বুদ্ধি ও সামর্থ্যের নিমিত্ত, ইয়ুরোপে অতিশয় প্রসিদ্ধ। অরণ্যে ব্যাঘ্রাদি বৃহৎকায় বন্য পশু নাই, উল্কামুখী প্রভৃতি কয়েক প্রকার ক্ষুদ্র শ্বাপদ মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ডেন্মার্কের অধিবাসীদিগকে দিনেমার বলে। দিনেমারেরা গৌরবর্ণ ও মধ্যমাকৃতি। ইহারা সাহসী, শিষ্টাচারী ও শান্তস্বভাব কিন্তু সুরাপানে অতিশয় আসক্ত। ডেন্মার্কের নাবিকেরা জাহাজের কর্ম্মে বিলক্ষণ দক্ষ, অন্যান্য দেশীয় বণিকেরা পণ্য বহন কার্য্যে ইহাদিগকে সচরাচর নিযুক্ত করিয়া থাকে। দিনেমারেরা কৃষি ও শিল্প কর্ম্মের তাদৃশ চর্চা করে না।

পাশুপাল্যই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। বাণিজ্য বিষয়ে ইহা-দের অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে।

ডেন্মার্কে দুইটী বিশ্ববিদ্যালয় ও আর আর বিদ্যালয় অনেক আছে। এখানকার রাজনিয়ম অনুসারে সকলকেই আপন সন্তান-দিগকে অন্ততঃ সপ্তমবর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে নিযুক্ত রাখিতে হয়। ডেন্মার্কের প্রায় সকল লোকেই লিখিতে পড়িতে পারে, কিন্তু শিক্ষা প্রণালী কদর্য্য বলিয়া প্রকৃত বিদ্যার চর্চা কিছুই হয় না।

ডেন্মার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন, জিলণ্ড দ্বীপের অন্তর্গত। এ দেশের আর তিন প্রধান নগরের নাম রস্কিল্ড, এল্সিনর ও আল্টোনা। রস্কিল্ড নগরে পূর্ব্বে রাজধানী ছিল। এল্সিনর নগরে ডেন্মার্ক পতির কুংঘর; যে সকল বণিক-পোত বাল্টিক সাগরে প্রবিষ্ট অথবা তথা হইতে বহির্গত হয়, সকলকেই ঐ কুংঘরে মাশুল দিয়া যাইতে হয়। কেবল ডেন্মার্কীয় ও সুইডেনিক পোত সকল মাশুল ভার হইতে বিনির্ম্মুক্ত।

আইস্লণ্ড দ্বীপ; গ্রীন্লণ্ড দ্বীপের পশ্চিম উপকূল; কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে স্যাণ্টাক্রুজ, সেণ্টটামাস ও সেণ্ট-জান; পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত, গিনি দেশের সন্নিহিত কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত তিরকম্বাড়ী; এই সকল ভূভাগ ডেন্মার্কের বিদেশীয় প্রধান অধিকার।

আইস্লণ্ড—এই বৃহৎ দ্বীপ বাড়বানল সম্ভূত। ইহার আ-কার অতিশয় বন্ধুর। ইহাতে অন্যূন ত্রিশ আগ্নেয় গিরি আছে। তন্মধ্যে হেক্লা নামক গিরি অতিশয় প্রসিদ্ধ। খৃঃ ১৮৪৬ অব্দে ঐ পর্ব্বতে একবার অগ্ন্যুৎপাত হয়. সেই অগ্নির ভস্ম আসিয়া অর্কনী দ্বীপশ্রেণীতে পতিত হইয়াছিল। অর্কনী দ্বীপশ্রেণী ও আইস্-লণ্ড অন্যূন দুইশত পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর। আইস্লণ্ডে অনেক

উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। সেই সকল প্রস্রবণ এখানকার ভৌমাগ্নির আর এক নিদর্শন স্বরূপ রহিয়াছে। এই দ্বীপের প্রধান নগর রেইকাবিক।

হলণ্ড।

হলণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম সীমা জর্মন মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা বেল্‌জিয়ম; পূর্ব্ব সীমা হানোবর ও রাইনিকপ্রসিয়া। হলণ্ডের পরিমাণ ফল প্রায় ৩,২৯৪ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা অনুমান ৩০,০০,০০০।

হলণ্ড অতি নিম্ন ও সমতল দেশ। স্থানে স্থানে সমুদ্র-নিঝর ইহার অভ্যন্তরে অনেক দূর প্রবেশ করিয়াছে। পূর্ব্বে সেই সকল নির্ঝরের জলোচ্ছ্বাসে দেশের অনেক ভাগ প্লাবিত হইত। এক্ষণে হলণ্ডবাসীরা অনেক বাঁধ প্রস্তুত করিয়া সেই জলীয় উপদ্রব নিবারণ করিয়াছে। আর ভূমি পঙ্কিল না থাকে এই উদ্দেশে দেশের অভ্যন্তরে অনেক কৃত্রিম নদী ও নিখাত করিয়াছে। তদ্দ্বারা সমুদায় জল বাহির হইয়া পড়ে। বায়ুবেগে সমুদ্রতীর হইতে ক্রমাগত বালুকা উত্থিত হইয়া হল-ণ্ডের পশ্চিম উপকূলে পতিত হয়, এজন্য তথায় অতি উচ্চ বা-লুকারাশি নিরীক্ষিত হইয়া থাকে।

হলণ্ডে জল অধিক আছে, আর পর্ব্বতাদি না থাকায়, সমুদ্র-বায়ু অপ্রতিহত প্রবেশ করে; এজন্য আকাশ সতত সজল ও কুজ্ঝটিকায় অচ্ছন্ন থাকে। শীতকালে সমুদায় স্থান হিমানী জালে জড়িত হয়।

হলণ্ডে দীর্ঘতৃণপূরিত গোষ্ঠ অনেক নিরীক্ষিত হয়। সেই সকল গোষ্ঠে অসংখ্য তৃণজীবী জন্তু বিচরণ করে। ঐ সকল

জন্তুই তত্রত্য কৃষকদিগের প্রধান সম্পত্তি। এ দেশে যে সকল দ্রব্যের চাস হয় তন্মধ্যে গোম, শণ, পাট, মঞ্জিষ্ঠা ও তামাক প্রধান। হলণ্ডের জন্তুবর্গ তাহার সন্নিহিত আর আর দেশ সকলের জন্তুবর্গ হইতে অধিক ভিন্ন নহে। এ জন্য বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা গেল না।

হলণ্ডবাসীদিগকে ওলন্দাজ বলে। যত্ন ও পরিশ্রমের অসাধ্য কিছুই নাই ওলোন্দাজেরা একথা বিলক্ষণ সার্থক করিয়াছে। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে হলণ্ড মধ্যে মধ্যে সমুদ্রজলে নিমগ্ন হইত। ওলোন্দাজেরা অপরিসীম পরিশ্রম বলে সমুদ্রকে স্বদেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া এক প্রকার কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। ইহাদের পরিশ্রম স্বরূপ ইন্দ্রজালে সমুদ্রতটের বালুকারাশিও আত্মস্বভাব বিস্মৃত হইয়া শস্য প্রসব করিতেছে। ইহারা কৃষিকর্ম্মে যে রূপ পরিশ্রমী শিল্প কর্ম্মেও সেই রূপ। ইহাদের শিল্পকর্ম্ম বহু বিস্তৃত; তন্মধ্যে বস্ত্র বয়ন, জিন নামক মদিরা প্রস্তুত করণের পারিপাট্য, মৃণ্ময় পাত্রের গঠন ও জাহাজাদি নির্ম্মাণের প্রকরণ সর্ব্বত্র প্রশংসনীয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বাণিজ্যই ইহাদের শ্রীবৃদ্ধির প্রধান কারণ। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে স্পেনের দাসত্ব হইতে মুক্ত হওয়ার পর অবধি ইহারা পৃথিবীর প্রায় সকল ভাগেই বাণিজ্য বিস্তার করিয়াছিল। মধ্যে বোনাপার্টির দৌরাত্ম্যে কিঞ্চিৎ ভগ্ন পড়ে। এক্ষণে সে দৌরাত্ম্য একেবারে তিরোহিত হইয়াছে। সুতরাং ইহাদের পূর্ব্ব প্রাধান্য পুনঃ প্রাপ্তির শুভ সুযোগ উপস্থিত। ইয়ুরোপের মধ্যে ইংলণ্ড ভিন্ন হলণ্ডের তুল্য বিভবশালী দেশ আর নাই।

ওলোন্দাজেরা যেমন পরিশ্রমী তেমনি মিতব্যয়ী। ইহারা সরলস্বভাব কিন্তু আত্মম্ভরী ও অত্যন্ত অভিমানী। কোন বিচক্ষণ

ভ্রমণকারী লিখিয়াছেন ইহাদের বুদ্ধি প্রখর নহে আর সজলানিল দেশে বাসজন্য ইহাদের প্রকৃতিও জড়প্রায়। ইহারা সাহসী নহে কিন্তু অতিশয় একগুঁয়ে।

হলণ্ডে বিদ্যার বিলক্ষণ চর্চা হয়। লীডন, ইয়ুট্রেচ্‌ট ও গ্রোনিঙ্গেনের বিশ্ববিদ্যালয়, বহুকাল হইল, ইয়ুরোপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এদেশে আপামর সাধারণ সকল লোকেরই বিদ্যা শিখিবার বিলক্ষণ সুবিধা আছে। ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশের মত এখানে ছাত্রেরা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করে না। পাদরিরা আপন আপন যাজনাধিকারের বালকদিগকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া থাকে।

হলণ্ডের রাজধানী আমষ্টর্ডম। এই নগর অতি বিস্তীর্ণ ও ইহাতে অনেক বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পন্ন হয়। হেগ্, রটর্ডম, লীডন, ইয়ুট্রেচট ও ডেলফর্ট ইহার আর কয়েকটী প্রধান নগর।

হলণ্ডের প্রধান প্রধান বিদেশীয় অধিকার—ভারতসাগরীয় দ্বীপ শ্রেণীর মধ্যে জাবা ও মলক্কস এবং সুমাত্রা দ্বীপের কিয়দংশ; আফ্রিকার, গিনিউপকূলে অবস্থিত, কতিপয় ক্ষুদ্র দুর্গ; দক্ষিণ আমেরিকায় সুরিনম অর্থাৎ ওলোন্দাজাধিকৃত গায়েনা; কারিব সাগরীয় দ্বীপ শ্রেণীতে কিয়ুরেকোয়া, বিয়ুয়েনআইয়র, সেণ্টউষ্টেসস্, ও সেণ্টমার্টিনের কিয়দংশ

বেল্‌জিয়ম।

বেল্‌জিয়মের উত্তর সীমা হলণ্ড; পূর্ব্বসীমা রাইনিকপ্রসিয়া; দক্ষিণ সীমা ফ্রান্স; পশ্চিম সীমা জর্ম্মন মহাসাগর। বেলজিয়মের পরিমাণ ফল প্রায় ১১,৩৫৬ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা অন্যূন ৪০,০০,০০০।

বেল্‌জিয়মের দক্ষিণ প্রান্ত উন্নত ও বন্ধুর, উত্তরভাগ সমতল ও সাগর পৃষ্ঠ হইতে অধিক উচ্চ নহে; এই ভাগের ভূমি সর্ব্বত্র নদী ও কৃত্রিম সরিতে পরিষিক্ত; গোষ্ঠ, বিপিন ও শস্য ক্ষেত্রে বিভূষিত এবং অগণ্য জনপূর্ণ গ্রাম ও নগরে মণ্ডিত। সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস হইতে রক্ষার নিমিত্ত, হলণ্ডের মত, এদেশের উত্তর ভাগেও অনেক সেতু সংঘটিত আছে।

বেল্‌জিয়মে হলণ্ডের অপেক্ষা শীতের অল্প প্রাদুর্ভাব, ইহার আকাশও তত সজল থাকে না। ভূমি, স্বভাবতঃ উর্ব্বরা নহে, কিন্তু কৃষিকর্ম্মের ঔৎকর্ষে এত শস্য প্রসব করে যে, লোকে ইহাকে ইয়ুরোপের উদ্যান বলিয়া আখ্যা প্রদান করিয়াছে। গোম, রাই, পাট, শণ, ওট, তামাক, ও মঞ্জিষ্ঠা এ দেশের প্রধান উৎপন্ন। অরণ্যে ওক ভূর্জ্জ ও আস প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, কিন্তু সুখাদ্য ফলের বৃক্ষ এদেশে অধিক নাই। এখানে সামান্য গ্রাম্য জন্তু প্রায় সকলই পাওয়া যায়। গোষ্ঠ সকলে অপর্য্যাপ্ত তৃণ জন্মে এজন্য এখানকার তৃণভোজী পশুরা সচরাচর অতি হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থাকে। আকরিকের মধ্যে পাথরিয়া কয়লা অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়; লৌহ, তাম্র, সীস, গন্ধক ও ফট্‌কিরিও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

বেল্‌জিয়মের অধিবাসীদিগকে বেল্‌জিয়ান বলে। বেল্‌জিয়ানেরা অতিশয় পরিশ্রমী ও শিল্পকুশল। জরি, পট্টবস্ত্র, ধাতুনির্ম্মিত বিবিধ দ্রব্য, ও নানা প্রকার কল এদেশে অতি উৎকৃষ্ট প্রস্তুত হয়। ইহাদের বাণিজ্য দিন দিন প্রচীয়মান হইতেছে। এদেশে প্রদেশ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত, কিন্তু লোকে প্রায়ই ফরাশি ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে এবং সেই ভাষাই সমুদায় আদালতে ব্যবহৃত।

বেল্‌জিয়মে বিদ্যা শিক্ষার ভাল বন্দোবস্ত নাই; অন্ততঃ তৃতীয় ভাগ লোক নিয়মিত রূপে শিক্ষা পায় না।

বেলজিয়মের রাজধানী ব্রসেল্‌স, সেন নদীর তীরে অবস্থিত। এই নগর দেখিতে অতি সুন্দর। আণ্টর্প, গেণ্ট, মেসলিন ও লিজ এ দেশর আর চারিটী প্রধান নগর।

জর্ম্মনি।

জর্ম্মনির উত্তর সীমা জর্মন মহাসাগর, ডেন্মার্ক ও বাল্টিক সাগর; পূর্ব্বসীমা প্রসীয়পোলণ্ড, অস্ট্রীয়পোলণ্ড ও হঙ্গেরী; দক্ষিণ সীমা বিনিস উপসাগর, ইটালি ও সুইজর্লণ্ড; পশ্চিম সীমা ফ্রান্স, বেল্‌জিয়ম ও হলণ্ড। জর্ম্মনির পরিমাণ ফল প্রায় ৬১,৫০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩,৯০,০০,০০০।

জর্ম্মনির মধ্যভাগে পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত একটী পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বত, পশ্চিমে ওয়েষ্টফেলিয়া নামক প্রদেশ হইতে উত্থিত হইয়া, হেসিকাস্লের অভ্যন্তর ও সাক্সনীর দক্ষিণ দিয়া আসিয়া, অবশেষে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতের সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা জর্ম্মনি, উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। উত্তর ভাগ নিম্ন ও বালুকাময়সমতলক্ষেত্র, দেখিলে বোধ হয় কিছুকাল পূর্ব্বে সমুদ্র জলে আচ্ছন্ন ছিল। দক্ষিণ ভাগ উন্নত ও স্থানে স্থানে পর্ব্বতে আকীর্ণ।

জর্ম্মনিতে প্রদেশ ভেদে শীতাতপের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব। উত্তর ভাগে বায়ু সজল ও ক্ষণে উষ্ণ ক্ষণে শীতল। মধ্য ভাগের বায়ু স্বচ্ছ, তথায় নিয়মিতরূপে ঋতুর পর্য্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। আর তথাকার ভূমি অত্যন্ত উন্নত বলিয়া শীতের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। দক্ষিণ ভাগের বায়ু শুষ্ক ও নাতিশীতোষ্ণ।

জর্ম্মনির উদ্ভিদের মধ্যে আরণ্য তরু সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তাহাতে দেশের সমুদায় অট্টালিকা ও জাহাজাদি নির্ম্মাণ এবং জালানি কর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া এত উদ্বৃত্ত হয় যে, বিক্রয়ার্থ অনেক টাকার কাষ্ঠ বর্ষে বর্ষে বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। যে যে প্রকার শস্যে রুটি প্রস্তুত হইতে পারে সেই সমুদায়ই জর্ম্মনিতে পাওয়া যায়। তদ্ব্যতিরেকে স্থানে স্থানে ভূট্টা জন্মে। সুখাদ্য ফলও এখানে অনেক আছে, এবং শণ, পাট, পোস্ত, জিরে, ধান্য, তামাক, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, জাফরান প্রভৃতিও অনেক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জর্ম্মনিতে সামান্য গ্রাম্য জন্তু প্রায় সকলই পাওয়া যায়। অরণ্যে হরিণ, নেকড়ে, ভল্লুক, বন্যবরাহ, উল্কামুখী ও লিঙ্কিস্† দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে মধুমক্ষিকা অনেক, তদ্দ্বরা যথেষ্ট মধু উৎপন্ন হয়।

জর্ম্মনির ভূগর্ভে যত প্রকার ও যত পরিমাণে আকরিক নিহিত আছে, ইয়ুরোপের অন্য কোন দেশেই তত নাই। আকরিকের উত্তোলনও এদেশে ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা অধিক কৌশলে ও অল্প ব্যয়ে সম্পন্ন হয়। জর্ম্মনির মধ্যমীয় পর্ব্বতে স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যায়। লৌহ, তাম্র, সীস দস্তা, সৈন্ধবলবণ, নানা প্রকার মার্ব্বল ও বহুমূল্য প্রস্তর নানা স্থানে উত্তোলিত হইয়া থাকে। পাথরিয়া কয়লার খনিও এ দেশে অনেক আছে, কিন্তু জালানি কাষ্ঠ অপর্য্যাপ্ত বলিয়া সেই সকল খনির কয়লা প্রায়ই উত্তোলিত হয় না।

জর্ম্মনিতে বিদ্যা শিক্ষার অসাধারণ সুযোগ আছে। ইহাতে

† বনমার্জ্জার জাতীয় শ্বাপদ। ইহার চক্ষু অতিশয় তীক্ষ্ণ। ইয়ুরোপীয়েরা সচরাচর তীক্ষ্ণদর্শন ব্যক্তিকে লিঙ্কিস্-দৃষ্টি বলিয়া বর্ণনা করেন।

ঊনবিংশতি বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রায় প্রত্যেক প্রধান নগরে এক এক প্রধান বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। তদ্ব্যতিরেকে অল্প পাঠী বালকদিগের অধ্যয়নের নিমিত্ত সামান্য বিদ্যালয় দ্বারে দ্বারে আছে বলিলেই হয়। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ব্যয় স্বল্প; নিতান্ত জড়বুদ্ধি অথবা চিরকাল মূর্খ থাকিব বলিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে সকলেই অনায়াসে অন্ততঃ লিখন, পঠন ও অঙ্ক শিক্ষা করিতে পারে। সমুদায় নিয়মিত বিদ্যালয় ব্যতিরেকে জর্ম্মনির স্থানে স্থানে বহুসংখ্যক বিদ্যাবিষয়িণী সভা সংস্থাপিত আছে তথায় পণ্ডিতেরা বিবিধ বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকেন।

জর্ম্মনির অধিবাসীদিগকে জর্ম্মন কহে। জর্ম্মনেরা সুশ্রী ও দীর্ঘকায়। সারল্য, মিতব্যয়, আতিথেয়তা, প্রগাঢ়পরিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় ইহাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ। দোষের মধ্যে ইহারা বিজাতীয় কুলাভিমানী। বিবিধ শিল্পকর্ম্মে ইহাদের বিশেষ নৈপুণ্য। বাণিজ্যে ইহারা তাদৃশ শ্রেষ্ঠ নহে।

জর্ম্মনির শাসন প্রণালী অতিশয় জটিল। এই দেশ স্ব স্ব প্রধান চত্বারিংশৎ রাজ্যে বিভক্ত, সেই সমুদায় রাজ্য পরস্পরের রক্ষা ও সহায়তার নিমিত্ত সন্ধিসূত্রে বদ্ধ। তাহারা সকলে মিলিত হইয়া একটী সভা সংস্থাপিত করিয়াছে, ঐ সভাকে ডায়ট কহে। তথায় সমুদায় রাজ্য হইতে প্রতিনিধি আসিয়া সমাবিষ্ট হয়; অস্ত্রিয়ার অধিপতির প্রতিনিধি এই সভার অধ্যক্ষ। যাহাতে সমুদায় মিলিত রাজ্যের কুশল ও পরস্পরের ঐক্য থাকে, এই সভায় তৎসম্পর্কীয় বিষয় সকলের পর্য্যালোচনা হইয়া থাকে; তাহাতে যাহা সিদ্ধান্ত হয় সকল রাজ্যকেই তদনুরূপ কার্য্য করিতে হয়।

সম্মিলিত রাজ্য সকলের রাজকার্য্য দুই প্রকারে সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক রাজ্য আপন আপন আইন ও শাসন প্রণালীর অনুবর্ত্তী

হইয়া আপন আপন প্রজা ও রাজস্ব সম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় নিষ্পন্ন করে। অবশিষ্ট সমুদায় বিষয়ে ডায়টের আজ্ঞামত চলিতে হয়। বাস্তবিক ডায়ট সভা সম্রাট স্বরূপ; আর মিলিত রাজ্যগুলি সেই সম্রাটের অধীন স্ব স্ব প্রধান সামন্ত রাজ্যের ন্যায়। ইহারা কেবল আত্মসম্পর্কীয় বিষয় সকলে আপন আপন মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে, আত্মসীমাবহির্গত কোন বিষয়ে ডায়টের অমতে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না। সেই সকল বিষয়ে ডায়টের সম্পূর্ণ প্রভুতা।

সম্মিলিত রাজ্য সকলের মধ্যে কতকগুলি রাজ্যের রাজা-দিগের সমগ্র অধিকার জর্ম্মনির অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে, সুতরাং সমুদায় অধিকার ডায়টেরও অধীন নয়। কিন্তু জর্ম্মনিতে তাহাদের যে সকল অধিকার আছে সেই সকল অধিকারের রাজা বলিয়া তাহারা জর্ম্মনির রাজাবলীর মধ্যে গণিত ও ডায়টে প্রতিনিধি পাঠাইবার যোগ্য। জর্ম্মনির সীমার বাহিরে তাহাদের যে সকল অধিকার আছে জর্ম্মনিক ডায়টের সহিত সেই সকল অধিকারের কোন সংস্রব নাই। ডেন্মার্ক, হলণ্ড, অস্ত্রিয়া ও প্রসি-য়ার অধিপতিরা এইরূপে জর্ম্মনির রাজাবলীর মধ্যে পরিগণিত। এই চারি নরপতির মধ্যে প্রভেদ এই যে, ডেন্মার্ক ও হলণ্ড জর্ম্মনির অন্তর্ব্বর্ত্তী নহে, কিন্তু এই দুই দেশের রাজারা জর্ম্মনির অন্তর্গত কয়েক স্থান অধিকার করিয়াছেন; ডেন্মার্কপতি হল-ষ্টিন ও লয়েনবর্গ নামক দুইটী প্রদেশ, ও হলণ্ডপতি লক্সেমবর্গ নামক একটী প্রদেশ। অষ্ট্রিয়া ও প্রসিয়া উভয়ই জর্ম্মনির অন্ত-র্গত কিন্তু এই উভয় দেশের রাজারাই জর্ম্মনির সীমা অতিক্রম করিয়া বিদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছেন।

জর্ম্মনির অন্তর্গত যে সকল রাজ্য অস্ত্রিয়া ও প্রসিয়ার অ-ধীন অস্ত্রিয়া ও প্রসিয়া প্রকরণে তাহাদের উল্লেখ হইবে।

অবশিষ্ট রাজ্য সকলের মধ্যে যে গুলি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ নিম্নে তাহাদের উল্লেখ করা যাইতেছে।

রাজ্যের নাম	রাজধানীর নাম
বাবেরিয়া	মিয়ুনিক।
হানোবর	হানোবর।
ওয়ার্টেম্বর্গ	ষ্টটগার্ট।
সাকসনি	ড্রেস্‌ডেন ও লিপ্‌জিগ।
হেসিকাসেল	কাসেল।
বেডিন	কারল্‌স্রু।

হমবর্গ, লুবেক, ব্রিমেন ও ফ্রাঙ্কফোর্ট এই চারি নগর চারি স্বাধীন সাধারণতন্ত্র এবং বহুবিধ বাণিজ্যের স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। ফ্রাঙ্কফোর্ট নগরে জর্ম্মনির ডায়ট সংস্থাপিত আছে।

প্রসিয়া।

কতকগুলি বিচ্ছিন্ন জনপদ লইয়া প্রসিয়া রাজ্য পরিগণিত। এই রাজ্য দুই প্রধান খণ্ডে বিভক্ত; পূর্ব্ব প্রসিয়া ও পশ্চিম প্রসিয়া। পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রসিয়ার মধ্যস্থলে, প্রসিয়াপতির অধীন নয়, এমন কতকগুলি জর্ম্মনিক রাজ্য থাকাতে, প্রসিয়া রাজ্যের এই দুই ভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। পূর্ব্ব প্রসিয়া রুসিয়া ও অস্ত্রিয়ার সমীপবর্ত্তী। নিজ প্রসিয়া, প্রাচীন পোলণ্ড রাজ্যের পোসেন নামক প্রদেশ, ব্রাণ্ডেনবর্গ, পোমেরেনিয়া, সিলিসিয়া ও সাক্সনির কিয়দংশ, এই সমুদায় পূর্ব্ব প্রসিয়ার অন্তর্গত। এই সকলের মধ্যে পোসেন ভিন্ন, অবশিষ্ট সমুদায়ই জর্ম্মনির উত্তর ভাগের অন্তর্ব্বর্ত্তী, সুতরাং জর্ম্মনি দেশের বিবরণেই ইহাদের বিবরণ সম্পন্ন হইয়াছে।

পশ্চিম প্রুসিয়া হলণ্ড, বেলজিয়ম ও ফ্রান্সের সমীপবর্ত্তী। ওয়েষ্টফেলিয়া ও রাইনিক প্রুসিয়া † এই খণ্ডের পধান প্রদেশ। এখানে রাইন নদী প্রবাহিত। ঐ নদীর উভয় তীর দেখিতে অতিশয় মনোহর। প্রুসিয়ার শীতাতপ ও উদ্ভিদাদি জর্ম্মনি দেশের তত্তৎসমুদায় হইতে কিছুই বিভিন্ন নহে। এ জন্য তাহাদের পৃথক বিবরণ লেখা গেল না।

প্রুসিয়া রাজ্যে শিক্ষাকার্য্যে যত যত্ন ও অনুরাগ পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই উক্ত বিষয়ে তত যত্ন ও অনুরাগ দেখা যায় না। রাজনিয়ম অনুসারে সকল প্রজাকেই আপন সন্তানগণকে যথাকালে বিদ্যালয়ে পাঠাইতে হয় অথবা এরূপ প্রমাণ করিতে হয় যে, তাহারা আপন গৃহেই উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে। দরিদ্র সন্তানেরা পঠদ্দশার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে আনুকূল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই রাজ্যে সাত বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় অনেক আছে।

প্রুসিয়া রাজ্যের রাজধানী বর্লিন, ব্রাণ্ডেনবর্গ প্রদেশে স্প্রি নামক ক্ষুদ্র নদীর তটে অবস্থিত। ব্রেস্‌ল, কলোন, কোনিংস্‌বর্গ, মাগডিবর্গ ও ডানজিগ ইহার আর পাঁচটী প্রধান নগর।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য।

জর্ম্মনির অভ্যন্তরে, বাবেরিয়ার পূর্ব্বদিগে, অস্ট্রিয়া নামে প্রদেশ আছে। সেই প্রদেশের অধিপতিরা কালসহকারে ক্রমে ক্রমে জর্ম্মনির ভিতরে ও তাহার বাহিরে অনেক স্থান হস্তগত করিয়া সম্রাট্‌ নামে খ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদের

† রাইন নদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া পশ্চিম প্রুসিয়ার দক্ষিণ ভাগকে রাইনিক প্রুসিয়া কহা যায়।

সাম্রাজ্যকে অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য কহে। এই সাম্রাজ্যের উত্তর সীমা রুসিয়া, প্রসিয়া, সাক্সনি ও বাবেরিয়া; পূর্ব্ব সীমা রুসিয়া ও তুরুস্ক; দক্ষিণ সীমা তুরুস্ক, বিনিস উপসাগর ও ইটালির স্বাধীনভাগ; পশ্চিম সীমা ইটালির বায়ুকোণবর্ত্তী সার্ডিনিয়া নামক রাজ্য, সুইজর্লণ্ড ও বাবেরিয়া। এই সাম্রাজ্যের পরিমাণ ফল প্রায় ৬৪,৫০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৪,০০,০০,০০০।

এই সাম্রাজ্য চারি প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত; নিম্নে সেই সকল অঞ্চলের ও তাহাদের অন্তর্গত প্রধান প্রধান প্রদেশের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

১। জর্ম্মনি অঞ্চল—অস্ট্রিয়া, বোহিমিয়া, মরেবিয়া, সিলিসিয়া, ষ্টিরিয়া, ইলিরিয়া, ও টিরল।

২। পোলণ্ড অঞ্চল—গালিসিয়া।

৩। হঙ্গেরি অঞ্চল—হঙ্গেরি, ট্রান্সিলবেনিয়া, বানাণ্ট, স্কালাবোনিয়া, ক্রোসিয়া ও ডাল্মেসিয়া।

৪। ইটালি অঞ্চল—লম্বার্ডি ও বিনিস।

এই বিশাল সাম্রাজ্যে, প্রদেশ বিশেষে পর্ব্বতাকীর্ণ ভূতল ও গিরি আদি শূন্য সমতল ক্ষেত্র নিরীক্ষিত হয়। টিরল, ষ্টিরিয়া ইলিরিয়া ও ট্রান্সিলবেনিয়া এই কয় প্রদেশ অতিশয় পর্ব্বতময় কিন্তু হঙ্গেরি ও ইটালিক প্রদেশ সকলে দূরবিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র অনেক নেত্রগোচর হয়। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্য দেখিতে যেরূপ অসমাকার ইহাতে প্রদেশ বিশেষে শীতাতপেরও তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব। নিজ অস্ট্রিয়ার বায়ু স্বাস্থ্যকর ও নাতিশীতোষ্ণ; দাক্ষিণাত্য প্রদেশ সকল অপেক্ষাকৃত উষ্ণ প্রধান; এ দিগে আল্প পর্ব্বত ও তদুপকণ্ঠে অতিশয় শীত। হঙ্গেরি অঞ্চলে ঝটিকা, ভূমিকম্প ও অতিশয় অনাবৃষ্টি সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে।

আল্পীয় প্রদেশে ইয়ুরোপের অন্যান্য সমুদায় স্থান অপেক্ষা অধিক বৃষ্টি পতিত হয়।

অস্ত্রিয়া সাম্রাজ্যের দক্ষিণ ভাগের ভূমি উর্ব্বরা। তথায় যথেষ্ট শস্য জন্মে। উত্তরভাগ তাদৃশ উর্ব্বর নহে। অস্ত্রিয়া সাম্রাজ্য আকরিক সম্পত্তির নিমিত্ত অতিশয় প্রসিদ্ধ। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও পারদ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার লৌহ অতিশয় উৎকৃষ্ট এবং সাম্রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্রেই প্রচুর পরিমাণে নিহিত। এখানে পাথরিয়া কয়লা, সৈন্ধবলবণ ও নানাবিধ বহুমূল্য প্রস্তরের আকর আছে। এ সমুদায় ভিন্ন অন্যান্য প্রকার আকরিকও অল্প বা অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

জর্ম্মনিতে যে সকল জন্তু পাওয়া যায় অস্ত্রিয়াতেও সেই সমুদায় পাওয়া গিয়া থাকে।

অস্ত্রিয়া সাম্রাজ্যে নানা জাতীয় লোকের বাস। তাহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহার পরস্পর ভিন্ন ভিন্ন। এদেশের সমুদায় বিচারালয়ে ও চতুস্পাঠীতে জর্ম্মন ভাষা প্রচলিত। এই সাম্রাজ্যের প্রায় সর্ব্বত্রেই, অল্পপাঠী বালকদিগের নিমিত্ত, সামান্য পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছে কিন্তু যত পাঠশালার প্রয়োজন হঙ্গেরি প্রভৃতি দূরতর প্রদেশে অদ্যাপি তত সংস্থাপিত হয় নাই। অস্ত্রিয়া সাম্রাজ্যে এমন কোন লিখিত নিয়ম নাই যে বালক মাত্রকেই পাঠশালায় প্রবিষ্ট হইতে হইবে কিন্তু লেখাপড়া না শিখিলে কেহই কোন রূপ বিষয় কর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না ও দারপরিগ্রহ করিতে পায় না, সুতরাং প্রাগুক্ত নিয়ম নাই বলিয়া কেহই বিদ্যানুশীলনে তাচ্ছাল্য করিতে পারে না। সামান্য স্কুল ও নয়টী বিশ্ববিদ্যালয় ব্যতিরেকে এখানে আরও অনেক প্রধান বিদ্যালয় আছে।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যে নিয়মতন্ত্র প্রণালীতে রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহার অন্তর্গত সমুদায় সামন্ত রাজ্যে এক এক সভা সংস্থাপিত আছে। সেই সেই সভার উদ্দেশ্য এই যে, সম্রাট কোনরূপ অত্যাচার করিলে তাহার নিবারণ করে। কিন্তু কার্য্যকালে এই উদ্দেশ্যের অণুমাত্রও সম্পন্ন হয় না। সম্রাটের যাহা ইচ্ছা হয় তিনি তাহাই করেন, কোন সভাই তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে না।

অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের রাজধানী বিয়েনা. নিজ অস্ট্রিয়ার অভ্যন্তরে ডানিয়্যুব নদীর তীরে অবস্থিত। সাম্রাজ্যের অন্যান্য কতিপয় প্রধান নগর — জর্ম্মনি অঞ্চলে বোহিমিয়ার রাজধানী প্রেগ ও বিনিস উপসাগরের তীরবর্ত্তী ট্রিষ্ট। ইটালি অঞ্চলে মিলান ও বিনিস উপসাগরের তীরবর্ত্তী সুবিখ্যাত বিনিস। হঙ্গেরি অঞ্চলে বুডা ও প্রেসবর্গ, উভয় নগরই ডানিয়্যুব নদীর তীরে অবস্থিত। পোলণ্ড অঞ্চলে লেম্বর্গ ও বিষ্টুলা নদীর তীরবর্ত্তী ক্রাকো।

ইটালি।

ইটালির উত্তর সীমা আল্প পর্ব্বত ; পূর্ব্বসীমা বিনিস উপসাগর ; দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর ; পশ্চিম সীমা ভূমধ্যসাগর ও ফ্রান্স। ইটালির পরিমাণ ফল প্রায় ৩০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২,৬০,০০,০০০।

ইটালি গিরি ও অন্তর্দ্দেশ সমাকীর্ণ অতি সুদৃশ্য দেশ। ইহার সমুদায় উত্তর প্রান্ত ব্যাপিয়া তুষারধবলিত আল্প গিরি বৃত্তাকারে বিস্তৃত রহিয়াছে ; অভ্যন্তরে আপিনাইন পর্ব্বত

ইহাকে দ্বিধা বিভক্ত করিতেছে। উত্তর ভাগে আল্প ও আপিনাইনের মধ্যবর্ত্তী লম্বার্ডি প্রভৃতি প্রদেশ বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র। আপিনাইন পর্ব্বতের উভয় পার্শ্বেও অনেক সমতল ও উন্নতানত ক্ষেত্র নিরীক্ষিত হয়। ইটালির উপকূল ভাগে অনেক উপসাগর প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহাতে বিস্মুবিয়স্ প্রভৃতি কতিপয় আগ্নেয় পর্ব্বত আছে। অনেক বার সেই সকল পর্ব্বত হইতে অতি ভয়ানক অগ্ন্যুদ্গম ঘটিয়া গিয়াছে।

শীতাতপ বিষয়ে ভারতবর্ষে কাশ্মীর যে রূপ মনোহর ইয়ুরোপের মধ্যে ইটালিও সেই রূপ। কিন্তু ইটালি চিরকাল সমান মনোহর থাকে না। জ্যৈষ্ঠাদি চারি মাস অতিশয় গ্রীষ্ম, বিন্দুমাত্র বৃষ্টি পতিত হয় না, সূর্য্যের প্রখর কিরণে পৃথিবী লোহিত বর্ণ ও বৃক্ষ লতাদি শুষ্কপ্রায় হইয়া উঠে; মধ্যে মধ্যে আফ্রিকা হইতে সিরাকো নামে এক প্রকার ভয়ানক বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার স্পর্শে বৃক্ষলতাদি হততেজ এবং মনুষ্যের শরীর অবসন্ন ও স্ফূর্ত্তিহীন হইয়া উঠে। ইটালির অনেক প্রদেশে পূতিবাষ্প উত্থিত হওয়াতে বায়ু কলুষিত ও অস্বাস্থ্যকর থাকে।

ইটালির ভূমি উর্ব্বরা। রাই, মটর ও অন্যান্য প্রকার শস্য এবং পীচ, আঙুর দাড়িম, বাদাম, খেজুর জিৎফল, আকরট, কমলালেবু প্রভৃতি ফল অনেক পাওয়া যায়। ইক্ষুও এ দেশে জন্মিয়া থাকে। তুতগাছ এখানে অনেক, তাহাতে বিস্তর রেশম প্রস্তুত হয়। এখানকার জিৎফল হইতে অতি উৎকৃষ্ট তৈল নিষ্পীড়িত হইয়া থাকে।

নেকড়ে ও বন্যবরাহ ইটালির প্রধান আরণ্য জন্তু। ইহাতে পক্ষী ও পতঙ্গ অনেক প্রকার আছে। তৃণাদি যথেষ্ট পাওয়া যায় না বলিয়া গ্রাম্য জন্তু অধিক নাই।

ইটালি দেশে লৌহ ভিন্ন অন্য প্রকার ধাতু অতিশয় বিরল। এখানে অতি উৎকৃষ্ট মার্ব্বল ও অন্যান্য প্রকার প্রস্তর যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ইটালির অধিবাসীরা সুশ্রী, সুবুদ্ধি, প্রফুল্লচিত্ত ও বিদেশীয় লোকের প্রতি অতিশয় শিষ্টাচারী। কিন্তু ইহারা শঠ ও আত্মম্ভরি; নরহত্যা ও দস্যুবৃত্তি ইহাদের দেশে অনুক্ষণ ঘটিয়া থাকে। শিল্প কর্ম্মে ইহাদের অসাধারণ যত্ন ও নৈপুণ্য; বিশেষতঃ চিত্র, সঙ্গীত, ভাস্কর ও স্থপতি বিদ্যায় ইহারা অতিশয় পারদর্শী।

ইটালির শিক্ষা প্রণালী উৎকৃষ্ট নহে; সামান্য লোকেরা কিছুই শিখিতে পায় না, আর বড় লোকেরাও ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশের বড় লোকদিগের ন্যায় উত্তমরূপে শিক্ষিত হয় না। কিন্তু শিক্ষা প্রণালী অপ্রশস্ত বলিয়া ইটালি পণ্ডিতশূন্য নহে। বিদ্যোপার্জ্জনে আন্তরিক যত্ন থাকাতে আপনাপনি অধ্যয়ন করিয়া অনেকে বিবিধ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন।

সমুদায় ইটালি এক রাজার অধিকৃত নহে। ইহার কিয়দংশ অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্গত; অস্ট্রিয়া প্রকরণে সেই অংশের উল্লেখ করা গিয়াছে। অবশিষ্ট ভাগ পশ্চাল্লিখিত রূপে বিভক্ত হইয়াছে।

১। সার্ডিনিয়া রাজ্য—ইটালির উত্তর খণ্ডের পশ্চিম ভাগ ও সার্ডিনিয়া দ্বীপ লইয়া এই রাজ্য পরিগণিত। ইহার রাজধানী টুরিন, পো নদীর তীরে অবস্থিত। নীচ, জেনোয়া ও কাগ্লিয়ারি এই রাজ্যের আর তিনটী প্রধান নগর। প্রথম দুইটী মহাদেশিক ইটালিতে ভূমধ্য সাগরের তীরে অবস্থিত, তৃতীয়টী সার্ডিনিয়া দ্বীপের অন্তর্গত।

২। পার্ম্মা রাজ্য—অস্ত্রীয় ইটালির দক্ষিণ ও সার্ডিনিয়া রাজ্যের পূর্ব্ব। রাজধানী পার্ম্মা।

৩। মডেনা—অস্ত্রীয় ইটালির দক্ষিণ ও পার্মার পূর্ব্ব। রাজধানী মডেনা।

৪। পোপের রাজ্য*—ইহার উত্তরে অস্ত্রীয় ইটালি ও বিনিস উপসাগর; পশ্চিমে মডেনা ও টস্কানি রাজ্য; দক্ষিণে ভূমধ্য সাগর; পূর্ব্বে নেপল্‌স রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী রোম। প্রাচীনকালে রোমনগরী ইয়ুরোপীয়দিগের তৎকাল পরিচিত যাবতীয় পৃথিবীর রাজধানী ছিল। তখন ইহার অতিশয় শোভা ও সমৃদ্ধি ছিল। অদ্যাপিও ইহাতে বহুসংখ্যক পরম রম্য অট্টালিকা রহিয়াছে।

পোপের রাজ্যের অভ্যন্তরে সানমেরিনো নামে এক ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্র আছে। সেই সাধারণতন্ত্রের বিস্তার ৫।।০ বর্গ ক্রোশের অধিক নহে। উহার রাজধানী সানমেরিনো।

৫। টস্কানি রাজ্য—পোপের রাজ্যের পশ্চিম ও ভূমধ্য সাগরের উত্তর। ইহার রাজধানী ফ্লরেন্স। এই নগরেও অনেক সুদৃশ্য হর্ম্ম্য দেখিতে পাওয়া যায়। লেগহরন ও জেনোয়া এই রাজ্যের আর দুই প্রধান নগর।

৬। লুক্কা—টস্কানি রাজ্যের উত্তরপশ্চিম। রাজধানী লুক্কা।

৭। নেপল্‌স রাজ্য—পোপের রাজ্যের দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে ইটালির সমুদায় দক্ষিণ ভাগ ও সিসিলি দ্বীপ লইয়া পরিগণিত। এই রাজ্যের রাজধানী নেপল্‌স, স্বনামখ্যাত উপসাগরের তীরে

* রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের সর্ব্ব প্রধান যাজককে পোপ ও তাঁহার করদ সমুদায় স্থানকে পোপের রাজ্য কহে।

অবস্থিত। সিসিলি দ্বীপের প্রধান নগর পালার্মো। এই দ্বীপে এট্না নামে এক প্রসিদ্ধ আগ্নেয় পর্ব্বত আছে।

সুইজর্লণ্ড।

সুইজর্লণ্ডের উত্তর সীমা জর্ম্মনি; পূর্ব্ব সীমা অস্ত্রিয়া; দক্ষিণ সীমা ইটালি; পশ্চিম সীমা ফ্রান্স। সুইজর্লণ্ডের পরিমাণফল প্রায় ৩,৮১৫ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৫,০০,০০০।

সুইজর্লণ্ড অতিশয় পর্ব্বতময়। আল্প পর্ব্বত পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উভয় প্রান্ত বেষ্টন করিয়া অভ্যন্তরেও অনেক স্থান আকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। এদেশে স্থানভেদে প্রকৃতি ভীষণ ও মোহন উভয় বেশই ধারণ করিয়াছেন। ঊর্দ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিলে চিরহিমানী বিরাজিত আল্প শিখর, স্খলনোন্মুখ নিস্তল নগপ্রপাত, সমূলোৎপাটিত পর্ব্বত প্রায় বরফরাশির † পতন, তীব্রবেগ জলপ্রপাত এবং ভীমনাদ তরঙ্গ এই সকল ভয়ানক ব্যাপার সন্দর্শিত হয়, কিন্তু নিম্নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে রমণীয় নিকুঞ্জ বন, শ্যামল শস্য ক্ষেত্র, আনন্দপূরিত পর্ণকুটীর, কাচস্বচ্ছ সরসী ইত্যাদি দেখিয়া মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সঞ্চার হয়। সুইজর্লণ্ডের সমুদায় হ্রদও অতিশয় সুদৃশ্য, ইয়ুরোপের কতিপয় প্রধান প্রধান নদী এই দেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। সুইজর্লণ্ডে প্রদেশভেদে শীতাতপের অতিশয় তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে কোন স্থানে লাপলণ্ড দেশীয় ভীষণ শীত ও স্থানান্তরে ইটালিদেশীয় উত্তাপ অনুভূত হয়।

† এই সকল বরফরাশির দ্বারা কখন কখন গৃহাদি কখন বা গ্রামকে গ্রাম চাপিয়া যায়।

কৃষিকর্ম্মের পক্ষে সুইজর্লণ্ডের ভূমি অনুকূল নহে। এখানকার কৃষকেরা অপরিমিত পরিশ্রম করে তথাপি মৃত্তিকার দোষে যথেষ্ট শস্য লাভ করিতে পারে না। এদেশের গিরিতটে অনেক প্রকার গঠনকাষ্ঠ পাওয়া যায়।

ভালূক, স্যামইজ* মার্মট,† ও পাহাড়ে ছাগল এ দেশের প্রধান আরণ্য জন্তু। গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে এখানকার কুক্কুর অতিশয় প্রসিদ্ধ।

এ দেশের পর্ব্বত দেখিয়া আপাততঃ ইহাকে নানা বিধ বহুমূল্য ধাতুর আকর বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। লৌহের খনিই অধিক, আর রোপ্য, তাম্র ও সীসকও স্থানে স্থানে পাওয়া যায়।

সুইজর্লণ্ডবাসীদিগকে সুইস্ কহে। ইহারা সাহসী মিতব্যয়ী, পরিশ্রমী, স্বদেশপ্রিয় ও প্রবঞ্চনাশূন্য। ইহারা নানা প্রকার শিল্পকর্ম্ম করিয়া থাকে, তন্মধ্যে ঘটিকা যন্ত্র নির্ম্মাণে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করে। জেনিবা নগরের ক্ষুদ্র ঘড়ী অতিশয় প্রসিদ্ধ। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে সুইস্দিগের অত্যন্ত মনোযোগ। এ দেশে দুই বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য বিদ্যালয় অনেক আছে।

সুইজর্লণ্ড দ্বাবিংশতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে এক এক কাণ্টন কহে। প্রত্যেক কাণ্টন এক এক স্ব স্ব প্রধান সাধারণ তন্ত্র। সেই সমুদায় সাধারণ তন্ত্র মিলিত হইয়া এক সভা সংস্থাপিত করিয়াছে। ঐ সভাকে ডায়েট কহে। তথায় সমুদায় সাধারণতন্ত্র হইতে প্রতিনিধি আসিয়া সমাবিষ্ট হয়। সুইজর্লণ্ডের যাবতীয় সাধারণ বিষয় ও বিদে-

* ছাগ জাতীয় এক প্রকার চতুষ্পদ।

† খরগস জাতীয় এক প্রকার জন্তু।

শীয় রাজাদিগের সহিত সন্ধি বিগ্রহাদি যাবতীয় কার্য্য সেই সভার আজ্ঞানুসারে হইয়া থাকে।

সুইজর্লণ্ডে বড় বা অধিক নগর নাই। লোকে পল্লীগ্রামে বাস করিতেই অধিক অনুরক্ত। বরন, জেনিবা ও বেল এই তিনটী মাত্র নগরে বিংশতি সহস্রের অধিক লোক বসতি করে। বরন নগরে সুইজর্লণ্ডের ডায়ট সমাবিষ্ট ও জেনিবায় নানা প্রকার বিদ্যার আলোচনা হয়। বেল নগর সুইজর্লণ্ডের প্রধান বাণিজ্য স্থান।

ফ্রান্স।

ফ্রান্সের উত্তর সীমা ইংলিস সাগর ও বেলজিয়ম; পূর্ব্ব সীমা জর্ম্মনি, সুইজর্লণ্ড ও ইটালি; দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর ও পিরানিস্ পর্ব্বত; পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। ফ্রান্সের পরিমাণফল প্রায় ৫১,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩,৬০,০০,০০০।

ফ্রান্সের পূর্ব্ব ও দক্ষিণপশ্চিম প্রান্ত পর্ব্বতে আচ্ছন্ন: অভ্যন্তরভাগ, অবরন ও লাঙ্গুডক নামে দুই প্রদেশ ব্যতিরেকে, আর সর্ব্বত্র সমতল। পূর্ব্বপ্রান্তে আল্প পর্ব্বত অর্দ্ধেকেরও অধিক ভাগ আচ্ছন্ন করিয়া আছে এবং আল্পের কতিপয় প্রত্যন্ত গিরি ডফেন ওপ্রবেন্স নামক দুই প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়াছে। দক্ষিণ প্রান্তে পিরানিস গিরি ফ্রান্স দেশকে স্পেন হইতে পৃথক করিতেছে এবং পিরানিসের কতিপয় প্রত্যন্ত শৈল গাসকইন ও রজিলিন নামে দুই প্রদেশ আকীর্ণ করিয়া আছে। পূর্ব্বদিগে যেখানে, রাইননদী ফ্রান্সের প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত হইতেছে, সেই খানে বসজেস ও আর কতিপয় পর্ব্বত আছে।

ফ্রান্সে প্রদেশ ভেদে শীতাতপের ভিন্ন ভিন্ন ভাব। উত্তর-ভাগে বৃষ্টি প্রায় সর্ব্বদাই পতিত হয়, বায়ু সজল ও অনচ্ছ থকে; মধ্যভাগে শীতের প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প; তথাকার বায়ু সচরাচর অতিশয় সুখস্পর্শ। দক্ষিণভাগ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও ইটালি প্রভৃতি দেশের সদৃশ। মধ্যভাগে মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড ঝটিকা ও শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে, দক্ষিণভাগে সময়ে সময়ে অনাবৃষ্টি হেতু শস্যাদি নষ্ট হইয়া যায়।

স্থানে স্থানে কতিপয় বিচ্ছিন্ন প্রদেশ ভিন্ন ফ্রান্সের ভূমি সর্ব্বত্রই উর্ব্বরা, শস্য নানা প্রকার ও অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে। এদেশে স্থান বিশেষে দ্রাক্ষা, ভূট্টা, জিৎফল ও কমলালেবুও উৎপন্ন হয়। ফ্রান্সে মদিরা অপর্য্যাপ্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। মদ্য-পায়ীরা ফ্রান্সের কয়েক প্রকার সুরার অতিশয় প্রশংসা করে। ফ্রান্সে অরণ্য অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; অন্যান্য দেশে যেমন পাথরিয়া কয়লা দ্বারা ইন্ধনের কার্য্য সম্পন্ন হয় এ দেশে সেরূপ নয়; এখানে কাষ্ঠই গৃহস্থদিগের প্রধান ইন্ধন বলিয়া সেই সকল অরণ্য হইতে বর্ষে বর্ষে অনেক টাকা উৎপন্ন হয়।

ফ্রান্সে সামান্য গ্রাম্যজন্তু প্রায় সকল প্রকারই পাওয়া যায়। আরণ্য জন্তুর মধ্যে নেকড়ে, লিঙ্কস্, উল্কামুখী ও বন্যবরাহ প্রধান।

এদেশে আকরিকের মধ্যে পাথরিয়া কয়লা, লৌহ ও লবণ অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। গৃহনির্ম্মাণোপযোগী মার্বেল আদি নানা প্রকার প্রস্তরও যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ফ্রান্সের অধিবাসীদিগকে ফরাসি কহে। ফরাসিরা, সুবুদ্ধি উদ্যোগী, বিচক্ষণ, প্রফুল্লচিত্ত, মিষ্টভাষী ও অতিশয় শিষ্টাচারী। নীতি বিষয়ে কেহ কেহ ইহাদিগের অযশঃ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই অযশের বিশেষ হেতু দৃষ্ট হয় না। নগরবাসী ফরা-

সিরা সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ কলঙ্ক স্পর্শশূন্য নহে সত্য বটে; কিন্তু কোন দেশেই নাগরিকদিগকে সর্ব্বথা শুদ্ধসত্ত্ব দেখা যায় না। নগরে প্রলোভন অনেক, তাহা নিবারণ করিতে না পারিয়া অনেকেই পাপ পঙ্কে মগ্ন হয়। এজন্য কোন জাতির চরিত্র বিচার করিতে হইলে প্রদেশবাসীদিগের চরিত্রই অগ্রে ধরিতে হয়। ফ্রান্সের প্রদেশবাসীদিগের চরিত্র অন্ততঃ তাহাদের প্রতি-বেশী জাতিদিগের হইতে অণুমাত্রও অপবিত্র নহে। সুতরাং তাহাদিগের দৃষ্টান্ত ধরিলে ইহারা নিন্দনীয় হইতে পারে না। ফরাসিরা নানা প্রকার শিল্প কর্ম্মে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। এদেশীয় মদিরা, পট্ট ও কার্পাস বস্ত্র, লৌহ দ্রব্য, কাচ ও কাগজ অতি উৎকৃষ্ট। বিদেশ হইতে এখানে যে সকল পণ্য দ্রব্য আনীত হয় তন্মধ্যে নীল, তুলা, কাফি, পাট, তামাক, রেশম, পশম, নানা প্রকার ধাতু ও পাথরিয়া কয়লা প্রধান। আর মদিরা, নানা প্রকার বস্ত্র ও আভরণ, বিবিধ বিলা-সদ্রব্য, কাগজ, ঘড়ি ও কাচের বাসন এখান হইতে ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

ফ্রান্সের শিক্ষা প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে ষড়্বিংশতি প্রধান বিদ্যালয় আছে, তদ্ভিন্ন সামান্য বিদ্যালয়ও অনেক। ফ্রান্সে বিবিধ শাস্ত্রবিশারদ অতি প্রধান পণ্ডিত অনেক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথিত আছে এদেশে বর্ষে বর্ষে পুস্তক ও সংবাদ পত্র ২৪,০০,০০,০০০ মুদ্রিত হইয়া থাকে।

ফ্রান্স দেশে খৃষ্টীয় ১৭৮৯ শাল হইতে উপর্য্যুপরি কয়েক বার রাজবিপ্লব ও আত্মবিগ্রহ† উপস্থিত হওয়াতে শাসন প্রণা-লীর বারংবার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। অধুনা সুবিখ্যাত নেপো-

† কোন দেশীয় প্রজারা আপনাপনির মধ্যে যুদ্ধ করিলে সেই যুদ্ধকে আত্মবিগ্রহ কহা যায়।

লিয়নের ভ্রাতৃপুত্র, "তৃতীয় নেপোলিয়ন সম্রাট" এই উপাধি গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সের সিংহাসনে রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার শাসন নামে প্রজাতন্ত্র কিন্তু কার্য্যে যথেষ্টাচার। ফ্রান্সের রাজধানী পারিস। এই নগর সেন নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। ইহাতে অগণ্য সুরম্য অট্টালিকা ও বিবিধ বিদ্যাগার দৃষ্ট হয়। বিস্তারে এই নগর অন্যূন ৩৷৷০ বর্গ ক্রোশ। লিয়ো, মার্সীল, বোর্দো, রুয়েন, টুলো, নাণ্টস্‌, লীল ও ষ্ট্রাসবর্গ ফ্রান্সের আর কয়েকটী প্রধান নগর।

ফ্রান্সের প্রধান প্রধান বিদেশীয় অধিকার।

আফ্রিকায়—আল্‌জিরিয়া ও সেনিগাল।

ভারতমহাসাগরে—বোর্বোঁদ্বীপ

ভারতবর্ষে—ফরাসিডাঙ্গা, পটুচ্চেরী, কারিকোল।

দক্ষিণ আমেরিকায়—গায়েনার কিয়দংশ।

কারিবসাগরে—গোয়াডিলোপ, মার্টিনিক, সেণ্টমার্টিন ও মেরিয়াগালাণ্টি দ্বীপ।

প্রশান্তমহাসাগরে—মার্কোয়েসস ও টাহিটি।

বৃটন সাম্রাজ্য।

ফ্রান্সের উত্তরপশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরের গর্ভে বৃটন নামে দ্বীপ আছে। সেই দ্বীপ ও তাহার পশ্চিমে আয়র্লণ্ড এবং সমীপবর্ত্তী সমুদায় ক্ষুদ্র দ্বীপ এক রাজার অধীন। তাঁহার রাজ্যকে গ্রেটবৃটন ও আয়র্লণ্ডের সংযুক্ত রাজ্য অথবা সঙ্ক্ষেপে বৃটন সাম্রাজ্য কহে। অস্মদ্দেশে এই রাজ্য সচরাচর বিলাত নামে পরিচিত। ক্রমান্বয়ে বৃটন ও আয়র্লণ্ডের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে।

বৃটন।

বৃটনদ্বীপ তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত; ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্স। তন্মধ্যে স্কটলণ্ড সর্ব্বোত্তর, তাহার দক্ষিণে ইংলণ্ড, ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়েল্স। এই তিন ভাগ আবার অনেক ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত। সেই সমুদায় ক্ষুদ্র ভাগকে শায়র অথবা কাউণ্টি কহে। ইংলণ্ড চল্লিশ, ওয়েল্স বার ও স্কটলণ্ড তেত্রিশ শায়রে বিভক্ত। ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েল্স এই তিনের মধ্যে ইংলণ্ড সর্ব্ব প্রধান, স্কটলণ্ড তদপেক্ষা ন্যূন, ওয়েল্স সর্ব্বাপেক্ষা ন্যূন। ইংলণ্ড ও ওয়েল্সের পরস্পর অধিক প্রভেদ নাই এজন্য তাহাদের স্বতন্ত্র বিবরণ লেখা গেল না। ইংলণ্ড ও ওয়েল্স উভয়েরই ইংলণ্ড নামে পরিচয় প্রদত্ত হইতেছে।

ইংলণ্ড।

ইংলণ্ডের উত্তর সীমা স্কটলণ্ড; পূর্ব্বসীমা জর্ম্মন মহাসাগর; দক্ষিণসীমা ইংলিস সাগর; পশ্চিমসীমা সেণ্টজর্জ্জ-প্রণালী ও আইরিস সাগর। ইংলণ্ডের পরিমাণ ফল প্রায় ১৪,৫৩৮ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,৮০,০০,০০০।

ইংলণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল নিম্নভূতল, পশ্চিম উপকূল দার্ষদ† ও স্থানে স্থানে সাগরশাখার প্রবেশ নিবন্ধন ক্রকচ প্রান্তের ন্যায় বিচ্ছিন্ন। দেশের অগ্নিকোণ পললময়* সমতল ক্ষেত্র, মধ্যস্থলে ভূমি ভঙ্গিমতী, পশ্চিম ও উত্তর ভাগ কতিপয় [illegible] উচ্চ

† দৃষৎ শব্দে প্রস্তর, দার্ষদ প্রস্তর নির্ম্মিত।

* নদীর পলিকে পলল কহে, পলি বিশিষ্ট হইলে পললময় বলা যায়।

পর্ব্বতে আকীর্ণ। এদেশের সমুদায় সমতল ক্ষেত্র তৃণ শস্যের হরিত শোভায় মণ্ডিত, পার্ব্বতীয় প্রদেশে বন্ধুর শিলাতল, সঙ্কীর্ণ অন্তর্দ্দেশ ও বেগবান্ নির্ঝর দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে স্থানে স্থানে বন্ধুর পঙ্কিল ভূমি ও গুল্মপূর্ণ পতিত ক্ষেত্রও অনেক আছে।

পৃথিবীর যে স্থানে ইংলণ্ডের অবস্থান তদনুসারে ইহাতে শীতাতপের যত দূর আতিশয্য সম্ভব, চারি দিগ জলে বেষ্টিত বলিয়া, তত দূর হইতে পায় না। ভারতবর্ষের সহিত তুলনা করিলে এখানে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এখানকার বায়ু সজল, অনচ্ছ ও ক্ষণে উষ্ণ ক্ষণে শীতল। স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানকার বায়ু অত্যন্ত উপকারী এবং উহার এই এক বিশেষ গুণ যে অঙ্গে লাগিলে নিরবচ্ছিন্ন অলস থাকিতে কষ্ট বোধ হয়। ইংলণ্ডের পশ্চিম ভাগে প্রায় সর্ব্বদাই বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। পূর্ব্বভাগ অপেক্ষাকৃত নির্বৃষ্ট। তথায় মধ্যে মধ্যে পূর্ব্বদিগ হইতে অত্যন্ত শীতল সুতরাং অতি অসুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হয়।

ইংলণ্ডের সমুদায় সমতল ভূমি উর্ব্বরা, আবাদ করিলে বিবিধ শস্য উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু গবাদি তৃণ জীবী পশু চরিবে বলিয়া উহার অর্দ্ধেক ভাগ অকৃষ্ট পড়িয়া থাকে। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে বিস্তর অরণ্য ছিল কিন্তু কৃষির চালনা ও বাহাদুরি কাষ্ঠের প্রয়োজন হেতু ক্রমশঃ তাহার অধিকাংশ অন্তর্হিত হইয়াছে। এখানকার আরণ্য তরুর মধ্যে ওক, ভূর্জ্জ, এলম, আস ও দেবদারু এই কয় প্রকার প্রধান। শস্যের মধ্যে গোম, যব ও ওট অপেক্ষাকৃত প্রচুর; সুখাদ্য ফলের মধ্যে কুল, আতা, চেরি, আকরট ও পেয়ার উল্লেখের যোগ্য।

ইংলণ্ডের আরণ্য জন্তুর মধ্যে হরিণ ও বন্যবৃষ অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে অশ্ব, মেষ ও গাভী প্রধান

ইংলণ্ডে অপর্য্যাপ্ত পাথরিয়া কয়লা ও লোহা পাওয়া যায়। তামা, সীসা ও দস্তাও যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ইঙ্গরেজ কহে। ইঙ্গরেজেরা সবল শরীর, সাহসী, তেজীয়ান, পরিশ্রমী ও অধ্যবসায়শালী ইহারা অতিশয় সুবুদ্ধি, চতুর ও সংগ্রাম নিপুণ। ইহারা সতত পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং বাসস্থান পরম রমণীয় করে। ইঙ্গরেজেরা বাক্যে ধর্ম্মের অতিশয় গৌরব করে কিন্তু কার্য্যকালে ইহাদিগকে সর্ব্বদা সেরূপ ধর্ম্মভীরু দেখা যায় না। ইঙ্গরেজী অনেক পুস্তকে উল্লেখ আছে ইহারা ধর্ম্মিষ্ঠ, সরল, বদান্য ও পরহিতকারী কিন্তু সকল স্থলেই সেই পরিচয় সমূলক বোধ হয় না। অনেকেই নিঃসন্দেহ প্রচুর পরিমাণে ঐ সকল সদ্গুণে অলঙ্কৃত, কিন্তু ইংলণ্ডবাসী ধবলবর্ণ পুরুষ মাত্রই শুক্লকর্ম্মা এমন কথা বলা যায় না।

ইংলণ্ডীয়দের শিল্পকার্য্য অতীব বিস্তৃত ও অর্থকর অন্য কোন জাতিই ইহাদিগকে শিল্পে পরাস্ত করিতে পারে না। ইহাদের শিল্প দ্রব্যের মধ্যে কার্পাস ও পট্ট বস্ত্র এবং ধাতু ও কাচ নির্ম্মিত নানা প্রকার দ্রব্য অতিশয় উৎকৃষ্ট। এই সকল দ্রব্য প্রায় ইংলণ্ড হইতেই পৃথিবীর আর আর সর্ব্বত্র নীত হয়। উপরি উক্ত কয়েক প্রকার শিল্প দ্রব্য ব্যতিরেকে অপরাপর শিল্প দ্রব্যও তাহারা এত প্রস্তুত করে যে সেই সকল এই স্বল্পায়ত পুস্তকে লিখিয়া শেষ করা যায় না।

শিল্পকার্য্যে ইংলণ্ড যেরূপ শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যে তদপেক্ষাও অধিক। এদেশীয় অন্তর্বাণিজ্যে† কত টাকা ও কত লোক নিযুক্ত

† কোন দেশের অধিবাসীরা আপনাপনির মধ্যে যে ক্রয় বিক্রয় করে তাহাকে অন্তর্বাণিজ্য, আর বিদেশে যে সকল ক্রয় বিক্রয় করে তাহাকে বহির্বাণিজ্য কহা যায়।

আছে গণিয়া শেষ করা সহজ নহে, আর বহির্বাণিজ্য এরূপ বিস্তৃত যে ধরাতলে মনুষ্যের গম্য এমন স্থান অপ্রসিদ্ধ যেখানে ইঙ্গরেজ বণিকদিগের গতিবিধি নাই। ইংলণ্ডের বহির্বাণিজ্যে ৩১,৭০০ অর্ণবযান ও অন্যূন ২,২০,০০০ লোক নিযুক্ত আছে। যে সকল দ্রব্য ইংলণ্ডে উৎপন্ন হয়, তন্মধ্যে যে যে প্রকার দ্রব্য বিদেশে বিক্রীত হইবার সম্ভাবনা তৎসমুদায় প্রকারই বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে এবং তাহার বিনিময়ে হয় নগদ টাকা নয় কোন প্রকার পণ্য প্রতিগৃহীত হয়। বাণিজ্যের নিরন্তর অনুশীলনে ইঙ্গরেজদিগের সৌভাগ্যের সীমা নাই। জলনিধি সর্ব্বত্র ইহাদের পদানত রহিয়াছে, এবং বাণিজ্যের অনুসরণক্রমে আসিয়া ইহারা ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভূভাগে আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছে। আহা! ভারতবর্ষীয়েরা বাণিজ্য বিষয়ে কত দিনে ইঙ্গরেজ বণিকদিগের পদবীতে পদার্পণ করিবেন! বিধাতা তাঁহাদের আবাস ভূমি অতীব ফলবতী করিয়াছেন, কিন্তু সেই ফলবতী বসুমতী দীর্ঘকাল পরভোগ্যা রহিয়াছে। বিদেশীয় বণিকেরা তদুৎপন্ন দ্রব্যে ধনরাশি সঞ্চয় করে, ভারতবর্ষীয়েরা কেবল সেই সকল বণিকদিগের দপ্তরে লেখনী চালন ও সভয় অন্তরে প্রভুর মুখে রোষ তোষের লক্ষণ অবলোকনে, জীবন ক্ষেপণ করিয়া থাকেন। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ এই বচন আবার কত দিনে ভারতবর্ষে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইবে বলা যায় না।

ইংলণ্ডে সামান্য লোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্টের অনধীন দুইটী শিক্ষা সমাজ আছে। সেই দুই সমাজের অধীনে অনেক প্রাত্যহিক পাঠশালা ও স্থানে স্থানে রবিবারিক পাঠশালা সংস্থাপিত আছে। সেই সমুদায় পাঠশালায় দুঃখি লোকের সন্তানেরা পড়া শুনা করে। কয়েক বৎসর

অতীত হইল গবর্ণমেণ্ট হইতে নিয়ম হইয়াছে যে, সামান্য লোকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বিদ্যালয় সংস্থাপনের জন্য গবর্ণমেণ্ট সমীপে আবেদন করিলে আনুকূল্য প্রদত্ত হইবে। ইংলণ্ডীয় প্রধান ও মধ্যম অবস্থার লোকদিগের শিক্ষোপযোগী বিদ্যালয় প্রায় সকল নগরেই সংস্থাপিত আছে। সেই সমুদায় নগরীয় পাঠশালায় ও ইটন প্রভৃতি কতিপয় প্রধান বিদ্যালয়ে ভদ্র সন্তানেরা বিবিধ বিদ্যায় শিক্ষিত হয়েন। তদনন্তর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার যোগ্য হইলে, তথায় যাইয়া অধ্যয়ন করেন। ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, লণ্ডন ও ডর্হাম এই চারি স্থানে চারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তন্মধ্যে প্রথম দুইটী অতিশয় প্রসিদ্ধ। ইঙ্গরেজেরা সাহিত্য, পদার্থ, গণিতাদি বিবিধ বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শী। তাহাদের কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা ঐ সকল বিষয়ে এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন যে তাঁহাদের কীর্ত্তি কখনই বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

ইংলণ্ডের ভাষাকে ইঙ্গরেজী কহে। যাবতীয় ব্রটন রাজ্যে এই ভাষায় সমুদায় পুস্তকাদি লিখিত হয় কিন্তু ওয়েল্স, স্কটলণ্ডের উত্তরভাগ ও আয়র্লণ্ডের পশ্চিম ও দক্ষিণ ভাগের লোকেরা এই ভাষায় সচরাচর কথা বার্ত্তা কহে না। স্কটলণ্ডের উত্তর ভাগ ও আয়র্লণ্ডের দক্ষিণ পশ্চিম ভাগের প্রচলিত ভাষা উভয়ই প্রায় এক, উহাকে গেলিক কহে; ওয়েল্সবাসীদিগের ভাষা স্বতন্ত্র।

ইংলণ্ডের শাসন প্রণালী অতি উৎকৃষ্ট। এখানকার রাজপদ পুরুষানুক্রমিক অর্থাৎ এক রাজার মৃত্যু হইলে পর, তাঁহার উত্তরাধিকারী পুরুষ হউন বা স্ত্রী হউন, সিংহাসনে আরোহণ করেন। অধুনা ইংলণ্ডে একজন স্ত্রী রাজপদে

অভিষিক্ত আছেন। তাঁহাকে মহারাণী বিক্টোরিয়া কহে। মহারাণী ও তদীয় মন্ত্রিগণ যাহাতে যাবতীয় আইনের যথাবিহিত কার্য্য হয় তদবলোকন করেন। কিন্তু তাঁহাদের আইন প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা নাই। ইংলণ্ডে পার্লিমেণ্ট নামে সভা আছে, সেই সভায় যাবতীয় আইন প্রস্তুত হয়। পার্লিমেণ্ট দুই সমাজে বিভক্ত। ইংলণ্ডের যাবতীয় সম্ভ্রান্ত লোক ও প্রধান প্রধান যাজক এবং স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রেরিত কতিপয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও প্রধান যাজক এক সমাজের সভ্য। এই সমাজকে হাউস্ অব লর্ডস অর্থাৎ সম্ভ্রান্তদিগের সমাজ কহে। অন্য সমাজে বৃটন রাজ্যবাসী অবশিষ্ট যাবতীয় প্রজার প্রতিনিধি স্বরূপ কতকগুলি সভ্য উপস্থিত থাকেন। এই সমাজকে হাউস অব কমন্স অর্থাৎ সামান্য লোকদিগের সমাজ কহে। এই দুই সমাজের মধ্যে সামান্য লোকদিগের সমাজ অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাপন্ন। ইহার আদেশ ব্যতিরেকে গবর্ণমেণ্ট কোন প্রকার নূতন শুল্কের সৃষ্টি করিতে পারেন না এবং রাজ্য সংক্রান্ত কোন অসাধারণ ব্যয় উপস্থিত হইলে যাবৎ এই সমাজ সেই ব্যয়ে স্বীকৃত না হয় তাবৎ গবর্ণমেণ্ট উহা আদায় করিতে পারেন না। শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে কোনরূপ অন্যায়াচরণ হইলে রাজমন্ত্রীদিগকে পার্লিমেণ্টের নিকট দায়ী হইতে হয় এবং বিচারে দোষী স্থির হইলে পার্লিমেণ্ট তাহাদিগের দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। পার্লিমেণ্ট হইতে যাবতীয় আইনের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইয়া সম্মতির নিমিত্ত মহারাণীর নিকট প্রেরিত হয়। তাঁহার সম্মতি হইলে উহা সমুদায় রাজ্যের অখণ্ডনীয় আইন হইয়া উঠে। কতিপয় নির্দ্ধারিত বিষয়ে মহারাণী পার্লিমেণ্টের বিনা সম্মতিতে কার্য্য করিতে পারেন। সেই ক্ষমতাকে রাজকীয় বিশেষ ক্ষমতা (রয়েল প্রিরগেটিব) কহে।

তদ্ভিন্ন অন্য সকল বিষয়ে তিনি পার্লিমেণ্টের অনভিমতে কিছুই করিতে পারেন না।

ইংলণ্ডে নগর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদায় নগরেরই অধিকাংশ বাটী ইষ্টক নির্ম্মিত কিন্তু সর্ব্বত্রই পাষাণময় গির্জা ও প্রস্তর নির্ম্মিত অন্যান্য সাধারণনিবাস অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। সমুদায় নগর হইতেই সতত রাশি রাশি ধূম উত্থিত হয় তজ্জন্য সকল নগরই দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ। ইংলণ্ডের নগর সকল সচরাচর অতিশয় সম্পত্তিশালী। ইংলণ্ডীয় নগর সমুদায়ের মধ্যে লণ্ডন, লিবরপুল, ব্রিস্টল, মাঞ্চেষ্টর, বর্ম্মিঙহম, লিড্‌স, প্লিমথ, নরুইচ, সেফিল্ড, নটিঙহম ও পোর্টস্মথ এই কয়েকটী অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ।

লণ্ডন, ইংলণ্ডের রাজধানী ও সমুদায় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্য স্থান, সমুদ্রতট হইতে প্রায় ২৮ ক্রোশ অন্তরে, টেম্‌স নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর অপেক্ষাকৃত অল্পায়ত ছিল, কালক্রমে যাবতীয় প্রত্যন্ত নগর ও পল্লীগ্রাম ইহার সহিত সম্মিলিত হওয়াতে অধুনা এই নগর বিস্তারে অন্যূন ৮৶০ বর্গ ক্রোশ। ইহাতে অন্যূন ২,৫০০,০০০ লোকের বাস। ইহার এক এক পল্লী এক এক স্বতন্ত্র নগর স্বরূপ। মধ্যস্থলে বণিকদিগের আপণ শ্রেণী, তাহার পশ্চাতে সম্ভ্রান্ত পুরুষদিগের সৌধমালা এবং তথা হইতে কিঞ্চিৎ অন্তরে নির্ধন দিগের নিবাস। ইহার কোন পল্লী বন্দর, অনবরত নাবিক কুলের কোলাহলে প্রতিধ্বনিত; কোন পল্লী শিল্পশালায় পরিপূর্ণ, তথাকার সমুদায় রাজমার্গ অপেক্ষাকৃত কোলাহল শূন্য, অধিবাসীরা স্ব স্ব গৃহে থাকিয়া আপন আপন কর্ম্ম করে। প্রতি গৃহেই নিরন্তর মাকুর ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়; তথা হইতে আর এক পল্লীতে গমন করিলে রাজবাটীর মনোহর শোভা

নিরীক্ষিত হয়। নগরের উপকণ্ঠে যেদিগে চাও অগণ্য উদ্যান দৃষ্ট হইয়া থাকে। রাজবাটীর পল্লী ভিন্ন লণ্ডনের আর কোন ভাগই দেখিতে সুন্দর নহে। এখানকার অধিকাংশ অট্টালিকা ত্রিতল কিন্তু সকলই প্রায় একাকৃতি এজন্য দেখিতে তাদৃশ মনোহর নহে। ফলতঃ লণ্ডনের যেরূপ নাম ও বিভব ইহাতে তদনুরূপ রম্য হর্ম্ম্য বা কীর্ত্তিস্তম্ভ অধিক নাই। কিন্তু নগরবাসীদিগের সুখসচ্ছন্দতা সম্পাদন ও যাবতীয় আবশ্যক দ্রব্যের আয়োজন জন্য এখানে যেরূপ উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় পৃথিবীর অন্য কোন নগরেই সেরূপ দেখা যায় না। সমুদায় রাজপথ অতিশয় পরিচ্ছন্ন এবং রাত্রিকালে সর্ব্বত্র গাসের উজ্জ্বল আলোকে উদ্দীপ্ত। নগর পরিস্কার করণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকাতে পূতিগন্ধ প্রায়ই অনুভূত হয় না এবং অসংখ্য নল দ্বারা প্রবাহিত হইয়া প্রতিদিন অতি নির্ম্মল জল আসিয়া নগরবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে উপস্থিত হয়।

লণ্ডনের অট্টালিকাসমূহের মধ্যে সেণ্টপালের গির্জ্জা, লণ্ডনমনুমেণ্ট, ওয়েষ্টমিনষ্টরআবি,* লণ্ডনটাউয়ার,† এই চারিটী অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ। লণ্ডনে টেম্‌স নদীর উপরে ছয়টী উৎকৃষ্ট সেতু সংঘটিত আছে। সেই সমুদায় সেতুর অপেক্ষাও টেম্‌স নদীর তলবর্ত্ম‡ অধিক আশ্চর্য্য। এই তলবর্ত্ম টেম্‌স নদীর জলপ্রবাহের তল দিয়া নিখাত হইয়াছে। সুতরাং নদীর তল দিয়া লোকের সছন্দে যাতায়াত সম্পন্ন হইতেছে।

---

* এখানে ইংলণ্ডের মহোদয়েরা সমাহিত হয়েন।

† এখানে প্রধানবংশোদ্ভব পুরুষেরা দুষ্কর্ম্ম করিলে নিরুদ্ধ থাকেন।

‡ এই তলবর্ত্মকে ইঙ্গরেজী ভাষায় টেম্‌সটনেল কহে।

স্কট্‌লণ্ড।

স্কট্‌লণ্ডের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমা জর্ম্মন মহাসাগর; দক্ষিণ সীমা ইংলণ্ড ও আইরিস সাগর; পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। স্কট্‌লণ্ডের পরিমাণ ফল প্রায় ৮,০৪২ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০,০০,০০০।

স্কটলণ্ডে সমতল ক্ষেত্র অতিশয় বিরল, গিরি ও অন্তর্দ্দেশই অধিক। আকারের স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য হেতু স্কটলণ্ড দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, উন্নত ও নিম্ন অঞ্চল। উত্তরপশ্চিম, পশ্চিম ও মধ্যভাগকে উন্নত অঞ্চল কহে, তথাকার ভূমি অতিশয় বন্ধুর ও পর্ব্বতময়। অবশিষ্ট ভাগকে নিম্ন অঞ্চল কহে। তথায় অপেক্ষাকৃত অধিক সমতল ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। স্কটলণ্ডে হ্রদ অনেক, তন্মধ্যে কতকগুলি দেখিতে অতিশয় রম্য।

স্কটলণ্ড ইংলণ্ডের অপেক্ষা শীতল দেশ; ইহার বায়ুও তথাকার বায়ু অপেক্ষা অধিক সজল।

এই দেশ অতীব বন্ধুর ও অনুর্ব্বর, ভূমির তৃতীয়াংশও চাসের যোগ্য হয় কি না সন্দেহ। এখানকার চাসারা কৃষিকর্ম্মে নিপুণ; কিন্তু মৃত্তিকার দোষে তাহাদের সেই নৈপুণ্যের যথোচিত পুরস্কার হয় না। ইংলণ্ডে যে যে প্রকার শস্য ও ফল জন্মে এখানেও প্রায় সেই সকল প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

স্কটলণ্ডের জন্তুবর্গ ইংলণ্ডীয় জন্তুবর্গ হইতে অধিক ভিন্ন নহে, এজন্য স্বতন্ত্র উল্লেখ করা গেল না। এই দেশে অপর্য্যাপ্ত পাথরিয়া কয়লা ও লোহা উৎপন্ন হয়। সীসা ও গৃহনির্ম্মাণোপযোগী নানা প্রকার প্রস্তরও পাওয়া গিয়া থাকে।

স্কটলণ্ডের অধিবাসীদিগকে স্কচ বলে। ইহারা আচার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদে ইঙ্গরেজদিগের হইতে অধিক ভিন্ন নহে। ইহারা অতিশয় পরিশ্রমী, কষ্টসহ, সাহসী, মিতব্যয়ী, সতর্ক ও বিচক্ষণ, বিবিধ শিল্পকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। তন্মধ্যে নানা প্রকার কার্পাস ও পট্টবস্ত্র এবং বিবিধ লৌহদ্রব্য অতিশয় প্রসিদ্ধ। কলও এদেশে নানা প্রকার প্রস্তুত হয়। বাণিজ্যবিষয়ে স্কচেরা ইঙ্গরেজদিগের অযোগ্য প্রতিবেশী নহে।

স্কটলণ্ডে এডিনবরা, গ্লাসগো, আবর্ডিন ও সেণ্টআন্ড্রুস এই চারি নগরে চারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তদ্ব্যতিরেকে অন্যান্য চতুষ্পাঠী অনেক। সর্ব্বসাধারণ লোকে অতি উৎকৃষ্ট রূপে শিক্ষা পাইয়া থাকে।

প্রাচীনকালে স্কটলণ্ড স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, পরে ১৭০৭ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে, তদবধি এখানে আর স্বতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট নাই। কিন্তু এই দেশের আইন অদ্যাপি ইংলণ্ড প্রচলিত আইন হইতে স্বতন্ত্র।

স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা। পূর্ব্বে স্কটলণ্ডের রাজারা এই নগরে বসতি করিতেন। এক্ষণে এ দেশস্থ সমুদায় প্রধান বিচারালয় এই নগরে সংস্থাপিত। ইহাতে প্রায় ১,৬০,০০০ লোকের বাস। গ্লাসগো, আবর্ডিন, ডণ্ডি, পেজ্‌লী, গ্রিণক, লিথ ও পর্ত ইহার আর কয়েকটী প্রধান নগর।

আয়র্লণ্ড।

আয়র্লণ্ডের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ সীমা আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর, পূর্ব্বসীমা আইরিস সাগর ও সেণ্টজর্জপ্রণালী।

আয়র্লণ্ডের পরিমাণ ফল কিঞ্চিদূন ৭,৯৭০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬৫,০০,০০০।

আয়র্লণ্ডের পূর্ব্ব উপকূল অভঙ্গিমান, পশ্চিম ও উত্তর উপকূল দার্ষদ ও কর্কচ প্রান্তাকার, অভ্যন্তরভাগ পাহাড় ও সমভূমির পর্য্যায় হেতু বিলক্ষণ উন্নতানত। আয়র্লণ্ড নাতিশীতোষ্ণ দেশ, ইহাতে ইংলণ্ডের অপেক্ষা শীতউষ্ণ উভয়েরই অল্প প্রাদুর্ভাব কিন্তু ইহার বায়ু ইংলণ্ডের বায়ু অপেক্ষা অধিক সজল।

আয়র্লণ্ডের ভূমি স্বভাবতঃ উর্ব্বরা, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশোৎপন্ন সমুদায় শস্য অপর্য্যাপ্ত জন্মে। কিন্তু কৃষিকর্ম্মের প্রণালী অতিশয় কদর্য্য। এখানকার জন্তুবর্গ ইংলণ্ডের জন্তুবর্গ হইতে অধিক বিশেষ নহে। এই দ্বীপে কোন প্রকার সর্পই নাই।

আয়র্লণ্ডে তাম্র, লৌহ, সীস এবং অল্প পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্যও পাওয়া যায়। পাথরিয়া কয়লা ও গৃহ নির্ম্মাণোপযোগী নানা প্রকার প্রস্তরও এখানে যথেষ্ট উৎপন্ন হয়।

আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদিগকে আইরিস কহে। ইহারা আহার, ব্যবহার ও পরিচ্ছদে ইঙ্গরেজদিগের হইতে নির্ব্বিভেদ। ইহারা প্রফুল্লচিত্ত, স্বভাবতঃ সদ্বক্তা, কষ্টসহ, নির্ভীক এবং অনুরাগ বিষয়ে অতিশয় একাগ্র। এখানকার ইতর লোকেরা সুশিক্ষিত নহে; তাহাদের অনেকের অবস্থা অতিশয় নিকৃষ্ট। শিল্প বা বাণিজ্য বিষয়ে আইরিসদিগের বিশেষ প্রাধান্য নাই।

আয়র্লণ্ডে, ডবলিন নগরে, একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে; তদ্ভিন্ন অন্যান্য বিদ্যালয় অনেক।

আয়র্লণ্ডের শাসনের নিমিত্ত তদ্দেশে ইংলণ্ডেশ্বরীর এক জন প্রতিনিধি* অবস্থিতি করেন। আয়র্লণ্ড ও ইংলণ্ড এই দুই দেশের আইন পরম্পরার অধিক প্রভেদ নাই।

* এই প্রতিনিধিকে ইঙ্গরেজী ভাষায় লর্ডলেপ্টেনেণ্ট কহে।

আয়র্লণ্ডের রাজধানী ডবলিন। এই নগর লিফি নদীর উভয় তীরে অবস্থিত। লর্ডলেপ্টনণ্ট বাহাদুর এই নগরে অবস্থিতি করেন। ইহাতে প্রায় দুই লক্ষ ষাঠি হাজার লোকের বাস। কর্ক, বেল্‌ফাষ্ট, লিমরিক, গলোয়ে, ওয়াটরফোর্ড ও লণ্ডণ্ডেরী আয়র্লণ্ডের আর কয়েকটী প্রধান নগর।

বৃটন্ সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান বিদেশীয় অধিকার।

ইয়ুরোপে—হেলিগোলণ্ড; জিবরল্টর; মাল্টা ও গজো। আয়োনিয়ান দ্বীপশ্রেণী বৃটনের আশ্রিত।

আফ্রিকায়—সিরালিয়োন; কেপকোষ্ট; গাম্বিয়া; কেপ কলনি; সেণ্টহেলেনাদ্বীপ; আসেন্সন দ্বীপ; মরিসস্ দ্বীপ ও আর কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থান।

আসিয়ায়—এডেন; ভারতবর্ষের প্রায় সমুদায়; লঙ্কা; পিনাঙ; সিঙ্গাপুর ও হঙ্কঙ।

সামুদ্রিকায়—অষ্ট্রেলিয়া; বাণ্ডিমনলণ্ড; নবজিলণ্ড ও আর কতিপয় ক্ষুদ্র দ্বীপ।

উত্তর আমেরিকায়—কানেডা; নবস্কোসিয়া; নিউব্রুন্সুইক; কেপব্রটন্; প্রিন্সএডোয়ার্ড দ্বীপ; নিউফৌণ্ডলণ্ড ও হণ্ডুরাস।

কারিবসাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে—জামেকা; বার্বেডোস; ট্রিনিডাড ইত্যাদি।

দক্ষিণআমেরিকায়—গায়েনার কিয়দংশ ও ফক্লণ্ড দ্বীপ পুঞ্জ।

স্পেন ও পর্টুগাল।

এই দুই দেশ দুই স্ব স্ব প্রধান রাজার অধীন; কিন্তু ইহাদের আকারাদি ভূগোলিক বিষয় সকল পরস্পর সমান; এ জন্য প্রথমতঃ সেই সকল বিষয় একত্র বর্ণনের পর আর আর বিষয় সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া লিখিত হইবেক।

স্পেন ও পর্টুগাল এই উভয় দেশ একত্রে একটী বিস্তীর্ণ উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপের অভ্যন্তর ভাগ অতি উন্নত ও বিস্তৃত অধিত্যকা। সেই অধিত্যকার চাতুঃপার্শ্বিক ভূমি নিম্ন, ক্রমশঃ ঢালু এবং গিরি ও অন্তর্দ্দেশে বিচ্ছিন্ন। অধিত্যকার উপরে অনেক পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে বিস্তৃত ও পরস্পর শ্রেণীবদ্ধ। উহাদের অন্তর্দ্দেশ সকল অতিশয় দীর্ঘ ও সুদৃশ্য এবং প্রায় সকল অন্তর্দ্দেশেই একটী প্রধান নদী ও বহুল শাখানদী প্রবাহিত।

স্পেন ও পর্টুগাল উপদ্বীপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শীতাতপের ভিন্ন ভিন্ন ভাব। অধিত্যকা প্রদেশে ঋতু ভেদে শীত গ্রীষ্ম উভয়েরই আতিশয্য হইয়া থাকে। সমুদ্রের সমীপস্থ প্রদেশ সকলে কিছুরই তাদৃশ আতিশয্য হয় না। এখানে মধ্যে মধ্যে অগ্নিকোণ হইতে সোলান নামে এক প্রকার বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ বায়ু ইটালি দেশীয় সিরাকো বায়ুর ন্যায় অনিষ্টকর।

এই উপদ্বীপের অধিকাংশ ভূমি উর্ব্বরা। ধান, গম, যব, ভূট্টা, পাট, শণ ও জিৎফল যথেষ্ট পাওয়া যায়; এবং কমলালেবু, আঙুর প্রভৃতি সুখাদ্য ফলও অপর্য্যাপ্ত জন্মে। কোন কোন প্রদেশে ইক্ষুও উৎপন্ন হয়। এই ভূভাগে অরণ্য অধিক নাই। লোকের মনে বড় গাছের প্রতি কেমন একপ্রকার বিদ্বেষ আছে, গাছ বাড়িতে না বাড়িতেই কাটিয়া নিপাত করে।

স্পেন রাজ্য।

উপদ্বীপের অধিকাংশই স্পেন রাজ্য। এই রাজ্যের উত্তর সীমা পিরানিস পর্ব্বত ও বিস্কে সাগর; পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা ভূ-মধ্যসাগর; পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর ও পর্টুগাল। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৪৫,৬৫০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,২৩,০০,০০০।

এই রাজ্যের অধিবাসীদিগকে স্পানিয়ার্ড কহে। তাহাদের আচার, ব্যবহার ভাষা ও চরিত্র সকল স্থানে সমান নহে; বাসস্থানভেদে অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়। সামান্যতঃ ইহারা মিতভোজী, গম্ভীরপ্রকৃতি ও অতিশয় অলস।

স্পেনে উৎকৃষ্ট রূপে বিদ্যার চর্চ্চা হয় না। ইতর লোকেরা প্রায়ই শিক্ষা পায় না। বিদ্যালয়ের অভাব বা শিক্ষা বিষয়ক ব্যয়ের অপ্রতুল যে এই দুর্দ্দশার কারণ এমন নহে। প্রত্যুত এখানকার অধ্যাপনীয় সংস্থান ইয়ুরোপের আর আর সকল দেশের অপেক্ষা অধিক ছিল। কিন্তু সমুদায়ই অপব্যয়ে গ্রাসিত হইয়াছে। প্রকৃত কার্য্যে কিছুই নিয়োজিত হয় নাই। অতীত কালের স্পানিয়ার্ডরা অনেকে বিদ্যাবিষয়ে খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

গত পঞ্চাশ ষাঠি বৎসরের মধ্যে স্পেনের শাসন প্রণালী বারংবার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই দেশে প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে রাজকার্য্য সম্পন্ন হয়।

স্পেনের রাজধানী মেড্রিড, মাঞ্জনারস নাম্নী ক্ষুদ্র নদীর তটে অবস্থিত। অন্যান্য প্রধান নগরের মধ্যে সারেগসা, সালেমাঙ্কা, টলিডো, গ্রানাডা, সেবিল, বার্সিলোনা, বেলিন্সিয়া, কেডিজ ও করুনা এই কয়েকটী অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ।

স্পেন এক সময়ে অতিশয় পরাক্রান্ত ছিল ও বহু জনপদের উপরে কর্ত্তৃত্ব করিত। কিন্তু ইহার সে দিন অতীত হইয়াছে। অধুনা পশ্চাল্লিখিত কয়েকটীই ইহার প্রধান বিদেশীয় অধিকার।

উত্তর আফ্রিকায়—সিউটা, জিবরাল্টরের সম্মুখবর্ত্তী; ও আর কতিপয় ক্ষুদ্র স্থান।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—কানেরিপুঞ্জ।

গিনিউপসাগরে—ফর্ণাণ্ডপো ও আনবন।

প্রশান্ত মহাসাগরে—ফিলিপাইনপুঞ্জ ও লাড্রোনপুঞ্জ।

ক্যারিব সাগরে—কিউবা; পোর্টরিকো ও আর কতিপয় দ্বীপ।

পর্টুগাল রাজ্য।

পর্টুগাল রাজ্যের উত্তর ও পূর্ব্বসীমা স্পেন; দক্ষিণ সীমা ভূমধ্যসাগর; পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৯,১২৫ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩৫,৭০,০০০।

পর্টুগালের অধিবাসীদিগকে পর্টুগিজ কহে। ইহারা ও স্পানিয়ার্ডরা উভয়েই একবংশোদ্ভব। ইহাদের উভয়ের ভাষারও পরস্পর অনেক সাদৃশ্য আছে কিন্তু ইহারা পরস্পরের অত্যন্ত বিদ্বেষী। পর্টুগিজেরা সচরাচর সবলশরীর, অধ্যবসায়শালী ও অতিশয় সহিষ্ণু। ইহারা স্বদেশ প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের অত্যন্ত অনুরক্ত। সুনীতি বিষয়ে ইহাদের অবস্থা অতীব নিকৃষ্ট।

পর্টুগালে বিদ্যালয় অধিক নাই। যে গুলি আছে সে গুলিও সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন নহে, কিন্তু রাজ্যের সর্ব্ব প্রধান নগরে

অনেক সুবিস্তৃত পুস্তকাগার, একটী পর্য্যবেক্ষণিকা* ও সাহিত্য পদার্থাদি শিখিবার উপযুক্ত কতকগুলি বিদ্যালয় আছে।

পর্টুগালের রাজধানী লিস্‌বন্, টেগস নদীর তীরে অবস্থিত। অপর্টো, কোইম্বরা ও ব্রাগাঞ্জা ইহার আর তিনটী প্রধান নগর।

পর্টুগালের ইদানীন্তন বিদেশীয় অধিকারের মধ্যে পশ্চাল্লিখিত কয়েকটী প্রধান।

আটলাণ্টিক মহাসাগরে—আজোরপুঞ্জ, মদিরাপুঞ্জ, কেপ বর্ডপুঞ্জ ও সেণ্টটামস।

আফ্রিকায়—অঙ্গোলা ও বেঙ্গুলা, পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্গত; মোজাম্বিক, পূর্ব্ব আফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী।

আসিয়ায়—গোয়া, ভারতবর্ষের অন্তঃর্গত; মেকেয়ো দ্বীপ, কাণ্টনের নিকটবর্ত্তী।

---

* গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণের গৃহকে পর্য্যবেক্ষণিকা কহা যায়।

দেশের বিবরণ।

আফ্রিকা—নদীমাতৃক।

আফ্রিকার ঈশান কোণে ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণ ও লোহিত সাগরের পশ্চিম তীরে যে সমুদায় দেশ দৃষ্ট হয়, তৎসমুদায়ের যাবতীয় কৃষিকর্ম্ম নীল নদীর বাৎসরিক পরীবাহ দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এজন্য আফ্রিকার সেই ভাগকে নদীমাতৃক কহা যায়। এই ভূভাগ দৈর্ঘে প্রায় ৭৭৭ ক্রোশ; আর বিস্তারে, দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় ৪৪৪ ক্রোশ, পরে ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইয়া উত্তর প্রান্তে ৫৭ ক্রোশের অপেক্ষাও অল্প হইয়াছে। ভূগোলবেত্তারা এই ভূভাগকে সচরাচর তিন দেশে বিভক্ত করিয়া থাকেন; মিসর* নিউবিয়া ও আবিসিনিয়া। ইহার অধিকাংশ মিসরের পাসার অধীন।

মিসর।

মিসরের উত্তর সীমা ভূমধ্য সাগর; পূর্ব্বসীমা সুইয়েজ যোজক ও লোহিত সাগর; দক্ষিণ সীমা নিউবিয়া; পশ্চিম সীমা লিবিয়া মরু ও বার্কা। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৩,৭৫,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৯,৯৭,০০০।

মিসর প্রকরণে সর্ব্বাগ্রে নীল নদীর বিবরণ করা আবশ্যক। দুই স্রোতস্বতীর সংযোগে নীলের উৎপত্তি: একের নাম বহর এল অবিয়দ† অন্যের নাম বহর এল অজরেক‡। বহর এল অবি-

* এই দেশকে ইঙ্গরেজী ভাষায় ইজিপ্ট কহে।

† শ্বেতনদী।

‡ নীলনদী।

য়দের উৎপত্তি স্থান অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই; কিন্তু সচরাচর চন্দ্র গিরিই ইহার আকর বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। বহর এল অজরেক আবিসিনিয়ার অন্তর্গত পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উভয়ের মিলিত প্রবাহকে ভূগোলবেত্তারা নীল কহিয়া থাকেন। এই নদী, পথি মধ্যে কয়েক বার এ দিগ ও দিগ বাঁকিয়া, সামান্যতঃ উত্তরাভিমুখে, নিউবিয়া ও মিসরের মধ্য দিয়া, প্রবাহিত হইয়াছে। কেরো নগরের কিয়দ্দূর উত্তরে আসিয়া ইহার জলরাশি দুই প্রধান ও অপরাপর বহু প্রবাহে বিভক্ত হইয়া ভূমধ্য সাগরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রধান প্রবাহ দুইটীকে স্ব স্ব মোহনাস্থিত নগরের নামানুসারে ডামিয়েটা ও রসেটা প্রবাহ কহে। এই দুই প্রবাহের অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ একটী স্বল্পায়াত দ্বীপ। সেই দ্বীপ দেখিতে মাত্রাশূন্য বকারের ন্যায় (ব) এজন্য উহাকে নীল নদীর বদ্বীপ* বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে।

নীল অববাহিকা†, পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিগেই, নদীর খাত হইতে অনতিদূর অন্তরে, পর্ব্বতে নিরুদ্ধ। নিরোধক পর্ব্বত দুইটী নিউবিয়া দেশের অভ্যন্তর হইতে নীলের প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমাগত ধাবমান হইয়া কেরো নগরের অনতিদূর দক্ষিণে আসিয়া পরস্পর অন্তরিত হইয়াছে। পশ্চিমের পর্ব্বত পশ্চিম

* অন্যান্য যে যে নদীর মোহনায় ঐ আকারের দ্বীপ দৃষ্ট হয়, সেই সেই নদীর নামোল্লেখ করিয়া অমুক নদীর বদ্বীপ কহা যায়। যথা গঙ্গার মোহনায় গঙ্গার বদ্বীপ, বল্গার মোহনায় বল্গার বদ্বীপ ইত্যাদি। ইঙ্গরেজীভাষায় বদ্বীপকে ডেল্টা কহে। গ্রিক ভাষার বর্ণমালায় ডেল্টা নামে একঅক্ষর আছে,সেই অক্ষরের আকার মাত্রাশূন্য বকারের ন্যায়, উহা হইতেই ইঙ্গরেজেরা নদীর মোহানাস্থিত বদ্বীপকে ডেল্টা কহে।

† কোন নদীর উভয় দিগের যতদূরের জল আসিয়া সেই নদীতে পড়ে ততদূরের ভূমিকে সেই নদীর অববাহিকা কহা যায়।

উত্তরে ধাবিত হইয়া স্কেন্দিরিয়া নগরের সমীপে উপস্থিত হইয়াছে, আর পূর্ব্বের পর্ব্বত পূর্ব্ব দিগে যাইয়া লোহিত সাগরের উত্তর উপকূলে বিস্তৃত রহিয়াছে। এই দুই পর্ব্বতের উচ্ছ্রায় কুত্রাপি ১,৩০০ হস্তের অধিক নহে, প্রত্যুত স্থানে স্থানে ইহাদের শিখর নিতান্ত নিম্ন। ইহাদের পরস্পর অন্তর গড়ে আড়াই ক্রোশের অধিক নহে। কেরো নগরের প্রায় ২৭ ক্রোশ দক্ষিণে পাশ্চাত্য পর্ব্বতে একটা ফাটল দৃষ্ট হয়। সেই ফাটলমুখে নীলের এক শাখা প্রবিষ্ট হইয়া ফেয়াম নামক প্রদেশে প্রবেশ করিয়া উহাকে বৃক্ষ লতাদিতে বিভূষিত করিয়াছে। নীলের উভয় তীরে অগণ্য শস্যক্ষেত্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালী নিকুঞ্জ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক নিকুঞ্জে এক এক ক্ষুদ্র গ্রাম প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

নীলের বদ্বীপের ভূমি নিম্ন, সমতল ও পললময়। উহার উপরিভাগ বহুল কৃত্রিম নদীতে বিচ্ছিন্ন ও নানা প্রকার বৃক্ষ ওষধিতে পরিশোভিত। বদ্বীপের উভয় পার্শ্বের কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত ভূমিও সমতল, পললময় ও উর্ব্বরা। নীলের মোহানায় অনেক লবণাম্বু হ্রদ ও ঝিল দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নীলের পাশ্চাত্য পর্ব্বতের পশ্চিমের ভূমি সর্ব্বত্রই মরু, কেবল মধ্যে মধ্যে কতিপয় বিচ্ছিন্ন উর্ব্বরা ভূমি খণ্ড দৃষ্ট হইয়া থাকে। সেই সকল উর্ব্বরা খণ্ডকে ওয়েসিস কহে। উহারা দেখিতে সাগরান্তর্গত দ্বীপের ন্যায়, বিশেষ এই যে, দ্বীপ চতুর্দ্দিকস্থ জলের অপেক্ষা উন্নত, কিন্তু ওয়েসিস চতুর্দ্দিকস্থ বালুকাস্তরের অপেক্ষা মগ্ন। ঐ সকল ওয়েসিসের মধ্যে সিওয়া নামে একটী অতিশয় প্রসিদ্ধ। ঐ ওয়েসিস নীলতীরস্থিত বেনিসাউয়েফ নামক নগর হইতে ১৩৮ ক্রোশ ঠিক পশ্চিম। ওখানে সুবিখ্যাত জুপিটর আমনের মন্দির ছিল।

প্রাচ্য পর্ব্বতের পূর্ব্ব ও লোহিত সাগরের পশ্চিমে ভূমি প্রায়ই পর্ব্বতময় ও অনুর্ব্বরা। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উর্ব্বর ও জল পূর্ণ ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল উর্ব্বর স্থান দিয়া সার্থবাহকেরা সচরাচর কেরো নগর হইতে সুইয়েজ নগরে গমনাগমন করে।

মিসর গ্রীষ্মপ্রধান দেশ; বায়ু অতিশয় পরিশুষ্ক, বৃষ্টি প্রায়ই হয় না। কিন্তু গ্রীষ্মের আতিশয্যে লোকের অতিশয় কষ্ট অনুভব হয় না; উত্তর দিগ হইতে সচরাচর অতি সুখস্পর্শ বায়ু প্রবাহিত হইয়া আতপ তাপের প্রখরতা বিনষ্ট করে। এ দিগে মিসরের দক্ষিণ ভাগে শীতকালে রাত্রি অতিশয় শীতল দিনমানেও ছায়াতে অতিশয় শীত, সর্ব্বদা গাত্রে গরম কাপড় না পরিলে নানা প্রকার উৎকট পীড়া জন্মে। চৈত্র মাসের প্রথম পক্ষে এ দেশে দক্ষিণ দিগ হইতে খসিম নামে অত্যন্ত উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়। ঐ বায়ু প্রায় পঞ্চাশ দিন প্রবল থাকে, তখন লোকের অত্যন্ত ক্লেশ। ভয়ঙ্কর সমুম বায়ুও সময়ে সময়ে এ দেশে প্রবাহিত হয়।

জ্যৈষ্ঠ যায় আষাঢ় আইসে এমন সময় নীল নদী স্ফীত হইতে আরম্ভ হয়। আশ্বিন মাসে স্ফীতির চরম সীমা। পরে কয়েক দিন সমভাবে থাকিয়া ক্রমে ক্রমে জল মরিতে আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণের প্রথমার্দ্ধে সমুদায় জল মরিয়া পুনর্ব্বার খাত মধ্যে নিরুদ্ধ হয়। নীলের পরীবাহে বদ্বীপ ও অববাহিকা জলমগ্ন হইয়া যায়। তত্রত্য গ্রাম সকল সাগরান্তর্গত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। উৎকট বন্যা হইলে সমুদায় মগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিগে একমাত্র বিস্তীর্ণ বারিরাশি দৃষ্ট হইতে থাকে। অল্প বন্যা হইলে সে বার প্রায়ই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ফলতঃ নাত্যল্প বন্যাই এ দেশের সৌভাগ্য।

তদ্দ্বারা সমুদায় বদ্বীপ ও অববাহিকা অভিনব পললস্তরে আচ্ছন্ন হওয়াতে বীজ ছড়াইবার ক্লেশমাত্র স্বীকার করিলেই প্রচুর শস্য উৎপন্ন হয়। নীলের জল শস্য উৎপাদন বিষয়ে এত অনুকূল যে তাহার উর্ব্বরতাগুণের প্রশংসা করিয়া উঠা যায় না।

মিসর দেশে ভারতবর্ষীয় প্রায় সমুদায় শস্য উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতিরেকে ডরা নামে সর্ষপাকার এক প্রকার শস্য জন্মে, ভারতবর্ষে উহা পাওয়া যায় না। ফলের মধ্যে কমলা ও অন্যান্য প্রকার লেবু, কলা, দাড়িম, খেজুর, ও আকরট অতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। মিসরে কুত্রাপি অরণ্য দেখা যায় না।

মিসরে ভয়ঙ্কর জন্তুর মধ্যে কুম্ভীর ও তরক্ষু প্রধান। নীল নদীতে জলহস্তীও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে বৃষ, অশ্ব, উষ্ট্র, মহিষ ও অশ্বতর শ্রেষ্ঠ। এখানকার গর্দ্দভ এরূপ চতুর যে অমুক ব্যক্তি গাধা বলিলে তাহার গালি হয় না। এই দেশে নকুল জাতীয় এক প্রকার জন্তু পাওয়া যায়। সেই জন্তু সতত কুম্ভীরের অণ্ড নষ্ট করিয়া থাকে। এজন্য উহাকে কুম্ভীরারি বলিয়া আখ্যাত করা যাইতে পারে। ইঙ্গরেজীতে উহার নাম ইকনোমন। মিসর ভিন্ন অন্য কোন দেশেই কুম্ভীরারিকে দেখা যায় না। এ দেশের চাসারা মধুমক্ষিকা ও নানা প্রকার পক্ষী পালন করে। তাহারা কৃত্রিম উত্তাপ দ্বারা পাখীর ডিম ফুটাইয়া থাকে।

মিসর দেশে নানা জাতীয় লোকের বাস। তন্মধ্যে আরব, কপ্ট, তুরুষ্ক ও য়িহুদি ইহারাই প্রকৃত অধিবাসী। আর আর সকলে কোন না কোন কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থিতি করে, কর্ম্ম সমাধা হইলে স্ব স্ব দেশে চলিয়া যায়। সেই সমুদায় অবস্থায়ীদিগের মধ্যে করাশি, ইঙ্গরেজ, জর্ম্মন প্রভৃতি ইয়ুরোপীয় জাতিই অধিক।

মিসরবাসী আরবদিগের অবয়ব প্রকৃত আরবের অধিবাসী-দিগের হইতে অধিক ভিন্ন নহে। উভয়ের গঠনেই অনেক সাদৃশ্য নিরীক্ষিত হয়। মৈসর আরবেরা, স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতিই, অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত। পুরুষেরা কোন নগরে গমন করিলে প্রায়ই বেশ্যাদিগের মন্দির দর্শন না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। এ দিগে স্ত্রীগণ স্ববশ হইলেই সতীত্ব বিসর্জ্জন করে।

কপ্টেরা মিসরের আদিম অধিবাসী কিন্তু অধুনা অন্যান্য জাতির সহিত সম্পূর্ণ অমিশ্রিত আছে এমন বোধ হয় না। লাম্পট্য ইহাদেরও প্রতি মুহূর্ত্তের কলঙ্ক।

মৈসর য়িহুদিরা চরিত্র বিষয়ে অন্যানা দেশীয় য়িহুদিদিগের মত। বিশেষ এই যে, ইহারা অতিশয় দরিদ্র এবং কদর্য্য খায়, কদর্য্য পরে ও কদর্য্য স্থানে থাকে বলিয়া দেখিতে অতিশয় কদর্য্য।

নীলতীরবর্ত্তী মৈসরদিগের বংশবৃদ্ধি এত অধিক যে উহা উপমাস্পদীভূত হইয়াছে। তথায় এমন বয়স্থা স্ত্রী নাই যাহার ক্রোড়ে সন্তান দৃষ্ট না হইয়া থাকে। মৈসর চাসাদিগের অবস্থা অতিশয় নিকৃষ্ট। এ দেশে চাসাদিগকে ফেলা কহে। ফেলারা সকলেই এক ধাতুর ও এক ছাঁচের মানুষ। ইহারা অতি অপরিষ্কৃত ও হতশ্রী কুটিরে বাস করে, তথায় গৃহসজ্জার মধ্যে একটা মাদুর, কয়েকখান মাটির বাসন ও শস্য রাখিবার জন্য একটা বড় জালা এইমাত্র দেখা যায়। পরিচ্ছদের মধ্যে কটীতটে এক খণ্ড শতগ্রন্থি গলিত বস্ত্র জড়াইয়া কোন রূপে লজ্জা রক্ষা করে। ডবার রুটি ও পলাণ্ডু ইহাদের সাধারণ আহার, যে দিন দুই চারিটা অণ্ড বা এক খণ্ড কদর্য্য মহিষ-মাংস যুটে সে দিন ভারি ঘটা হয়। দারিদ্র্য নিবন্ধন ইহারা চিরকাল পরাধীন, সুতরাং সচরাচর অতিশয় ভীরু, মূর্খ ও

তোষামোদী ; মনের ভাব মনেই রাখে, ব্যক্ত করিতে পারে না . যাহা বল তাহাতেই বিশ্বাস, ধর্ম্ম নামে যাহা শুনিয়াছে তাহাতেই ভক্তি ; কাহারও এমন বুদ্ধি নাই যে, প্রতি অক্ষরে অসম্বদ্ধ হইলেও, ধর্ম্মকাহিনীর বিন্দুবিসর্গও অমূলক জ্ঞান করে। ধর্ম্ম, নীতি ও আচার ব্যবহারে পুত্র চিরকাল পিতৃমতের অনুসরণ করে, ক্ষণমাত্রও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিচার বা অনুসন্ধান করে না। ফেলাদিগের সন্তানেরা বয়ঃসন্ধি পর্য্যন্ত উলঙ্গ বেড়ায়, পরে পিতার নিকট হইতে এক খান নেকড়া পায় ও মজুরি করিতে আরম্ভ করে। দুই চারি টাকা হাতে হইলেই বিবাহ করে, কিন্তু প্রকৃত দাম্পত্য প্রীতি কাহাকে বলে স্বপ্নেও জানে না ; কেবল ইন্দ্রিয় তুষ্টিই বিবাহের উদ্দেশ্য, সুতরাং সংসারে রুটি ও ভাত যেরূপ আবশ্যক ইহাদের মতে স্ত্রীও সেই রূপ মাত্র। এ দেশীয় রাজপুরুষেরা এরূপ ধনশোষক যে তাহারা ফেলাদিগের উপরে অহরহ ডাকাইতি করে বলিলেই হয়।

মিসর দেশে প্রাথমিক পাঠশালা, দ্বৈতীয়িক পাঠশালা ও বিশেষ পাঠশালা এই তিন প্রকার বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। রাজাজ্ঞানুসারে দেশের প্রত্যেক ভাগ হইতে তৎ সমুদায়ে কতকগুলি নিয়মিত সংখ্যক ছাত্র প্রেরিত হয়। ছাত্রেরা গ্রাসাচ্ছাদন ও আর আর সমস্ত ব্যয় সরকার হইতে পাইয়া থাকে। প্রথমে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম পাঠ্য বিষয় সকল অধ্যয়ন করে, পরে দ্বৈতীয়িক বিদ্যালয়ে যাইয়া বিশেষ বিদ্যালয়ে প্রবেশের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে থাকে। তথায় প্রবেশ করিয়া উত্তরকালে যাহাতে আরবী, তুরুস্ক ও ফরাশি ভাষা হইতে অনুবাদ করিবার ক্ষমতা জন্মে তদুপযুক্ত অধ্যয়ন করে। উপরি উক্ত তিন প্রকার বিদ্যালয় ব্যতিরেকে যুদ্ধবিদ্যা,

স্থপতিশাস্ত্র ইত্যাদি শিক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয় আছে। কিন্তু সুশিক্ষক ও সুপুস্তকের অসদ্ভাবে এই সকল বিদ্যালয়ের যথোচিত উন্নতি হইতে পায় না। অধিকন্তু মুসলমানেরা স্বভাবতই বিদ্যার বিশেষ আদর করে না। তাহাদের মতে কোরান পড়াই বিদ্যার সার। কোন কোন বিজ্ঞচূড়ামণি ইহাও কহিয়া থাকেন যে, "কোরানই সকল বিদ্যার সার, কোরান বহির্ভূত সমুদায়ই অকর্ম্মণ্য। অতএব কোরান পড়িলেই সমুদায় সার বিষয় পড়া হয়, আর কোরানবহির্ভূত যে কিছু তত্তাবৎই নিতান্ত অসার, সুতরাং পড়িবার প্রয়োজন নাই।" এরূপ লোকের মধ্যে বিদ্যার সঞ্চার সহসা হয় না।

মিসরের শাসনকর্ত্তাকে পাসা কহে। তিনি নামে তুরুস্কপতির অধীন, কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁহার শাসনে নানা প্রকারে মিসরের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু তথাপি তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি যথেচ্ছাচারী কহিতে হয়। তিনি বহুসংখ্যক সেনা ও রণতরি সংগ্রহ করিয়া মিসরের পরাক্রম বৃদ্ধি করিয়াছেন, স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া রাজ্যের ভবিষ্যৎ সভ্যতার বীজ বপন করিয়াছেন, সুবুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষ বিদেশীয়দিগকে বিবিধমতে উৎসাহ দিয়া স্বরাজ্যে রাখিয়া থাকেন এবং অপেক্ষাকৃত সুবুদ্ধি প্রজাদিগের মধ্যে অনেককে বিদ্যাবিশারদ করিবার মানসে সুশিক্ষার্থে ফ্রান্সদেশে প্রেরণ করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহার অনুমতি বিনা প্রজারা নিশ্বাস ফেলিতে পায় না বলিলেই হয়। তিনি যে মজুরি নির্দ্ধারিত করেন তাহাতেই খাটিতে হয়, যাহাকে যে ব্যবসায় অবলম্বন করিতে কহেন তাহাকে তাহাই করিতে হয়, এবং যেখানে যেপ্রকার শস্য রোপণ করিতে আদেশ করেন, কাহার সাধ্য তাহার অন্যথা করে। শিল্পকর্ম্মও তিনি যেরূপ বলেন তদ্বিরুদ্ধ বা বহির্ভূত করিবার

যো নাই। আর শিল্পকরেরা যাহাকে ইচ্ছা আপনাদের দ্রব্য বিক্রয় করিতে পায় না, সমুদায়ই তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মূল্যে তাঁহারই পাইকেরদিগের নিকট বিক্রয় করিতে হয়। রাজ্য মধ্যে তিনিই এক মাত্র ভূম্যধিকারী, অর্থাৎ প্রজাদের কাহারই নির্দ্দিষ্ট ভূসম্পত্তি নাই; চাসাদের নিকট এত পরিমাণে শস্য লইব অবধারিত করিয়া তাহাদিগকে আপন ভূমি চাস করিতে দিয়া থাকেন। মিসরের নৌকা, উষ্ট্র, অশ্ব প্রভৃতি যাবতীয় যানের অর্দ্ধেক তাঁহার এবং সমুদায় ঘরট্টের মধ্যে এক খানিও অন্যের নাই। মিসরে অনেক প্রকার বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পন্ন হয় কিন্তু সকলই তাঁহার হস্ত দিয়া হইয়া থাকে।

প্রথিত আছে মিসর দেশেই বিদ্যা ও শিল্পকর্ম্মের প্রথম সৃষ্টি হইয়া কালক্রমে তথা হইতেই অন্যান্য দেশে বিকীর্ণ হইয়াছে। এই প্রবাদ সম্পূর্ণ সত্যমূলক হউক বা না হউক তথাচ মিসর দেশ যে অতি প্রাচীনকালেই বিলক্ষণ সভ্য হইয়াছিল তাহার কোন সন্দেহ নাই। অদ্যাপি সেই প্রাচীন সভ্যতার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিসর দেশে যে সকল স্তম্ভ ও সৌধ রহিয়াছে তৎসমুদায়ে পুরাকালের মৈসরদিগের বিভব ও শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাহুল্য বিবরণ এই পুস্তকের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত, এজন্য এস্থলে তৎসমুদায়ের উল্লেখ করা গেল না; কেবল পিরামিড নামক জগদ্বিখ্যাত কতিপয় স্তম্ভের স্থূলমাত্র নিম্নে লিখিত হইতেছে।

এই সমুদায় স্তম্ভ ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ অথবা তদধিককোণ মেজের উপরে তাম্বুর আকারে প্রথিত অর্থাৎ ইহাদের তলা বিস্তৃত, অবয়ব ক্রমশঃ সংকীর্ণ এবং শিখরদেশ সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম। বৃহৎ বৃহৎ উপলখণ্ড উপর্য্যুপরি সংযোজিত করিয়া ইহারা প্রথিত হইয়াছে। শিখরদেশে উঠিতে হইলে ক্রমান্বয়ে সেই

সমুদায় উপলখণ্ডে পদ নিক্ষেপ করিয়া উঠিতে হয়। এই সকল স্তম্ভ অতিশয় উচ্চ। তিন সহস্র বৎসর হইল ইহারা গ্রথিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত কীর্ত্তিবিলোপী কাল ইহাদের কিছুই করিতে পারে নাই। কিন্তু এই সকল আশ্চর্য্য স্তম্ভ কে নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং কি উদ্দেশেই বা ইহাদের নির্ম্মাণ হইয়াছে তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিবার উপায় নাই।

মিসরের রাজধানী কেরো, নীল নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। এই নগর আফ্রিকার আর আর সমুদায় নগরের অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। আর আর প্রধান নগরের মধ্যে স্কেন্দ্রিয়া, ডামিয়েটা, রসেটা ও সুইয়েজ অধিক প্রসিদ্ধ। স্কেন্দ্রিয়া মিসরের প্রধান বন্দর; সুইয়েজ দিয়া ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ডের ডাক চলিয়া থাকে। পূর্ব্বকালে এই দেশে থিব্‌স ও মেম্ফিস নামে দুই প্রসিদ্ধ নগর ছিল।

নিউবিয়া।

মিসরের দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আবিসিনিয়া পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগকে ইয়ুরোপীয় ভুগোলবেত্তারা নিউবিয়া কহিয়া থাকেন। মিসর দেশের ন্যায় এই বহুবিস্তৃত ভূভাগেও নীল অববাহিকার উভয়দিগই পর্ব্বতে নিরুদ্ধ। নীলের তীর ও সেই সকল পর্ব্বতের মধ্যের ভূমি কিয়দ্দূর উর্ব্বরা কিন্তু পর্ব্বতের ওদিগে সর্ব্বত্রই মরু। এই দেশে গ্রীষ্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব দিবাভাগে সচরাচর অগ্নিকণার ন্যায় উত্তপ্ত বালুকা উড্ডীন হয়। রাত্রি ভিন্ন ভ্রমণ করা দুঃসাধ্য। ইহার কোন কোন অংশ পৃথিবীস্থ আর আর যাবতীয় উষ্ণ দেশের অপেক্ষাও অধিক উত্তপ্ত। এখানকার ক্ষেত্রোৎপন্ন সমুদায় দ্রব্য মিসরদেশীয়

উদ্ভিদের ন্যায়। কৃষিকর্ম্ম অপেক্ষাকৃত কদর্য্য। এই দেশের দক্ষিণভাগে স্থানে স্থানে অতি সতেজ তৃণ গুল্মাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে, কিন্তু সেই সকল স্থান এরূপ অস্বাস্থ্যকর যে তাহারা প্রায় সর্ব্বত্রই নির্ম্মনুষ্য। কোন প্রকার গ্রাম্যজন্তুও তৎসমুদায়ে তিষ্ঠিতে পারে না। তথায় জলে জলহস্তী ও অতি ভয়ঙ্কর কুম্ভীর এবং স্থলে সিংহ, গণ্ডার ও জিরাফ* দৃষ্ট হইয়া থাকে।

নিউবিয়ার অধিবাসীরা তিন প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত, আরব, কাফ্রি ও আদিম নিউবীয়। আদিম নিউবীয়েরা প্রাচীন মৈসরদিগের বংশ। ইহারা কপ্টদিগের অপেক্ষা অধিক অমিশ্রিত রহিয়াছে। এদেশে লেখা পড়ার চর্চ্চা অধিক নাই, কৃষিকর্ম্ম ও নিকটবর্ত্তী দেশ সকলের সহিত বাণিজ্যই লোকের প্রধান উপজীবিকা। পূর্ব্বে নিউবিয়ায় অনেক স্ব স্ব প্রধান রাজা ছিল। অধুনা প্রায় সমুদায় দেশই মিসরের পাসার অধীন।

প্রাচীনকালে এই দেশ অতিশয় বিভবশালী ছিল। বহুল পিরামিড ও ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির ইহার অতীত প্রাধান্যের সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। ইয়ুরোপের প্রাচীন ভূগোলবেত্তারা নিউবিয়া ও আবিসিনিয়া এই উভয় দেশকে ইথিয়োপিয়া কহিতেন। নিউবিয়ার রাজধানী সেনার।

---

* এক প্রকার চতুষ্পাদ। ইহার স্কন্ধদেশ ও সম্মুখের পদদ্বয় অতীব উচ্চ, নিতম্ব ও পশ্চাতের পদদ্বয় অপেক্ষাকৃত অনেক নিম্ন। গ্রীবা দীর্ঘ, মস্তক ক্ষুদ্র, মুখ উষ্ট্রের ন্যায় এবং শরীর ঈষৎ পিঙ্গল ও মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ছাবে অঙ্কিত। এই জন্তুর প্রকৃতি অতিশয় ধীর। কাহারও কোন রূপ অনিষ্ট করে না। ভয় পাইলে পলাইয়া যায়। কিন্তু একান্তই শত্রুর সম্মুখীন হইতে হইলে আত্মরক্ষার নিমিত্ত পদাঘাত করিয়া থাকে।

আবিসিনিয়া।

আবিসিনিয়া নিউবিয়ার দক্ষিণ ও লোহিত সাগরের দক্ষিণ পশ্চিম, ইহার সমুদায় চতুঃসীমা সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত নহে। আবিসিনিয়াবাসীরা আপনাদের দেশকে সচরাচর আঘেজি কহে; কখন কখন ইটোপিয়াও বলিয়া থাকে। আরবেরা এই দেশকে হাবেশ কহে; তাহা হইতেই ইয়ুরোপীয়েরা আবিসিনিয়া নাম নিষ্পন্ন করিয়াছেন। হাবেশের অর্থ বর্ণসঙ্কর, আবিসিনিয়াবাসীরা অত্যন্ত অবজ্ঞাসূচক বলিয়া ঐ নাম স্বীকার করে না।

আবিসিনিয়া একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকা। এই অধিত্যকা নিউবিয়ার প্রান্ত, লোহিত সাগরের কূল ও দক্ষিণ আফ্রিকা এই তিন দিগেই ক্রমশঃ ঢালু। এখানে অনেক উচ্চ পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। হ্রদ ও অনেক। তন্মধ্যে বহরজানা* সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার অনেক অন্তর্দ্দেশ উর্ব্বর ও পার্ব্বতীয় সরিতে পরিষিক্ত। সামান্যতঃ কহিলে আবিসিনিয়া নিউবিয়া ও মিসর অপেক্ষা অল্প উষ্ণ ও পরিশুষ্ক। কিন্তু সমুদায় নিম্নপ্রদেশ ও উপকূল ভাগ অতিশয় গ্রীষ্মপ্রধান। এ দেশে, বৈশাখ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত কয়েক মাস বর্ষা, তখন নিয়ত বৃষ্টি হয়। সেই বৃষ্টির জলই নীলের স্ফীতির প্রধান হেতু।

এদেশে বর্ষে দুইবার শস্য জন্মে। শস্যের মধ্যে গম, যব, ভূট্টা ও টেফ প্রধান। শেষোক্ত শস্য সর্ষপের অপেক্ষাও ক্ষুদ্র। উহাতে সুস্বাদ রুটি প্রস্তুত হয়। সেই রুটিই এদেশীয় সামান্য লোকদিগের প্রধান অবলম্বন। আবি-

* ডেম্বিয়া হ্রদ।

সিনিয়ায় প্রায় সর্ব্বত্রই নানা প্রকার সুরভি কুসুম প্রস্ফুটিত হয় তৎসমুদায়ের সুগন্ধে চতুর্দ্দিগ আমোদিত থাকে। আবিসিনিয়ায় অনেক স্থানে লৌহ, তাম্র, সীস ও গন্ধক পাওয়া যায়। রৌপ্য ও অতি উৎকৃষ্ট সুবর্ণও পাওয়া যায় বলিয়া খ্যাতি আছে। দেশের বায়ুকোণে টাজির নামক প্রদেশে একটী বিস্তীর্ণ লবণ ক্ষেত্র আছে। তাহাতে অপর্য্যাপ্ত লবণ উৎপন্ন হয়।

আবিসিনিয়ার গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে বৃষ, অশ্ব, গর্দ্দভ ও অশ্বতর প্রধান। গ্রাম্যেতর জন্তুর মধ্যে সিংহ, দ্বীপী, কুম্ভীর, বন্যমহিষ, বন্যশূকর, দ্বিখড়্গগণ্ডার, জলহস্তী, জিরাফ ও গেজেল† প্রসিদ্ধ। এদেশে নানা প্রকার বিরক্তিকর পতঙ্গ উৎপন্ন হয়। তাহারা যৎপরোনাস্তি উৎপাত করে। সেই সমুদায় পতঙ্গের মধ্যে সাণ্টসাল্য নামক পতঙ্গ অতিশয় বিরক্তিকর, উহার জালায় সিংহকেও অস্থির হইয়া পলায়ন করিতে হয়। এই পতঙ্গের অবয়ব মৌমাছির অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। ডানা অতি পরিস্কৃত গাজের মত, মাথা ডাগর এবং মুখে শূকরের সটার ন্যায় তিন গাছা অতি শক্ত শুঁয়া দেখিতে পাওয়া যায়। গাভি সকল যে মাত্র ইহাকে দৃষ্টি করে কিম্বা ইহার বজ বজ ধ্বনি শুনিতে পায় তৎক্ষণাৎ মুখের কবল পরিত্যাগ করিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করে এবং ভয়ে, পথিশ্রমে ও অনাহারে অভিভূত হইয়া ক্রমে ক্রমে এক একটী করিয়া মরিতে থাকে। আবিসিনিয়ার উত্তর পূর্ব্বের অধিবাসীদিগকে ইহাদের দৌরাত্ম্যে প্রতি বৎসর এক এক বার

† কৃষ্ণসার জাতীয় চতুষ্পদ। ইহার অবয়ব, গাত্রের ও প্রকৃতির সৌকুমার্য্য হরিণের ন্যায়; চক্ষুও অতিশয় সুন্দর ও উজ্জ্বল। কিন্তু শৃঙ্গ অজের শৃঙ্গের ন্যায় ফাঁপা ও অক্ষণভঙ্গুর; অজের ন্যায় এই জন্তু গুল্মগ ভক্ষণ করে।

বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে পলাইতে হয়। শস্য-নাশক পতঙ্গপালও এখানে অতিশয় উপদ্রব করে।

আবিসিনিয়ার আদিম নিবাসীদিগের শরীরের গঠন ইয়ুরোপীয়দিগের শরীরের ন্যায়, কাফ্রি ও আরবদিগের সহিত অণুমাত্রও সাদৃশ্য নাই। ইহাদের বর্ণ পাণ্ডুমসীর ন্যায় এরূপ অদ্ভূত যে অন্য কোন জাতির বর্ণের সহিত তুলনা হয় না। নরবংশবিদ্ পণ্ডিতেরা কহেন ইহাদের আদি-পুরুষেরা পারস উপসাগরের সমীপ হইতে আসিয়া আবিসিনিয়ায় জনস্থান সংস্থাপন করিয়াছিল। প্রথিত আছে পূর্ব্বকালে আবিসিনিয়া আফ্রিকার অন্যান্য সমুদায় দেশ অপেক্ষা অধিক সভ্য হইয়াছিল, প্রাচীন মৈসরেরাও এই দেশ হইতেই সভ্যতাজ্যোতিঃ লইয়া আপনাদের দেশ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। অধুনা সেই সভ্যতার সূর্য্য একবারেই অস্তগত হইয়াছে এবং অসভ্যতার ঘোর অন্ধকার অবিসিনীয়দিগকে আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। কনষ্টাণ্টাইন্ সম্রাটের সময়ে আবিসিনীয়েরা খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। অদ্যাপিও ইহারা নামে তদ্ধর্ম্মাক্রান্ত রহিয়াছে। আদিম আবিসিনীয় ভিন্ন অধুনা অনেক মুসলমান ও য়িহুদি আবিসিনিয়ায় বসতি করিতেছে। এই দেশে বাবেল্মাণ্ডেব প্রণালীর উত্তরে এক অতি ভয়ঙ্কর জাতি বসতি করে। খর্ব্বশরীর, গাঢ়কপিশবর্ণ ও সুদীর্ঘকেশ এই তিন লক্ষণ দ্বারা ইহাদিগকে দেখিবামাত্র কাফ্রিজাতি হইতে প্রভেদ করিতে পারা যায়। ইহারা আম মাংস ভক্ষণ ও মুখে, তৈলের ন্যায়, শত্রুর শোণিত মর্দ্দন করে এবং কেশে ও গল-দেশে, মালার ন্যায়, অরাতি শিরা জড়াইয়া থাকে। ফলতঃ ইহারা এরূপ ভীষণ যে সেই ভীষণতার সম্যক বিবরণ করিয়া উঠা যায় না।

পূর্ব্বকালে সমুদায় আবিসিনিয়া এক চক্রবর্ত্তীর অধীন ছিল; ইদানীং বহুসংখ্যক স্ব স্ব প্রধান রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছে। সেই সমুদায় রাজ্যের মধ্যে আমহরা, টাইজির ও সোওয়া এই তিনটী অপেক্ষাকৃত প্রধান। আমহরা আবিসিনিয়ার মধ্যস্থলবর্ত্তী, প্রধান নগর গণ্ডের। উত্তর পশ্চিম ভাগে টাইজির, প্রধান নগর আণ্টালো। এই রাজ্যের অন্তর্গত অক্সম নগর পূর্ব্বকালে অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল। তথায় অতীতকালের প্রাচীন হর্ম্ম্যাদির অনেক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দক্ষিণভাগে সোওয়া রাজ্য, প্রধান নগর আঙ্কবর।

বার্ব্বরি।

ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের পূর্ব্বতীর হইতে মিসরের পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত, সমুদায় ভূভাগের সাধারণ নাম বার্ব্বরি। দক্ষিণ দিগে, সাহারা মরুর অভিমুখে, কত দূর পর্য্যন্ত ভূভাগ বার্ব্বরির অন্তর্গত অদ্যাপি তাহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম বিবরণ পাওয়া যায় নাই। আরবেরা বার্ব্বরি এবং তাহার দক্ষিণে সাহারা ও সূদন এই সমুদায়কে মগ্রেব অর্থাৎ পশ্চিম রাজ্য কহে এবং ইহাদের অধিবাসীদিগকে মগ্রেবিন অর্থাৎ পশ্চিমে বলে।

বার্ব্বরির অভ্যন্তরে আটলাস গিরিই তত্রত্য ভূতলসম্পর্কীয় প্রধান দৃশ্য। এই পর্ব্বতের নাম হইতেই আটলাণ্টিক মহাসাগরের নাম করণ হইয়াছে এবং ইহারই নামানুসারে কোন কোন ভূগোলবেত্তা সমুদায় বার্ব্বরিকে আটলাস প্রদেশ কহিয়া থাকেন। বার্ব্বরির পশ্চিমভাগ কেবল আটলাসের শৃঙ্গ ও অন্তর্দ্দেশ পরম্পরাতেই পরিপূর্ণ। এদেশে বড় নদী বা হ্রদ

কিছুই নাই; ইহার পূর্বাঞ্চলে ট্রিপলি নামক প্রদেশে সাহারা মরু প্রায় সাগরের তীর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে; অতি সঙ্কীর্ণ এক ফালি ভূখণ্ড মাত্র সেতু স্বরূপ হইয়া সাহারামরু ও ভূমধ্যসাগরকে পরস্পর ব্যবহিত করিতেছে। ট্রিপলি হইতে পূর্ব্বমুখে গমন করিলে মিসর পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই অনুর্ব্বরা ভূমি দৃষ্টি পথে পতিত হয়।

বার্ব্বরির যে সকল প্রদেশ ভূমধ্যসাগরের সমীপবর্ত্তী ও যেখানে, আটলাস পর্ব্বত ব্যবধান থাকাতে সাহারা মরুর উষ্ণ ঝঞ্ঝাবাত প্রবেশ করিতে পারে না তৎসমুদায় প্রদেশ সচরাচর নাতিশীতোষ্ণ। পূর্ব্বভাগে এরূপ ব্যবধান নাই, তথায় দিবসে অতিশয় গ্রীষ্ম, রাত্রিতে তদনুরূপ দুরন্ত শীত।

বার্ব্বরির মধ্যে আটলাস পর্ব্বতের যে সকল অন্তর্দ্দেশে জলকষ্ট নাই তৎসমুদায়ের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, অল্পা শ্রমে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়। রোম সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় সময়ে আফ্রিকার এই ভাগ অখিল জগন্মণ্ডলের শস্যভাণ্ডার বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। অধুনা এখানকার কৃষিকর্ম্ম অতি অপকৃষ্ট প্রণালীতে সম্পন্ন হয়, তথাপি পশ্চিম ভাগ হইতে স্পেন দেশে শস্য প্রেরিত হইয়া থাকে। এখানকার শস্য ইয়ুরোপের দাক্ষিণাত্য দেশ সকল ও লিবাণ্ট সাগরের উপকূল সমুদায়ের শস্য হইতে ভিন্ন জাতীয় নহে এজন্য সবিশেষ উল্লেখ করা গেল না। বার্ব্বরিতে অনেক প্রকার আরণ্য তরু ও সুগন্ধি বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বার্ব্বরিতে আটলাস পর্ব্বতে সিংহ, তরক্ষু প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদ বিচরণ করে. গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে অশ্ব, গাভি, মেষ ও ছাগ প্রধান। এখানকার অশ্ব বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ. গাভি অল্প দুগ্ধবতী, সেই দুগ্ধও স্বাদু নহে, মেষের লোম অতি

উৎকৃষ্ট, ছাগের চর্ম্ম মোরক্কো চর্ম্ম বলিয়া, ইয়ুরোপে অতিশয় প্রসিদ্ধ। এদেশে পতঙ্গপাল অতি বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। এই পতঙ্গ জাতির বংশবৃদ্ধির কথা শুনিলে সগরপত্নীর ষষ্টি সহস্র পুত্র প্রসবের কথা কোথায় থাকে। যাহারা না জানে তাহারা শুনিলে কোন রূপেই সহসা বিশ্বাস করিতে পারে না। প্রথিত আছে একটা পতঙ্গী একবারে ৭,০০,০০০ ডিম্ব প্রসব করে। অনতিকাল মধ্যে সেই সকল ডিম্ব ভেদ করিয়া শাবক নির্গত হয়।

বার্ব্বরি দেশে তাম্র, সীস, লৌহ, রসাঞ্জন ও সৈন্ধবলবণ প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে হীরকেরও খনি আছে, কিন্তু সেই সকল খনি হইতে অধিক হীরক উত্তোলিত হয় না। উপকূল ভাগে অতি উৎকৃষ্ট স্পঞ্জ ও প্রবাল ধৃত হয়।

বার্ব্বরির অধিবাসীরা ছয় প্রধান জাতিতে বিভক্ত, বার্ব্বর, মুর, আরব, য়িহুদি, তুরুস্ক ও কাফ্রি। বার্ব্বরেরা বার্ব্বরির আদিম অধিবাসী। ইহারা দেখিতে আফ্রিকার অন্যান্য জাতির মত কৃষ্ণকায় ও বিশ্রী নহে, প্রত্যুত ইহাদের কোন কোন সম্প্রদায় বিলক্ষণ সুগঠন ও প্রায়ই ইয়ুরোপীয়দিগের ন্যায় শুভ্রবর্ণ। মুরেরা দীর্ঘাকৃতি, দৃঢ়কায় ও গম্ভীরমূর্ত্তি। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ, মুখ বাটীর মত, নাক গোল, চক্ষু বিস্তৃত কিন্তু নিস্তেজ। পুরুষেরা প্রায়ই স্থূলকায়, আর শরীরের পুষ্টি স্ত্রী জাতির সৌন্দর্য্যের প্রধান লক্ষণ এরূপ বোধ থাকাতে স্ত্রীগণও সাধ্যানুসারে পুষ্ট হইতে চেষ্টা পায়। মুরেরা অল্পায়াসসাধ্য বিবিধ ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করে কিন্তু যে সকল ব্যবসায়ে অধিক আয়াস লাগে তৎসমুদায়ের নিকটেও যায় না। ইহারা অশ্বারোহণে অতিশয় আসক্ত। কোন আপ্ত ভ্রমণকারী মুরদিগের চরিত প্রসঙ্গে কহিয়াছেন "আমি ধর্ম্ম প্রমাণ বলিতে পারি

যে মনুষ্যের অন্তঃকরণের যাবতীয় নীচ প্রবৃত্তি একত্র করিয়া এই আফ্রিকীয়দিগের চরিত্র সজ্ঘটিত হইয়াছে। ইহারা নিষ্ঠুর চপল, বিশ্বাসঘাতক এবং কি ভয়, কি দয়া, কিছুরই বশ নহে।” ইহারা সকলেই গোঁড়া মুসলমান এবং অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী গোঁড়াদিগের মত কহে “সুনীতি বিষয়ে সহস্রদোষ থাকুক পিতৃপিতামহের ধর্ম্মশাস্ত্র মানিলেই তৎসমুদায়ের যথোচিত প্রায়শ্চিত্ত হয়, কিন্তু যাহারা পৈতৃক ধর্ম্মশাস্ত্রে অশ্রদ্ধা করে, তাহাদের তুল্য ঘোর পাষণ্ড ভূমণ্ডলে নাই। তাহারা সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ন্যায়বান্, দয়াবান্, যে কিছু হউক না কেন সমুদায়ই ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপের ন্যায় বৃথা হয়।”

বার্ব্বরির আরবেরা আফ্রিকার অন্যান্য ভাগের আরবদিগের হইতে অধিক ভিন্ন নহে। এখানকার তুরুষ্কেরা সমুদায় প্রধান প্রধান বিষয়েই আসিয়িক তুরুষ্কদিগের মত। য়িহুদিরাও অন্যান্য স্থানের য়িহুদিদিগের সদৃশ। কাফ্রিদিগের বিবরণ অগ্রে সূদন প্রকরণে করা যাইবেক। অতি প্রাচীনকাল অবধি বার্ব্বরি রাজ্যে সূদন দেশ হইতে কাফ্রিজাতীয় দাস আনীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নিতান্ত নিরন্ন ব্যক্তি ব্যতিরেকে এখানকার সমুদায় মুরেরাই কাফ্রিদাস রাখিয়া থাকে। যে সকল দাস নিয়মিত প্রথা অনুসারে দাসত্ব হইতে মুক্ত হয় তাহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বার্ব্বরির অধিবাসীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। এই প্রকারে এই দেশে কাফ্রিদিগের বসতি হইয়াছে।

বার্ব্বরি চারি স্ব স্ব প্রধান রাজ্যে বিভক্ত ; মোরক্কো, আল্‌-জিরিয়া, টুনিস ও ট্রিপলি।

মোরক্কো—বার্ব্বরির পশ্চিম প্রান্ত। এই রাজ্য বার্ব্বরির আর আর সমুদায় রাজ্য অপেক্ষা অধিক উর্ব্বর ও জনাকীর্ণ।

ইহার রাজা অতীব যথেচ্ছাচারী। তাঁহার উপাধি স্থলতান। প্রজাদিগের ধন প্রাণ সকলই তাঁহার হস্তগত। কিন্তু রাজ্যের অত্যন্ত দূরতর প্রদেশ সকলে তাঁহার তাদৃশ প্রভুতা নাই। তৎসমুদায়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিপতিরা স্ব স্ব চত্বরে একাধিপত্য করে, কেবল সুলতানের কোষে নিয়মিত রাজস্ব মাত্র প্রেরণ করিয়া তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে। উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশে মোরক্কোর সুলতান মর্ত্ত্যলোকে মহম্মদের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিয়া অঙ্গীকৃত, সুতরাং মুসলমান ধর্ম্মের সর্ব্ব প্রধান উপদেষ্টা বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

মোরক্কো রাজ্যে নানা প্রকার শিল্প ব্যবসায় সম্পন্ন হয়। তন্মধ্যে ছাগচর্ম্মের সংস্করণ অতিশয় প্রসিদ্ধ। ঐ চর্ম্মকে রাজ্যের নামানুসারে মোরক্কোচর্ম্ম কহে। উহার বর্ণ রক্ত ও পীত এরূপ উৎকৃষ্ট যে ইয়ুরোপীয়েরাও অনন্থকরণীয় জ্ঞান করিয়া থাকে। বৃটন ও অন্যান্য রাজ্যের সহিত মোরক্কো রাজ্যের সচরাচর সামুদ্রিক বাণিজ্য হইয়া থাকে। স্থল পথেও সাহারা মরুর উপর দিয়া ইহাতে বহুসংখ্যক বণিকেরা গতায়াত করে। স্থলপথিক বণিকেরা অনেকে মিলিয়া দলবদ্ধ হইয়া একত্র চলে। কোন কোন দল সাহারা পার হইয়া সুদন দেশে যায়, অন্যান্য দল উত্তর আফ্রিকা পর্য্যটনকরিয়া সুপ্রসিদ্ধ মক্কাধামে উত্তীর্ণ হইয়া পণ্য বিক্রয় ও তীর্থদর্শন একেবারে দুই কর্ম্ম সম্পন্ন করে। মোরক্কো রাজ্যের সমুদায় প্রধান প্রধান নগরে মদ্রসা সংস্থাপিত আছে কিন্তু এখানে বিদ্যার অবস্থা অতিশয় হীন। এই রাজ্যের রাজধানী মোরক্কো। অন্যান্য নগরের মধ্যে ফেজ. মেকুইনেজ, টাঞ্জিয়র ও মোগাডর প্রধান।

আল্‌জিরিয়া—মোরক্কোর পূর্ব্ব। পূর্ব্বতন সময়ে এই রাজ্যকে নিউমিডিয়া কহিত। অধুনা ফরাশিরা এই রাজ্য অধিকার

করিয়াছে। ইহার প্রধান নগর অল্‌জিয়র্স, ওরান, ট্রিমিজেন, বন ও কনষ্টান্সিয়া।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে এই রাজ্য তুরুষ্কীয় সুলতানের অধীন হইয়া তন্নিযুক্ত এক জন পাসার দ্বারা শাসিত হইতে আরম্ভ হয়। কালক্রমে এখানকার পাসারা সেনা সহায় করিয়া সুলতানের বশ্যতা অস্বীকার করে। অতীত তিনশত বৎসর কাল আল্‌জিরিয়াবাসীরা আপনাদের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রে নিয়ত দস্যুবৃত্তি করিত। ইহাদের প্রতাপে ইয়ুরোপীয় অনেক চক্রবর্ত্তীকে স্ব স্ব রাজ্যের বণিজপোত সকলের রক্ষার নিমিত্ত ইহাদিগকে কর প্রদান করিতে হইত। ইহাদের দমনের নিমিত্ত বারংবার যত্ন হয় কিন্তু তত্তাবৎই বিফল হইয়া যায়। পরে ১৮১৬ খৃঃ অব্দে এক দল ইঙ্গরেজ সেনা ইহাদের প্রধান নগর অবরোধ করে এবং ১৮৩০ খৃঃ অব্দে ফরাশিরা কোন অবমাননার প্রতিফল দিবার জন্য আল্‌জিরিয়ায় একদল সৈন্য প্রেরণ করে। সেনারা যাইয়া রাজধানী আক্রমণ ও হস্তগত করাতে সমুদায় রাজ্য ফ্রান্সের অধিকার মধ্যে ভুক্ত হইয়া আসিয়াছে।

টুনিস—আল্‌জিরিয়ার পূর্ব্ব। এই রাজ্য একটী সুদীর্ঘ উপদ্বীপ। ইহার সর্ব্বোত্তর প্রান্ত, বন অন্তরীপ, সিসিলি দ্বীপ হইতে পঁয়তাল্লিশ ক্রোশের অপেক্ষাও অল্প অন্তর। এই রাজ্যও পূর্ব্বে তুরুষ্কের অধীন ছিল এবং একজন পাসার দ্বারা শাসিত হইত; অধুনা স্বাধীন হইয়াছে। ইহার রাজাকে বে কহে। তিনি আপন প্রজাদিগের প্রতি অতীব যথেচ্ছাচারী কিন্তু ইয়ুরোপীয় খৃষ্টান চক্রবর্ত্তীদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করেন। এই রাজ্যে বিবিধ বাণিজ্য সম্পন্ন হয়। ইহার রাজধানী টুনিস। সুসা, কেবিস ও কেরোয়াল ইহার আর তিনটী প্রধান নগর। শেষোক্ত নগর মুসলমানদিগের এক মহা-

তীর্থ। ওখানে এক অতি উৎকৃষ্ট মসিদ আছে, উত্তর আফ্রিকার আর কুত্রাপি সেরূপ উৎকৃষ্ট মসিদ নাই।

এই রাজ্যে, টুনিস নগর ও বন অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে, সুবিখ্যাত কার্থেজ নগর অবস্থিত ছিল। অধুনা তথায় কেবল কতকগুলি প্রস্তর রাশি ও অন্যান্য ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। আফ্রিকার এই ভাগে প্রাচীন রোমকদিগের বহুল সৌধের বিনাশাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

ট্রিপলি—টুনিসের পূর্ব্ব। এখানকার ভূমি কৃষির পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। এই রাজ্য তুরুষ্কপতির অধীন। তাঁহার নিযুক্ত এক জন পাসা ইহার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ইহার রাজধানী ট্রিপলি। এই নগর দিয়া বিস্তর বণিকদল মধ্য আফ্রিকায় গমনাগমন করিয়া থাকে।

ট্রিপলির পূর্ব্ব দিগে বার্কা প্রদেশ। পূর্ব্বে এই প্রদেশ এক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। অধুনা ট্রিপলির অধীন।

সাহারা মরু।

সাহারার উত্তর সীমা বার্ব্বরি; পূর্ব্ব সীমা নীল অববাহিকার পাশ্চাত্য পর্ব্বত; দক্ষিণ সীমা মধ্যআফ্রিকার অন্তর্ব্বর্ত্তী সূদন; পশ্চিম সীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর। এই মরু পৃথিবীর আর আর সমুদায় মরুর অপেক্ষা বৃহৎ, এজন্য ইহাকে সচরাচর মহামরু কহিয়া থাকে। এখানে বসুমতীর আকার নিতান্ত অপ্রীতিকর; যে দিগে নেত্রপাত কর একমাত্র অসীমবৎ বালুকারাশি সর্ব্বত্র ধূ ধূ করিতেছে, কেবল স্থানে স্থানে অনাচ্ছন্ন পাহাড়, উদ্ভিজ্জশূন্য কঠিন কর্দ্দম, সোডাপূর্ণ জলাশয় ও পরস্পর বহু দূর ব্যবহিত এক এক খণ্ড ফলবান্ ক্ষেত্র; এই সকলে

কথঞ্চিৎ দৃশ্যের প্রকারান্তরতা সম্পাদন করে। এই মরু দিবসে সতত প্রখর রৌদ্রে দগ্ধ ও রাত্রিকালে সময়ে সময়ে দুরন্ত শীতে উপদ্রুত হইয়া থাকে। বৎসরের মধ্যে নয় মাস বায়ু পূর্ব্ব দিগ হইতে প্রবাহিত হয় এবং সূর্য্যের অয়ন পরিবর্ত্তন সময়ে ভয়ঙ্কর বেগে আসিয়া ঘোর প্রলয় উপস্থিত করে, চতুর্দ্দিগে বালুকাকণা উত্থিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল ব্যাপ্ত করে ও মধ্যাহ্ন সময়ও তামসীর অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, সেই বালুকায় সার্থবাহেরা দলে দলে এককালে জন্মের মত নিহিত হয়। এখানকার পরিশুষ্ক উত্তপ্ত বায়ু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় গাত্র দহন করে ও সময়ে সময়ে তদীয় ঝঞ্ঝা স্পর্শমাত্র প্রাণনাশক হইয়া উঠে, আর অস্তগমন সময়ে সূর্য্য, এক ভয়ানক অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় দৃষ্ট হয়। ফলতঃ এই ভয়ঙ্কর ভূভাগের ভয়ানকত্বের সম্পূর্ণ বর্ণন করা লেখনীর সাধ্য নহে। ইহার অধিকাংশে জল, তৃণ বা তৃণের চিহ্নও দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ওয়েসিস সকলে উৎকৃষ্ট জলপূর্ণ কূপ ও উষ্ণ দেশীয় বিবিধ উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়। সাহারার মধ্যভাগে ট্রিপলির দক্ষিণেই ওয়েসিসের সংখ্যা অধিক, সুতরাং সেই ভাগেই ভ্রমণকারীরা অধিক চলে। সেই সকল ওয়েসিসের পূর্ব্বদিগস্থ সাহারা খণ্ডকে সচরাচর লিবিয়া মরু কহিয়া থাকে।

সাহারার পশ্চিম ভাগে বসুমতীর আকার অপেক্ষাকৃত অধিক ভয়াবহ, জল পাইবার স্থান সকল পরস্পর অত্যন্ত দূরবর্ত্তী এবং উদ্ভিদ অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। তথাকার কূপ সকল অনুক্ষণ শুষ্ক হইয়া যায়, তখন যে রূপ শোচনীয় ব্যাপার ঘটে কাহার সাধ্য তাহার আংশিকও বর্ণন করে, জলপানে বঞ্চিত হইয়া মনুষ্য ও উষ্ট্র শত শত ও সহস্র সহস্র মরিতে থাকে। এই ভাগে বালুকার উপদ্রবও অপেক্ষাকৃত অধিক। এখানে জীব-

জন্তু কিছুই নাই বলিলেই হয়। সাহারার অধিকাংশ জলশূন্য বলিয়া কেবল যে সঙ্কীর্ণ ভাগে সার্থবাহেরা সচরাচর গমনাগমন করে সেই খানেই যে লোকজন দৃষ্ট হয় তদ্ব্যতিরেকে অন্যান্য ভাগে প্রায়ই মনুষ্যের গতিবিধি নাই।

উপরে উক্ত হইয়াছে যে, সাহারার স্থানে স্থানে ওয়েসিস দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল ওয়েসিসের মধ্যে কতকগুলি মিসরের সন্নিহিত ও মিসরপতির অধীন। অন্যান্য স্থানবর্ত্তী ওয়েসিস সমুদায়ের মধ্যে ফেজান অপেক্ষাকৃত প্রসিদ্ধ। এই ওয়েসিস ট্রিপলির অব্যবহিত দক্ষিণ। ইহার উপর দিয়া সার্থবাহেরা সচরাচর গতায়াত করে, এজন্য ইহাতে অনেক বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পন্ন হয়। এই ওয়েসিস ট্রিপলির করদ একজন ভূপতির অধীন।

সাহারার বালুকার উপরে স্থানে স্থানে তৃণ ও কয়েক প্রকার কণ্টকাকীর্ণ গুল্ম দেখিতে পাওয়া যায়। ওয়েসিস সকলে খর্জ্জুর বৃক্ষের চাস হইয়া থাকে। উহারই ফল সাহারীয়দিগের প্রধান আহার; অন্যান্য কয়েক প্রকার ফল ও ভক্ষ্য মূলও তৎসমুদায়ে পাওয়া যায়, কিন্তু ধান্যাদি কোন শস্য কুত্রাপি জন্মে না।

সাহারার চতুঃপ্রান্তে ও প্রধান প্রধান ওয়েসিস সকলে সিংহ, চিত্রশার্দ্দূল, জিরাফ, কৃষ্ণসার, জেব্রা* গেজেল, উটপক্ষী‡ ও নানা প্রকার অজগর সর্প বিচরণ করে।

* অশ্বজাতীয় চতুষ্পদ। এই জন্তু বন্য, দ্রুতগামী ও হিংস্র। ইহার গাত্র অতি সুদৃশ্য ডোরা ডোরা দাগে অঙ্কিত, কেশর ছোট, কান খাড়া ও লাঙ্গুল গর্দ্দভের লাঙ্গুলের ন্যায়।

‡ বৃহদাকৃতি ও অসামান্যপ্রকৃতি পক্ষীর নাম। আসিয়া বা ইয়ুরোপ খণ্ড এই পক্ষীর মাতৃভূমি নহে; আমেরিকা খণ্ডে ইহাকে জঙ্গলা অবস্থায় দেখা যায় বটে, কিন্তু তথায় ইহার অবয়ব অপেক্ষা-

সাহারার পশ্চিম অঞ্চলে আরব ও বার্ব্বর বংশায় মনুষ্যেরাই প্রধান অধিবাসী। আরবেরা নিরাশ্রমী; পশু পালন, বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বার্ব্বরেরা আশ্রমী ও আরবদিগের বশীভূত। ইহারা কৃষি ও শিল্প দ্বারা সংসার চালায়। সাহারার মধ্যভাগে টুয়ারিক নামক জাতির বসতি। ইহারা দীর্ঘ ও উন্নতশরীর এবং দেখিতে সুশ্রী; অন্যান্য আফ্রিকীয়দিগের মত কৃষ্ণবর্ণ নহে; গৃহী ও কৃষিজীবীদিগকে অতিশয় অবজ্ঞা করে; পাশুপাল্য, বাণিজ্য ও দস্যুবৃত্তি এই তিন ইহাদের উপজীবিকা। ইহারা সতত সূদন দেশে যাইয়া তত্রত্য ব্যক্তিগণের মধ্যে যত জনকে পারে ধরিয়া আনে। পরে সেই সকল হতভাগ্যদিগকে বার্ব্বরিদেশে দাসরূপে বিক্রয় করিয়া আইসে। সূদনের দক্ষিণ প্রান্ত ইহাদের ভয়ে সতত কম্পিত। কিন্তু আপন আপন আশ্রমে ইহারা তাদৃশ ভীষণ নহে প্রত্যুত সততা, ঔদার্য্য ও আতিথেয়তা প্রদর্শন করিয়া থাকে। স্ত্রী জাতির প্রতি প্রগাঢ় সম্মান ও আর আর অনেক সামাজিক ব্যবহারে ইহারা ইয়ুরোপীয়দিগের সদৃশ। সাহারার পূর্ব্বভাগে টিবু নামক জাতির বাস। ইহারা কাফ্রি-

---

কৃত ক্ষুদ্র ও পক্ষ হীনসৌন্দর্য্য। আফ্রিকাই এই শকুন্তের বাসস্থান এবং আফ্রিকার সমুদায় পক্ষীর মধ্যে ইহাই অধিক প্রসিদ্ধ। ইঙ্গরেজীতে ইহাকে অষ্ট্রিচ কহে। আফ্রিকীয় উটপক্ষীর আপাদ মস্তক দৈর্ঘ্য সচরাচর পাঁচ হাতেরও অধিক। তন্মধ্যে ইহার কণ্ঠই অধিক লম্বা। ইহার পার্শ্বে ও উরুদেশে পক্ষ মাত্র নাই, ডানা এরূপ ক্ষুদ্র যে উড়িতে পারে না। কিন্তু পদদ্বয় এরূপ দ্রুতগতি যে, দৌড়িতে আরম্ভ করিলে অতিশয় বেগবান্ অশ্বও সঙ্গে চলিতে পারে না। ইহার অপত্যস্নেহ অতিশয় গাঢ়। এই পক্ষী অল্প সময়ের মধ্যে এত বিস্তর আহারদ্রব্য জীর্ণ করিতে পারে যে শুনিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ইহার পক্ষ অতিশয় সুন্দর ও মহামূল্য, ইয়ুরোপীয় বণিকমণ্ডলে তাহার অত্যন্ত গৌরব।

দিগের ন্যায় কৃষ্ণকায় কিন্তু মুখের গঠন তাহাদের মুখের সদৃশ নহে। ইহারা উষ্ট্রীদুগ্ধ ও অতি অল্প পরিমাণে লব্ধ ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করে। বাণিজ্যও করিয়া থাকে এবং সুযোগ পাইলে সার্থবাহদিগের দ্রব্যাদিও লুট করিয়া লয়। কিন্তু ইহা-দের পাপের ধন অনেকবারই প্রায়শ্চিত্তে যায়। টুয়ারিকেরা বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একবার আসিয়া ইহাদিগকে আক্রমণ ও সর্ব্বস্ব হরণ করে। আক্রমণকালে ভয়ব্যাকুলচিত্তে ইহারা স্বদেশের দুরাক্রম্য স্থান সকলে পলায়ন করে। ইহারা সতত চিন্তাশূন্য, প্রফুল্লচিত্ত ও নৃত্যগীতে অতিশয় আসক্ত। সাহাবার উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলে আরবদিগের পরিচ্ছদ ও আরবীভাষা প্রচলিত। বার্ব্বর, টুয়ারিক ও টিবুদিগের ভাষা ও পরিচ্ছদ পর-স্পর স্বতন্ত্র। সাহারার সর্ব্বত্রই মুসলমান ধর্ম্ম প্রচলিত।

পূর্ব্ব আফ্রিকা।

পূর্ব্ব আফ্রিকার উপকূলভাগমাত্র যথা কথঞ্চিৎ পরিজ্ঞাত হইয়াছে। সেই উপকূল প্রথমতঃ বাবেল্মাণ্ডেব প্রণালীর তীর হইতে প্রধাবিত হইয়া দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে আসিয়া গার্ডাফিউ অন্তরীপে সমাগত হইয়াছে। পরে তথা হইতে দক্ষিণ পশ্চিম মুখে যাইয়া ও স্থানে স্থানে ভঙ্গিমান হইয়া ডেলাগোয়া সাগরের উত্তরকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। গার্ডাফিউ অন্তরীপের সমীপবর্ত্তী উপকূলভাগে সোমালিক নামে এক জা-তীয় লোক বসতি করে এবং তাহাদের নামানুসারে ঐ উপকূল খণ্ডকে বরসোমালিস অর্থাৎ সোমালিসদিগের দেশ কহে। বর-সোমালিস দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত, এডেল ও আজান। এডেল গার্ডাফিউ অন্তরীপের পশ্চিম উত্তর; আজান ঐ অন্তরীপের

দক্ষিণ পশ্চিম। এডেলে বর্ব্বরা নামে একটী নগর আছে। তথায় বর্ষে বর্ষে মেলা হইয়া থাকে। সেই মেলায় কখন কখন ন্যূনাধিক দশ সহস্র লোক সমাগত হয় এবং আরবদেশীয় দ্রব্য সকলের বিনিময়ে পূর্ব্বআফ্রিকার উৎপন্ন পণ্য সকল প্রদত্ত হইয়া থাকে। সেই সকল পণ্যের মধ্যে ঘৃত, কাফি, মুসব্বর, মেষ, উট পক্ষীয় পালক, স্বর্ণরেণু, চামড়া ও দাস প্রধান। এখানকার অধিবাসী সোমালিসেরা শান্তস্বভাব ও পশুপালক। ইহারা সমুদ্রের তীরস্থিত স্থান সকলে বসতি করে। অভ্যন্তরে ভীষণ প্রকৃতি গাল্লাদিগের বাস।

আজানের দক্ষিণে পূর্ব্বআফ্রিকা ক্রমান্বয়ে জাঞ্জিবর, মোজাম্বিক, সোফালা ও মোকারঙ্গা এই চারি প্রধান প্রদেশে বিভক্ত। তৎসমুদায়ে কাফ্রিবংশীয় অতি অসভ্য লোকেরা বসতি করে। তথায় সাগরের তীরবর্ত্তী ভাগ সকলে আরবেরাও অনেক উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছে। গার্ডাফিউ অন্তরীপ হইতে ডেল্গেডো অন্তরীপ পর্য্যন্ত সমুদায় উপকূল মসকাটের সুলতানের অধিকৃত। ডেল্গেডো অন্তরীপের দক্ষিণ হইতে ডেলাগোয়া উপসাগর পর্য্যন্ত সমুদায় উপকূলভাগ পর্টুগিজেরা আপনাদের অধিকার বলিয়া দাওয়া করে কিন্তু বস্তুতঃ সেনা নামক রাজ্য মাত্র তাহাদের হস্তগত। এই রাজ্য সোফালা উপসাগরে মিলিত জাম্বেজি নদীর তীরবর্ত্তী। পর্টুগিজেরা অদ্যাপি বিস্তর দাস বিক্রয় করিয়া থাকে। পাছে অন্য লোকে তাহাদের এই নীতিবহির্ভূত ব্যবসায় জানিতে পারে এই আশঙ্কায় তাহারা বিদেশীয়দিগকে আপনাদের রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিতে ভাল বাসে না।

পূর্ব্বআফ্রিকার ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই উর্ব্বরা, কিন্তু জল বায়ু তাদৃশ স্বাস্থ্যকর নহে। এখানকার অর্থকর পণ্যের মধ্যে স্বর্ণ-

রেণু, হস্তিদন্ত, মধু, মোম, নানা প্রকার নির্যাস এবং সোনামুখী ও অন্যান্য গাছড়া প্রধান। প্রথিত আছে জাম্বেজি নদীর জলে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণরেণু ভাসিয়া আইসে।

দক্ষিণ আফ্রিকা।

আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত হইতে, পশ্চিম উপকূল ধরিয়া ন্যূনাধিক ৩২০ ক্রোশ গমন করিলে একটী উপসাগর দৃষ্ট হয়। সেই উপসাগরকে ডেল্বিস উপসাগর কহে। পশ্চিম উপকূলে ডেল্বিস উপসাগর ও পূর্ব্ব উপকূলে ডেলাগোয়া উপসাগর এই উভয়কে একটী কল্পিত রেখা দ্বারা সংযোজিত করিয়া ভূগোলবেত্তারা ঐ রেখাকে দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তর সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কেপকলনি, কাফ্রিরিয়া ও নেটালবন্দর এই তিনটী প্রদেশ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রসিদ্ধ। ক্রমান্বয়ে ইহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

কেপকলনি বা অন্তরীপ উপনিবেশ অরেঞ্জ নদীর দক্ষিণ হইতে আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কোন দেশ হইতে কতকগুলি লোক দলবদ্ধ হইয়া ভিন্ন দেশে যাইয়া বসতি করিলে শেষোক্ত দেশকে উপনিবেশ কহে। কোন কোন ইয়ুরোপীয় জাতি সেইরূপে আসিয়া আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্তে বসতি করিয়াছে সুতরাং তৎপ্রদেশ উপনিবেশ পদে বাচ্য হইয়াছে। আর সুপ্রসিদ্ধ উত্তমাশা অন্তরীপ সেই উপনিবেশের অন্তর্গত বলিয়া উহার নাম কেপকলনি অর্থাৎ অন্তরীপ উপনিবেশ হইয়া আসিয়াছে। এই উপনিবেশ দৈর্ঘ্যে প্রায় ২৭০ ক্রোশ ও বিস্তারে কিঞ্চিদধিক শত ক্রোশ। ইহাতে প্রায় ১,৮০,০০০ লোকের বাস।

এই দেশের উপকূল ভাগ নিম্ন ও সমতল, অভ্যন্তর ভাগ, তিন সারি সারি দূরবিস্তৃত পর্ব্বত পরম্পরায় সমাকীর্ণ, তাহাদের অন্তর্দ্দেশ সকল শিঁড়ির ধাপের ন্যায় ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। উপকূল ভাগের ভূমি উর্ব্বরা ও বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র নদীতে পরিষিক্ত। অভ্যন্তরের প্রথম ধাপের ভূমিও অতিশয় উর্ব্বরা কিন্তু স্থানে স্থানে অত্যন্ত কঠিন ও পরিশুষ্ক। সেই সকল কঠিন পরিশুষ্ক ভূখণ্ডকে কারু কহে। দ্বিতীয় ধাপের সমুদায় ভূমিই ঐরূপ অনুর্ব্বরা এজন্য উহাকে মহাকারু বলে। তথায় কোন প্রকার উদ্ভিদই জন্মে না; কিন্তু বর্ষার অব্যবহিত পরে কিছু দিন মনোহর পুষ্পকাননে সুশোভিত ও তদীয় সুরভি গন্ধে আমোদিত হয়। এ দেশে নদী অনেক কিন্তু তৎসমুদায়ের কোনটীই প্রায় সুনাব্যা নহে। উহাদের বেগ অতিশয় তীব্র এবং গ্রীষ্মকালে প্রায় সমুদায়ই শুকাইয়া যায়। এখানকার সমুদ্রতট উচ্চ ও স্থানে স্থানে উপসাগরে বিচ্ছিন্ন।

এদেশের বায়ু অতিশয় পরিশুষ্ক, বৃষ্টি প্রচুর পরিমাণে হয় না, যাহা হয় তাহারও কোন কাল অবধারিত নাই। স্বাস্থ্যের পক্ষে বায়ু উপকারী, এখানে অন্যান্য দেশে পরিচিত বিবিধ রোগের নামও নাই। তথাপি অত্যন্ত দীর্ঘজীবী ব্যক্তি অতিশয় বিরল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় নানাবিধ ও অতিসুদৃশ্য উদ্ভিদ দৃষ্ট হয়, সুখাদ্য ফল ও বিবিধ শস্য অতিপ্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আফ্রিকার এই ভাগে আরণ্য জন্তু নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে হস্তী, জিরাফ, জেব্রা, সিংহ, ব্যাঘ্র, নানা প্রকার দ্বীপী, দ্বিশৃঙ্গগণ্ডার ও অতি ভীষণ প্রকৃত মহিষ প্রধান। এখানকার সিংহ দুই প্রকার; এক প্রকার সিংহ

পীতবর্ণ, অন্য প্রকার কৃষ্ণকায়। কৃষ্ণকায় সিংহ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বীর্য্যবান্। বিড়াল যেরূপে অনায়াসে ইন্দুর লইয়া যায়, এই সিংহও সেই রূপে অনায়াসে বৃহৎকায় ষাঁড় ও ঘোড়া লইয়া যাইতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকায় জলহস্তী অনেক। এখানকার লোকে উহার মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। এদেশে উটপাখী ও অন্যান্য নানা প্রকার পক্ষী দেখা যায়। তন্মধ্যে এক জাতীয় পক্ষী সর্পের বিষম শত্রু, আর এক জাতীয় পক্ষী পতঙ্গপালের যম, অপর এক জাতীয় পক্ষী বন্যমধু প্রদর্শন করার জন্য অতিশয় প্রসিদ্ধ। যেখানে মধু থাকিবার সম্ভাবনা মধুপ্রয়াসী ব্যক্তিরা তথায় যাইয়া এক প্রকার শিশ দেয়। যদি সেখানে বস্তুতই মধু থাকে ঐ পক্ষীও তাহার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অবশ্যই থাকে এবং শিশ শুনিবামাত্র আসিয়া উপস্থিত হয় ও মৌচাক কোথায় আছে দেখাইয়া দেয়।

এখানে ঔপনিবেশিকেরা সকল প্রকার ইয়ুরোপীয় গ্রাম্য জন্তুই আনয়ন করিয়াছে। এদেশীয় আদিম গ্রাম্য জন্তুর মধ্যে অশ্ব, ষণ্ড ও মেষ প্রধান। মেষের পুচ্ছে ও নিতম্বে চর্ব্বি জন্মে, পুচ্ছ সচরাচর তিন সের হইতে ছয় সের পর্য্যন্ত ভারি হইয়া থাকে, গলাইলে তৈলবৎ এক প্রকার স্নেহ দ্রব্য নির্গত হয়। ওলন্দাজেরা তদ্দ্বারা নবনীতের কার্য্য নির্ব্বাহ করে এবং ইঙ্গরেজেরা সাবান প্রস্তুত করিয়া থাকে।

এখানকার আকরিকের মধ্যে তাম্র ও লবণ প্রধান। অরেঞ্জ নদীর মোহানায় তাম্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; হ্রদ ও পুষ্করিণীর জলে লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ওলন্দাজেরা আসিয়া এই দেশে জনস্থান সংস্থাপিত করে। ঐ শতাব্দীর শেষভাগে বহু সংখ্যক ফরাশিরা আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়।

পরে ১৮০৬ সালে ইঙ্গরেজেরা এই দেশ অধিকার করিয়া অনেকে ইহাতে অবস্থিতি করিয়াছে। এখানকার ওলন্দাজেরা দেখিতে সুশ্রী ও কেহ কেহ অতিশয় দীর্ঘাকৃতি ও অত্যন্ত শক্তিশালী। এদেশের আদিম নিবাসীদিগকে হটেণ্টট কহে। ঔপনিবেশিকদিগের নিয়ত দৌরাত্ম্যে অধুনা হটেণ্টটদের সংখ্যার অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। হটেণ্টটদের বর্ণ কৃষ্ণ, শরীরের গঠন চীনদিগের সদৃশ। অবয়বের সাদৃশ্যহেতু কেহ কেহ উহাদিগকে চীনবংশীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। উহারা নিতান্ত মূর্খ ও অলস এবং সতত অতিশয় অপরিষ্কৃত থাকে। মেষচর্ম্ম পরিধান, ঝুল ও চর্ব্বি একত্র মিশ্রিত করিয়া গাত্রে লেপন এবং কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণে মুখ রঞ্জন করে, আর স্নেহ দ্রব্য দ্বারা চুলে পেটে পাড়িয়া থাকে। কৃষিকর্ম্মের বিন্দুবিসর্গও জানে না কিন্তু ধনুর্ব্বাণনির্ম্মাণ, চর্ম্মসংস্করণ, মাদুরবয়ন ইত্যাদি সামান্য সামান্য শিল্প কর্ম্ম করিতে পারে এবং মৃগয়া ও গাড়োয়ানি কর্ম্মে বিলক্ষণ নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা কেরাল আখ্যাত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে রথাকৃতি কুটীরে বসতি করে। প্রত্যেক কেরালে গৃগল আখ্যাধারী এক এক জন সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি কর্তৃত্ব করে। ইহাদের প্রতি ভদ্রাচরণ করিলে ইহারাও বিলক্ষণ ভদ্রতা ও প্রভুপরায়ণতা প্রকাশ করিয়া থাকে।

উপনিবেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহের নিমিত্ত তথায় ইংলণ্ড হইতে এক জন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। তিনি ও তাঁহার সহকারী কৌন্সেলিরেরা সমুদায় রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।

অন্তরীপ উপনিবেশের মধ্যে একটীমাত্র নগর উল্লেখের যোগ্য। উহাকে কেপটাউন কহে। তাহাতে প্রায় ২০,০০০ লোকের বসতি। তন্মধ্যে ইয়ুরোপসংক্রান্ত ১০০০, অবশিষ্ট কাফ্রি ও হটেণ্টট।

কাফ্রিরিয়া ও নেটালবন্দর।

অন্তরীপ উপনিবেশের উত্তরে বুসমান নামক জাতির বসতি। ইহারা হটেণ্টটদিগেরই বংশ কিন্তু তাহাদের অপেক্ষাও অসভ্য ও হতভাগ্য। শীতকালে একখান পশুচর্ম্ম পরিধান করে ও দুইটা খোটা পুতিয়া তাহার উপর একটা মাদুর ফেলিয়া বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া থাকে। অন্যান্য সময়ে উলঙ্গগাত্রে অনাচ্ছন্ন ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকে। ইহাদের অস্ত্র বিষাক্ত তীর, যাহার গাত্রে লাগে অনতিকাল মধ্যেই তাহার মৃত্যু হয়। ইহারা গোমেষাদি পশু চুরি করিতে অত্যন্ত নিপুণ; এজন্য ওলন্দাজেরা ইহাদের অনেককে বন্যপশুর ন্যায় নিপাত করিয়াছে।

উপনিবেশের পূর্ব্বদিগে কাফরদিগের বসতি। তাহাদের দেশকে কাফ্রিরিয়া কহে। কেহ কেহ বিবেচনা করেন কাফরেরা আরবদিগের বংশ কিন্তু তাহাদের আদি বিবরণ কিছুই পাওয়া যায় না। ইহাদের কেশ কাফ্রি ও হটেণ্টটদিগের কেশের ন্যায়; কিন্তু তদ্ব্যতিরেকে তাহাদের সহিত ইহাদের অন্য কোন প্রকার সাদৃশ্য নাই। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ, মুখাদির গঠন আসিয়িকদিগের মত। ইহারা অতিশয় সরল, প্রফুল্লচিত্ত ও বিদেশীয়দিগের প্রতি সদয়।

অল্প দিন হইল ইঙ্গরেজেরা কাফ্রিরিয়ার উপকূলভাগে একটা জনস্থান সংস্থাপিত করিয়াছে। সেই জনস্থানকে নেটাল বন্দর ও কেহ কেহ বিক্টোরিয়াজনস্থান কহে। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা, জল উত্তম। এখানে কাষ্ঠ, পাথরিয়াকয়লা ও কয়েক প্রকার ধাতু পাওয়া যায়। এক্ষণে যেরূপ আকার দৃষ্ট হইতেছে তাহাতে বোধ হয় কালে এই জনস্থান বিলক্ষণ সৌভাগ্যশালী হইবে।

উপরে যে সকল আফ্রিক জাতির উল্লেখ করা হইল তদ্ব্যতিরেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আরও অনেক জাতি বসতি করে কিন্তু তাহাদের বিবরণ বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত নহে। যাহা কিছু জানা গিয়াছে তাহা লিখিলে বিশেষ ফল লাভ হইবে না বিবেচনায় তাহাদের বিষয় কিছুই লিখিত হইল না।

পশ্চিম আফ্রিকা।

সাহারা মরুর বায়ু কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া ওয়াল্বিস উপসাগরের প্রায় এক শত সোত্তর ক্রোশ উত্তর পর্য্যন্ত আটলাণ্টিক মহাসাগরের সমুদায় উপকূলভাগকে পশ্চিম আফ্রিকা কহে। সেনিগাম্বিয়া অর্থাৎ যে দেশে সেনিগাল ও গাম্বিয়া নদী প্রবাহিত এবং গিনি এই দুইটীই পশ্চিম আফ্রিকার প্রধান ভাগ। সেনিগাম্বিয়ার দক্ষিণে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল প্রথমতঃ পূর্ব্বাস্যে অভ্যন্তরাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে, পরে গিনি উপসাগর বেষ্টন করিয়া সাগরাভিমুখ ও পথি মধ্যে কয়েক বার অহিলাঙ্গুলবৎ বক্র হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণাস্যে চলিয়া গিয়াছে। যত দূর পর্য্যন্ত উপকূল পূর্ব্বমুখে ধাবিত তত দূর পর্য্যন্তকে উত্তরগিনি, অবশিষ্ট সমুদায় উপকূলভাগকে দক্ষিণ গিনি কহে। উত্তর গিনি সিরালিয়ন, শস্যোপকূল†, হস্তিদন্তোপকূল, স্বর্ণোপকূল, দাসোপকূল, আসাণ্টি, ডেহমি, বেনিন ও বায়েফ্রা এবং দক্ষিণ গিনি লোয়াঙ্গো, কঙ্গো, আঙ্গোলা ও বেঙ্গুলা এই কয়েক ভাগে বিভক্ত।

সেনিগাম্বিয়ার অধিকাংশই নিম্নভূতল এবং হয় পরিশুষ্ক

† এইটী ও পরবর্ত্তী তিনটী প্রদেশ স্ব স্ব পণ্যের নামানুসারে খ্যাত হইয়াছে।

ও বালুকাময় নয় পঙ্কিল ও কদর্য্য উদ্ভিদে আচ্ছন্ন। গিনির ভূতল তাদৃশ বালকাময় নহে, তথায় বিশাল তরু ও ঘন গুল্ম পূর্ণ নিবিড় অরণ্যই অধিক।

পশ্চিম আফ্রিকায় গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব ও বায়ু সতত সজল। এই উভয় কারণে এই ভূভাগ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

আফ্রিকার এই ভাগে মনুষ্যের আহারোপযোগী উদ্ভিদ প্রায় সকল প্রকারই প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। বনে নারিকেল, আম্র, কমলালেবু, কলম্বালেবু ও তেঁতুল যথেষ্ট পাওয়া যায়। সিয়া নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে তাহার নির্য্যাসে নবনীত প্রস্তুত হয়, বেয়বেব নামে আর এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে অদ্যাপি তাহার অপেক্ষা বড় বৃক্ষ দৃষ্ট হয় নাই। ইহার গুঁড়ির বেড় সচরাচর ষাটি পঁয়ষট্টি হাত হইয়া থাকে কিন্তু কাষ্ঠ অতিশয় অসার। বেয়বেবের ফল কাফ্রিদিগের এক প্রধান জীবনোপায়। এদেশীয় এক প্রকার বৃক্ষের নির্য্যাস অত্যন্ত বহু মূল্য এবং তালজাতীয় আর এক প্রকার বৃক্ষের ফলে তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেই তৈল বর্ষে বর্ষে অতি প্রচুর পরিমাণে ইয়ুরোপে প্রেরিত হয়। তাহাকে তালীতৈল বলা যাইতে পারে। এখানকার কার্পাস অতি উৎকৃষ্ট,। পুষ্পও নানা প্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আফ্রিকার অন্যান্য ভাগে যে সমুদায় প্রধান প্রধান জন্তুর উল্লেখ করা গিয়াছে এখানেও সেই সমুদায়ই আছে। এখানে হস্তী অনেক এজন্য হস্তিদন্ত অতি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার অনেক সরীসৃপ অত্যন্ত ভয়ানক ও পতঙ্গ অতিশয় বিরক্তিকর।

পশ্চিম আফ্রিকায় নদীর বালুকায় সুবর্ণ পাওয়া যায়; অন্যান্য ধাতুর বিষয় অদ্যাপি বিশিষ্টরূপে জানা যায় নাই।

এখানকার অধিবাসীরা কাফ্রিবংশীয়, আচার ব্যবহারে মধ্য আফ্রিকানিবাসী কাফ্রিদিগের হইতে অধিক ভিন্ন নহে। ইহারা অত্যন্ত অধিক বিবাহ করে। স্ত্রীরা এক এক জন এক এক ভিন্ন ভিন্ন বাটীতে থাকে ও আপন আপন সন্তানদিগের প্রতিপালন করে। কোন কোন রাজা চারি সহস্রেরও অধিক বিবাহ করিয়া থাকেন। আফ্রিকার এই ভাগে পূর্ব্বে সহস্র সহস্র ব্যক্তি দাসরূপে বিক্রীত হইত, অধুনা দাস বিক্রয় নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে তথাপি অনেক অর্থপিশাচ অদ্যাপি এই বিগর্হিত ব্যবসায়ে গুপ্তভাবে লিপ্ত রহিয়াছে।

ইয়ুরোপীয়দিগের মধ্যে প্রথমে পর্টুগিজেরা পশ্চিম আফ্রিকায় জনস্থান সংস্থাপিত করে। দক্ষিণগিনির রাজাদিগের নিকটে ইহাদের অতিশয় প্রতিপত্তি। সেনিগাম্বিয়া দেশে ও উত্তরগিনির শস্যোপকূলেও ইহাদের জনস্থান আছে। ইহাদের পরে ফরাশিরা সেনিগাল নদীর মোহানায় সেণ্টলুয়িসি নামে দুর্গ এবং ইঙ্গরেজেরা গাম্বিয়া নদীর তীরবর্ত্তী বাথরষ্ট ও আর আর কতিপয় ক্ষুদ্র স্থানে জনস্থান সংস্থাপিত করিয়াছে। দিনেমার ও ওলন্দাজদিগেরও এখানে জনস্থান আছে। উপরি উক্ত বাণিজ্যোদ্দেশী জনস্থান সমুদায় ব্যতিরেকে আফ্রিকার এই ভাগে নিরবচ্ছিন্ন পরোপকার সঙ্কল্পে দুইটী জনস্থান সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের উদ্দেশ্য এই যে আফ্রিকায় সভ্যতা বিস্তার ও দাসত্ববিনির্ম্মুক্ত কাফ্রিদিগকে যথাযোগ্য স্থানে সংস্থাপন করে। ইহাদের একটীর নাম সিরালিয়ন, ইঙ্গরেজদের সংস্থাপিত; অন্যটীর নাম লিব্রিয়া, সিরালিয়নের দক্ষিণ, আমেরিকদের সংস্থাপিত। অধুনা লিব্রিয়া একটী স্বাধীন সাধারণতন্ত্র।

পশ্চিম আফ্রিকায় বহু সংখ্যক স্ব স্ব প্রধান রাজারা

রাজত্ব করে। তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই নিতান্ত যথেচ্ছাচারী।

মধ্য আফ্রিকা—সূদন।

সূদনের উত্তর সীমা সাহারা; পূর্ব্বসীমা মিসরাদি নদীমাতৃক দেশ; দক্ষিণ সীমা চন্দ্রগিরি; পশ্চিম সীমা সেনিগাম্বিয়া ও উত্তর গিনি। সূদনের অধিবাসীরা আপনাদের দেশকে সূদন বলে না, তাহারা ইহাকে টক্রুর কহে। ইয়ুরোপীয়েরা ইহাকে কথন সূদন ও কথন নিগ্রিসিয়া বলে।

সূদনের ভূতলবিবরণ বিশিষ্টরূপে পাওয়া যায় নাই। যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে একটী বৃহৎ নদী*, একটী বৃহৎ হ্রদ † ও একটী বৃহৎ পর্ব্বত ‡ এই তিনটী মাত্র প্রধান দৃশ্য। সূদনের পশ্চিম ভাগে নীজর নদী প্রবাহিত। পশ্চিম ও দক্ষিণ দিগে পর্ব্বত, উত্তরে সাহারা এবং পূর্ব্বদিগে কতিপয় পাহাড় ও উন্নত ভূখণ্ড অন্তর্ব্বর্ত্তী হইয়া নীজর অববাহিকাকে চাদ অববাহিকা হইতে পৃথক করিতেছে। চাদ হ্রদ ফেজানের সমসূত্রপাতে অবস্থিত। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় শত ক্রোশ, বিস্তার প্রায় সোত্তর ক্রোশ। উহার অববাহিকার ভূমি বিলক্ষণ উচ্চ।

সূদনের উদ্ভিদ, ধাতু ও জন্তুবর্গ সমুদায়ই পশ্চিম আফ্রিকার সমজাতীয়। এজন্য বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা গেল না।

সূদন কাফ্রিজাতির বসতি। কাফ্রিদের বর্ণকৃষ্ণ, মস্তক ক্ষুদ্র ও সঙ্কুচিত, ললাট স্ফীত, গণ্ডের অস্থি উচ্চ, নাসিকারন্ধ্র বিস্তৃত, মুখ

* নীজর।

† চাদ।

‡ চন্দ্রগিরি।

সঙ্কুচিত ও অধোভাগে উচ্চ, নাসিকার দুই পার্শ্ব স্ফীত ও গণ্ড দেশের সহিত প্রায় সমতল। ইহাদের চুল ঊর্ণার ন্যায়, ঠোট অত্যন্ত পুরু। ইহারাই আফ্রিকার আদিম মনুষ্য। ইহারা অতিশয় অসভ্য, অতি সামান্য দ্রব্যাদি আহরণ করিয়া কোন রূপে দিনপাত করে, কিন্তু ইহাদের অর্থলোভ অত্যন্ত প্রবল; লাভের সম্ভাবনা থাকিলে নানা প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। দুঃখ কালে অত্যন্ত ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ সদ্বক্তা ও সঙ্গীতপ্রিয়। ইহাদের স্ত্রীজাতি অতিশয় পরিশ্রমী ও বহুসন্তানবতী। ইহাদের অর্দ্ধেক ভাগ মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে; অন্যার্দ্ধ বিবিধ জড় পদার্থের আরাধনা করে। ইহারা অতি সামান্য সামান্য কয়েক প্রকার শিল্প কর্ম্ম করিয়া থাকে।

সূদন বহুসংখ্যক স্ব স্ব প্রধান রাজ্যে বিভক্ত। তন্মধ্যে নীজর অববাহিকার অন্তর্গত হুসা, বাম্বারা, টিম্বকটু ও বর্গ; চাদ-অববাহিকার অন্তর্গত বর্ণু ও বর্ঘার্ম্মি এবং নিউবিয়ার সমীপবর্ত্তী ডার্ফর এই কয়েকটী অপেক্ষাকৃত অধিক পরাক্রান্ত। সূদনের সমুদায় রাজা অতীব যথেচ্ছাচারী, প্রজাদিগের প্রতি সচরাচর অত্যন্ত ক্রূরাচার করিয়া থাকে।

বহুকালাবধি আফ্রিকার এই ভাগে দাস বিক্রয় হইয়া আসিতেছে। বস্তুতঃ এই ভূভাগই বহুপ্রসিদ্ধ হতভাগ্য কাফ্রিদাস-দিগের আকর স্থান। এখানকার রাজারা বন্দী পাইবার ও পরে সেই সকল বন্দীদিগকে দাসরূপে বিক্রয় করিবার প্রয়াসে অনুক্ষণ পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। কয়েক দল দস্যুও আছে, মনুষ্য অপহরণ করাই তাহাদের ব্যবসায়। যুদ্ধে বন্দীকৃত অথবা দস্যুদলে অপহৃত ব্যক্তিরা স্বর্ণরেণু, হাতির দাত, উটপাখীর পালক ও অন্যান্য পণ্যের সহিত সার্থবাহদিগের দ্বারা উত্তর

আফ্রিকায় নীত ও তথায় লবণ, শস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যের বিনিময়ে বিক্রীত হয়।

সুদনের নগরের মধ্যে সাকাটু, টিম্বকটু, কণ্ডা, কোনা ও জেনি এই কয়েকটী অপেক্ষাকৃত প্রধান। সাকাটু ও কোনো হুসার অন্তর্গত। টিম্বকটু টিম্বকুটর প্রধান নগর; এই স্থান দিয়া বহু সংখ্যক সার্থবাহেরা গতায়াত করে। উত্তর আফ্রিকা হইতে সাহারামরুতে অবতীর্ণ হইয়া যে পর্য্যন্ত না এই নগরে আসা যায় সে পর্য্যন্ত আর কুত্রাপি ফলবান্ ক্ষেত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। কণ্ডা নগর চাদহ্রদে মিলিত একটী ক্ষুদ্র নদীর তটে অবস্থিত; জেনি বাম্বরা রাজ্যের অন্তর্গত।

চন্দ্রগিরির দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণ আফ্রিকার উদীচ্য সীমা পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে।

আফ্রিকার সমীপবর্ত্তী প্রধান প্রধান দ্বীপ।

আফ্রিকার সমুদায় দ্বীপই ক্ষুদ্র; কেবল মাডাগাস্কর দৈর্ঘ্যে ৪৫০ ক্রোশ ও বিস্তারে ১৭৫ ক্রোশ। এই দ্বীপের ভূমি উর্ব্বরা। এখানে অনেক প্রকার ধাতুও পাওয়া যায়। ইহার আদিম লোকেরা কাফ্রিবংশোদ্ভব। অধুনা ইহাতে আরব ও মলয় বংশীয় অনেক লোক বসতি করিয়াছে। তাহারা সকলেই অসভ্য।

বোর্বোঁ—ফরাশিদিগের অধিকৃত। ইহাতে একটী আগ্নেয় গিরি আছে, তাহাতে প্রায় সর্ব্বদাই অগ্ন্যুৎপাত হইয়া থাকে।

মরিসস—ইঙ্গরেজদের অধিকৃত। ইহার ভূমি অতি বন্ধুর ও পর্ব্বতাকীর্ণ। ইহাতে আবলুস প্রভৃতি অনেক প্রকার বহুমূল্য কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়।

সেণ্টহেলেনা—অতি ক্ষুদ্র ও পাহাড়ময় দ্বীপ। ইয়ুরোপের জাহাজাদি আসিয়ায় যাইবার সময় এই দ্বীপ হইতে জল ও খাদ্য দ্রব্য তুলিয়া লয়। এই দ্বীপে সুপ্রসিদ্ধ নেপোলিয়ান কারারুদ্ধ ছিলেন।

কেপবর্ডপুঞ্জ—পর্টুগালের অধিকৃত। ইহার ভূমি অনুর্ব্বরা ও জলবায়ু অস্বাস্থ্যকর। এখান হইতে অনেক লবণ ও ছাগচর্ম্ম অন্যান্য দেশে নীত হইয়া থাকে।

কানেরিপুঞ্জ—স্পেনের অধিকৃত। ইহাতে যে মদিরা প্রস্তুত হয় মদ্যপায়ীরা তাহার অত্যন্ত প্রশংসা করে। এখানে নানা প্রকার অতি সুশ্রী পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। এই দ্বীপপুঞ্জে টেনিরিফ নামে একটী উন্নত পর্ব্বত আছে, নাবিকেরা অনেক দুর হইতে উহার চূড়া দেখিতে পায়।

মেডিরাপুঞ্জ—পর্টুগালের অধিকৃত। এখানকার জলবায়ু অতি স্বাস্থ্যকর,ইংলণ্ড হইতে অনেক পীড়িত ব্যক্তি শরীরশোধনের নিমিত্ত এই স্থানে আসিয়া থাকে। এখানকার মদিরাও সুরাপায়ীরা প্রশংসা করে। এখানকার প্রধান নগর ফঞ্চাল।

আজোরপুঞ্জ—ইহার ভূমি উর্ব্বরা, নানা প্রকার শস্য ও সুরস ফল উৎপন্ন হয়। ইহার প্রধান নগর আঙ্গোরা।

আমেরিকা।

আবিষ্ক্রিয়া বিবরণ।

১৪৯২ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে প্রাচীন মহাদ্বীপের অধিবাসীরা আমেরিকার অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অবগত ছিলেন না। ঐ বৎসর ইয়ুরোপের সুপ্রসিদ্ধ নাবিক কলম্বস উহার আক্ষ্রিয়ার সূত্রপাত করেন। ইটালির অন্তর্গত জেনোয়া নগরে কলম্বসের জন্ম হয়, কালক্রমে তিনি পর্টুগালে আসিয়া অবস্থিতি করেন। তাঁহার সময়ে পর্টুগিজেরা ইয়ুরোপীয়দিগের তৎকালাপরিচিত ভূভাগ সকলের আবিষ্ক্রিয়ায় মনোনিবেশ করিয়াছিল, বিশেষতঃ সমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত একান্ত উৎসুক হইয়াছিল। বহুকালাবধি ভারতবর্ষ ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশ ও দ্বীপ সমূহের পণ্য দ্রব্য ইয়ুরোপে আনীত ও মহামূল্যে বিক্রীত হইত। সেই সকল পণ্য আরব ও লোহিত সাগর দিয়া মিসরে আসিত; তথা হইতে নীলনদী দ্বারা ভূমধ্যসাগরে প্রবিষ্ট হইয়া ইয়ুরোপের বিপণী সমূহে উপস্থিত হইত। বিনিস নগরীয় বণিকেরাই উহাদিগকে মিসর হইতে ইয়ুরোপে আনয়ন করিত, তাহাতে তাহাদের বিপুল অর্থাগম হইত। সেই বহু-অর্থকর ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য আপনাদের হস্তগত করাই পর্টুগিজদের প্রধান সংকল্প হইয়াছিল। তাহাদের এই সিদ্ধান্ত স্থির ছিল যে স্বদেশ হইতে দক্ষিণাস্যে গমন করিয়া আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত বেষ্টন পুরঃসর পূর্ব্বমুখে গমন করিলে ভারতবর্ষে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। পথের যথার্থ স্থিরতা ছিল বটে কিন্তু তদা-

নীন্তন ইয়ুরোপীয় পোতবাহীরা কখন উহার চতুর্থাংশেও যায় নাই। কোথায় আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত তাহার কিছুই জানিত না। পোতবাহন কার্য্যেও তাহাদের বিশিষ্টরূপ নৈপুণ্য ছিল না। এই সকল কারণে পর্টুগিজদিগের সঙ্কল্পসাধনের বিস্তর বিলম্ব হইয়াছিল। অবশেষ বহুকাল পরে আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্ত আবিষ্কৃত হইল। তখনও উহা চক্ষের দেখা মাত্র হইয়াছিল। কারণ যে জাহাজ তন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্রভাগে প্রথম উপস্থিত হইয়াছিল উহা দুরন্ত ঝটিকায় আক্রান্ত হওয়াতে তীরস্থ হইতে পারে নাই, কেবল দূর হইতে একটী অন্তরীপের অগ্রভাগ মাত্র নিরীক্ষণ করিয়া প্রত্যাগত হইয়াছিল। তথায় দুর্জ্জয় ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জাহাজের কাপ্তেন, বার্থলমিউডায়েজ, নবদৃষ্ট অন্তরীপকে "ঝটিকা অন্তরীপ" এই নাম প্রদান করেন। কিন্তু স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে তাঁহার নিযোগ্য ভূপতি, এত দিনে ভারতবর্ষের পথ প্রাপ্তির চিরকালের আশা সফল হইবার সুবিধা হইল মনে করিয়া উহার নাম উত্তমাশা অন্তরীপ রাখিলেন।

উত্তমাশা অন্তরীপ আবিষ্কৃত হইল বটে, কিন্তু অতি দীর্ঘ কালে হইল। অবশিষ্ট পথ আবিষ্কৃত হইতে আরও কতকাল লাগিবে তাহার স্থিরতা ছিল না। অধিকন্তু তৎকালে সমুদ্রযাত্রা যেরূপ দীর্ঘকালসাধ্য ছিল তাহাতে পর্টুগাল হইতে উত্তমাশায় উত্তীর্ণ হইতে বিস্তর দিন লাগিত। সুতরাং ভারতবর্ষের সমুদায় পথ আবিষ্কৃত হইলেও অতি দীর্ঘকাল ব্যতিরেকে তথায় গমনাগমন সম্পন্নের সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল বিবেচনা করিয়া মহানুভব ও তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পোতবাহী কলম্বসের মনে এই প্রশ্নের উদয় হইল যে আফ্রিকা বেষ্টন না করিয়া অন্য কোন সহজ পথে ভারতবর্ষে যাওয়া ঘটিতে পারে কি না।

অনেক চিন্তা ও অনুসন্ধানেরপর তাঁহার এই প্রতীতি জন্মিল যে, ইয়ুরোপ হইতে ক্রমাগত পশ্চিম মুখে গমন করিলে অবশেষে আটলাণ্টিক মহাসাগরের পারে এমন কোন দেশ অবশ্যই পাওয়া যাইবেক যাহার সহিত বহুবায়ত ভারতবর্ষ সংযোজিত আছে। কাল সহকারে এই সিদ্ধান্ত মনোমধ্যে বদ্ধমূল হইলে তিনি প্রথমতঃ জন্মভূমি জেনোয়ার, ও তদনন্তর পর্টুগালের কর্ত্তৃপক্ষীয়দের নিকট আপন মত ব্যক্ত করিয়া প্রার্থনা করিলেন "যদি কৃপা করিয়া সমুদ্রগমনের সমুদায় উপকরণ প্রদান করেন, তাহা হইলে আমি আটলাণ্টিক অতিক্রমণ দ্বারা ভারতবর্ষে যাইবার এক নূতন পথ প্রকাশ করিয়া দি"। ক্রমান্বয়ে উভয় স্থানেই তাঁহার প্রার্থনা নিষ্ফল হইল। তখন, ১৪৮৪ খৃঃ অব্দে, স্পেন দেশে আসিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত মর্ম্মে তত্রত্য রাজার সমীপে আবেদন করিলেন। এখানেও পাছে প্রার্থনা বিফল হয় এই আশঙ্কা করিয়া আপনার এক শ্যালককে ইংলণ্ডীয় রাজার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব মত প্রচারিত হইলে অনেকে অনেক প্রকার কহিতে লাগিল। কেহ তাঁহাকে বাতুল ও কেহ প্রতারক বলিল; ভ্রান্তমতাবলম্বী অল্পমতি পণ্ডিতাভিমানী মহাশয়েরা, স্বমতবিরুদ্ধ কোন নূতন প্রসঙ্গ শুনিলে সচরাচর যেমন করিয়া থাকেন তদনুসারে, চাৎকার করিয়া উঠিলেন "পূর্ব্বে কেহ কখন ভূগোলও পড়ে নাই, সমুদ্রেও যায় নাই, তাই আজি কলম্বস পণ্ডিত হইয়া শিখাইতে আসিয়াছেন আটলাণ্টিকের অপর পারে দেশ আছে। অরে মূর্খ! আটলাণ্টিকের যে পারই নাই"। এদিগে ধর্ম্মশাস্ত্রজীবী গোঁড়ারা বাইবলের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন কলম্বসের মত ধর্ম্মশাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। অতএব সে নাস্তিক ও পাষণ্ড। পুরাবৃত্তের প্রথমকাল হইতেই দৃষ্ট হইতেছে যে, যেকোন সময়ে

যে কোন মহানুভব মনুষ্যমণ্ডলের চিরসেবিত ভ্রান্তির উচ্ছেদ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন তাঁহাকেই আদৌ বিবিধ তিরস্কার ও নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছে. অতএব কলম্বসই কেন সেই সামান্য বিধির অধীন না হইবেন। সে যাহা হউক, তিনি যে সকল নিগ্রহে পতিত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার চিত্ত অণু-মাত্রও বিচলিত হয় নাই।

স্পেনে কলম্বস অষ্ট বর্ষ প্রতীক্ষা করেন। সেই দীর্ঘ-কালের মধ্যে কখন কখন প্রার্থনা সিদ্ধির কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা দেখেন কিন্তু কিছুকাল পরেই তাহার আর কিছুই থাকে না। এই রূপে অতিশয় বিরক্ত হইয়া স্পেন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডে যাইবার উপক্রম করিতেছিলেন এমন সময়ে স্পেনের সুবিখ্যাত রাজমহিষী ইজ.বেলা কলম্বসের কতিপয় শুভাকাঙ্ক্ষীর অনুনয় পরবশ হইয়া তাঁহার প্রতি সদয় হইলেন। তাঁহার আদেশে ১৪৯২ খৃঃ অব্দে তিন খানি ক্ষুদ্র জাহাজ তাঁহার সমুদ্র যাত্রার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। তিনি সেই তিন খানি পোত লইয়া আট-লাণ্টিক মহাসাগরে যাত্রা করিলেন এবং ইয়ুরোপীয়দিগের আ-টলাণ্টিক মহাসাগরের তৎকাল পরিচিত সীমা অতিক্রমণের দ্বা-ত্রিংশৎ দিবস পরে আমেরিকার সন্নিহিত কারিবসাগরীয় গোয়া-নাহানি দ্বীপে উত্তীর্ণ হইলেন। প্রত্যাগমন সময়ে কিউবা ও হাটি দ্বীপ আবিষ্কৃত হইল। দ্বিতীয়বার যাইয়া জামেকা দ্বীপ প্রকাশ করিলেন; তৃতীয়বারে ট্রিনিডাড দ্বীপ ও ওরিনকো নদীর সমীপ-বর্ত্তী প্রদেশ এবং পরিশেষ চতুর্থ বারে মেক্সিকো উপসাগরের উপকূল ভাগের কিয়দংশ দেখিয়া আসিলেন। কলম্বস স্বাবিষ্কৃত মহাদেশ ও স্পেনে যাতায়াত করিতেছিলেন ইত্যবসরে অন্যান্য ইয়ুরোপীয় সমুদ্রযাত্রিকেরা তাঁহার প্রদর্শিত পথে তথায় উপ-স্থিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৪৯৯ খৃঃ অব্দে আমেরিগো বেচপুচি

নামক এক ব্যক্তি ঐ নবাবিষ্কৃত ভূভাগে গমন করিয়াছিলেন। তিনি আপনার সমুদ্রযাত্রার বিবরণ লিখিয়া এক খানি পুস্তক প্রচারিত করেন। সেই পুস্তকে ঐ নবাবিষ্কৃত ভূভাগকে আপনার নামানুসারে আমেরিকা বলিয়া আখ্যাত করিয়াছিলেন। তদবধি উহার নাম আমেরিকা হইয়াছে। নূতন প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া উহাকে নূতন মহাদ্বীপও কহে, আর প্রাচীন মহাদ্বীপের পশ্চিমে বলিয়া উহাকে কখন কখন পশ্চিম মহাদ্বীপও কহিয়া থাকে।

আমেরিকার আদিম নিবাসীরা প্রায় সকলেই তাম্রবর্ণ, দীর্ঘকেশ, হীনশ্মশ্রু ও দেখিতে বিশ্রী। কলম্বসের সময়ে মেক্সিকোয়, পেরুর ও চিলীয়েরা ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায় আমেরিকেরাই নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য ছিল। আমেরিকার কোন জাতিই এমন পরাক্রান্ত ছিল না যে ইয়ুরোপের সৈনিকেরা আক্রমণ করিলে দিনৈকের নিমিত্তও আত্মরক্ষা করিতে পারিত। এই বিবরণ সম্বলিত আমেরিকার বিপুল বিভবের কথা ইয়ুরোপে প্রচারিত হইলে তত্রত্য ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা, শবদর্শী গৃধ্র যূথের ন্যায়, সত্বর হইয়া তথায় ধাবমান হইতে লাগিল এবং শত বৎসর মধ্যেই তৎকাল পরিচিত সমুদায় আমেরিকা আপনারা ছিন্ন ভিন্ন করিয়া লইল। স্পেনিয়ার্ডরা মেক্সিকো, পানামাযোজক, পেরু ও কারিব সাগরীয় প্রধান প্রধান দ্বীপ অধিকার করিল; ওরিনকো নদী হইতে লাপ্লাটা নদী পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগ পর্টুগিজদের নিজস্ব হইল; ফরাশিরা সেণ্টলরেন্স উপসাগরের তীরে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়া কাল সহকারে সমুদায় নিম্ন কানেডা আত্মসাৎ করিল এবং ইঙ্গরেজেরা বর্জিনিয়া নামক প্রদেশে জনস্থানের সূত্রপাত করিয়া ক্রমে ক্রমে যে সমুদায় ভূভাগে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল সেই সকল ভূভাগ এক্ষণে

ইয়ুনাইটেড্ ষ্টেট বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আমেরিকার আদিম নিবাসীরা ইয়ুরোপীয়দিগকে প্রথম দেখিয়া মূর্খতা নিবন্ধন মনে করিয়াছিল বুঝি স্বর্গীয় পুরুষেরাই মর্ত্যালোক দর্শন কৌতুকে অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু পরিণামে দেখিল তাহাদের সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত নরশোণিতলোলুপ দানবেরাই তাহাদের দেশে উপস্থিত হইয়াছে। তাহাদের অপরাধ এই যে, তাহাদের দেশের ভূমি উর্ব্বরা ও হীরকসুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্যে সম্পন্ন, আর তাহারা আপনারা মূর্খ ও দুর্ব্বল। এই ঘোর অপরাধে খৃষ্টশিষ্যেরা তাহাদিগকে বন্যপশুর ন্যায় পালে পালে নিপাত করিয়া নিঃশেষপ্রায় করিয়াছে। সেই নরহত্যা ব্যাপার বহুকাল হইল ক্ষান্ত পাইয়াছে বটে তথাপি এক্ষণে আদিম আমেরিকদের সংখ্যা এক কোটির অধিক নহে। আদিম নিবাসীদিগের বলিদানের পর শুক্লবর্ণ খৃষ্টশিষ্যেরা আমেরিকার কৃষি নির্ব্বাহ ও আকরিক উত্তোলনের নিমিত্ত আফ্রিকার উপকূলভাগ হইতে দলে দলে কাফ্রিদাস ক্রয় করিয়া আনয়ন করে। এইরূপে এক মহাদেশীয় লোকের শিরশ্ছেদ ও অন্য মহাদেশীয় লোকের শিরে দাসত্ব চাপাইয়া ইয়ুরোপীয়েরা আমেরিকা অধিকার করেন। অধুনা আমেরিকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ইয়ুরোপীয়দিগের সন্ততিই অধিক। আমেরিকায় ইয়ুরোপীয়, আদিম আমেরিক ও কাফ্রিদাসদিগের পরস্পর সংস্রবে অনেক সঙ্কর জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় অধিবাসীদিগের বর্ত্তমান সংখ্যা এই,

আমেরিক ইয়রোপীয়	৩,২০,০০,০০০
আমেরিক কাফ্রি	৮০,০০,০০০
আদিম আমেরিক	১,০০,০০,০০০
সঙ্কর জাতি	১,০০,০০,০০০
	৬,০০,০০,০০০

দেশের বিবরণ—রুসিয় আমেরিকা।

উত্তর আমেরিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে, বিরিং প্রণালী হইতে সেণ্ট ইলিয়াস পর্ব্বত পর্য্যন্ত,সমুদায় ভূভাগ রুসিয়দিগের অধিকৃত ও রুসিয় আমেরিকা নামে খ্যাত। সেণ্টইলিয়াস পর্ব্বতের দক্ষিণ পূর্ব্বে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলভাগেরও কিয়দ্দূর রুসিয়আমেরিকার অন্তর্গত। এখানকার ভূমি নিতান্ত অনুর্ব্বরা; আদিম অধিবাসীরা অসভ্য ও অনেকে অত্যন্ত ভীষণপ্রকৃতি। বীবর আদি পশুর লোম ও তিমি মৎস্য এখানকার পণ্য ও তজ্জন্যই উহার যে কিছু গুমর। এই দেশের রাজকার্য্য, ভারতবর্ষের রাজকার্য্যের ন্যায়, একটী কোম্পানির হস্তগত। সেই কোম্পানিকে রুসিয় আমেরিক কোম্পানি কহে।

বৃটন আমেরিকা।

বৃটন আমেরিকার উত্তরসীমা উত্তর মহাসাগর ও বেফিন উপসাগর; পূর্ব্বসীমা আটলাণ্টিক মহাসাগর; দক্ষিণসীমা ইয়ুনাইটেড ষ্টেট ও রুসিয় আমেরিকা। এই প্রকাণ্ড ভূভাগ কানেডা, নুতনব্রন্সিক, নবস্কোসিয়া ও হডসনবে কোম্পানির অধিকার এই চারি প্রধান খণ্ডে বিভক্ত। এই চারি খণ্ডের বিবরণ নিম্নে ক্রমে ক্রমে লিখিত হইতেছে।

কানেডা।

কানেডা, সুপিরিয়র আদি পঞ্চ হ্রদের সমীপ হইতে সেণ্টলরেন্স নদীর মোহানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ

ফল প্রায় ৮৭,৫০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৫,০০,০০০।

কানেডার কুত্রাপি উচ্চ পর্ব্বত নাই এবং সেণ্টলরেন্স ও অটোয়া ভিন্ন বড় নদীও আর দেখা যায় না কিন্তু অনতি উচ্চ পাহাড় ও ক্ষুদ্র সরিৎ যে কত আছে গণিয়া সংখ্যা করা যায় না। সেই সকল সরিৎ, সুপিরিয়র আদি পঞ্চ প্রধান হ্রদ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র হ্রদ এবং বহুল কৃত্রিম নদীতে দেশের সর্ব্বত্র নির্ভিন্ন; এ জন্য জলপথে গমনাগমনের অত্যন্ত সুবিধা। কানেডায় পর্য্যায়ক্রমে শীত ও গ্রীষ্মের আতিশয্য হইয়া থাকে। বস্তুতঃ শীত ও গ্রীষ্ম ভিন্ন অন্য কোন ঋতু নাই বলিলেই হয়। সে যাহা হউক, এখানকার আকাশ অতিশয় স্বচ্ছ ও বায়ু স্বাস্থ্যকর।

ইয়ুরোপীয়দের আগমনের পূর্ব্বে কানেডা সর্ব্বত্রই নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন ছিল। তাহারা আসিয়া অবধি বন পরিষ্কারের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছে। তথাপি অদ্যাপিও দেশের বিস্তর স্থান গহন কাননে আবৃত রহিয়াছে। সেই সকল অরণ্যে হর্ম্ম্যাদি নির্ম্মাণোপযোগী নানা প্রকার কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। পরিষ্কৃত প্রদেশ সকলে বিবিধ শস্য পাওয়া যায়। ফলও নানা প্রকার জন্মে। আকরিকের মধ্যে তাম্রই প্রধান। বৃক, ভল্লূক, বীবরাদি লোমশ পশু, নানা জাতীয় হরিণ ও বনমার্জ্জার প্রধান আরণ্য জন্তু। সামান্য গ্রাম্য জন্তু প্রায় সকল প্রকারই পাওয়া যায়।

অটোয়া নদী কানেডাকে, পূর্ব্ব কানেডা ও পশ্চিম কানেডা, এই দুই ভাগে বিভক্ত করিতেছে। ইহাদিগকে সচরাচর নিম্ন ও উচ্চ কানেডা কহিয়া থাকে। নিম্ন কানেডার অধিকাংশই ফরাশিদিগের কর্ত্তৃক উপনিবেশিত হইয়াছে। এখানকার ফরাশিরা অ-

দ্যাপিও প্রায় সকল বিষয়েই প্রাচীন কালের ফরাশিদিগের সদৃশ রহিয়াছে, ইহারা অত্যন্ত পরিশ্রমী কিন্তু লেখা পড়া প্রায় কেহই জানে না। উচ্চ কানেডা ইঙ্গরেজদের উপনিবেশিত। কানেডার কোন ভাগেই আদিম আমেরিক অধিক নাই। যে অল্প আছে তাহারও অধিক ভাগ নিরাশ্রমী, মৃগয়া দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিয়া বেড়ায়। বন্যবৃক্ষ ছেদন ও বিক্রয়ার্থ তাহার কাষ্ঠ বিদেশে প্রেরণ, খার প্রস্তুত করণ এবং ইদানীং ভূমির কর্ষণ এই কয় প্রকারই কানেডীয়দিগের প্রধান ব্যবসায়। কানেডা হইতে বর্ষে বর্ষে বাহাদুরি কাষ্ঠ, খার, শস্য, মৎস্য, তৈল ও বীবরাদি পশুর লোমে অন্যূন ১,০০,০০,০০০ টাকার পণ্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে নিম্ন কানেডা ফরাশিদিগের অধিকৃত ছিল, ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের যুদ্ধে ইঙ্গরেজদের বশীভূত হইয়াছে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত নিম্ন ও উচ্চ কানেডার শাসনতন্ত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ছিল। পর বৎসর একত্রীভূত হইয়াছে। তদবধি এক জন শাসনকর্ত্তা, একটী ব্যবস্থাপক সমাজ ও একটী প্রতিনিধি সমাজ এই তিনে ইহার শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে।

বৃটন আমেরিকার সর্ব্বপ্রধান নগর কুইবেক। এই নগর নিম্ন কানেডায় সেন্টলরেন্স নদীর তটে অবস্থিত। টরেণ্টো ও মণ্ট্রিল ইহার আর দুই প্রধান নগর। টরেণ্টো অণ্টেরিয় হ্রদের তীরে অবস্থিত। এই নগরে কানেডার শাসনকর্ত্তা অবস্থিতি করেন। মণ্ট্রিল সেণ্টলরেন্সের তীরে অবস্থিত, এই নগর কানেডার সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্য স্থান।

নূতন ব্রন্সিক।

নূতন ব্রন্সিকের উত্তরসীমা কানেডা; পূর্ব্বসীমা সেণ্ট-লরেন্স উপসাগর; দক্ষিণসীমা ফণ্ডী উপসাগর; পশ্চিমসীমা ইয়ুনাইটেড ষ্টেট ও কানেডা। এখানে নদী অনেক, সেই সকল নদী প্রায়ই সুনাব্য। শীতাতপে এই উপনিবেশ কানেডার সদৃশ। ইহার ভূমি উর্ব্বরা কিন্তু কৃষিকর্ম্মে লোকের তাদৃশ মনোযোগ নাই, বাহাদুরি কাষ্ঠের বাণিজ্যেই তাহারা একান্ত নিবিষ্টচিত্ত। এদেশ হইতে মৎস্য অনেক রপ্তানি হইয়া থাকে। এখানে ফরাশি ও ইঙ্গরেজ বংশীয় ব্যক্তিই অধিক, আ-দিম আমেরিক প্রায়ই নাই।

পূর্ব্বে এই উপনিবেশ নবস্কোসিয়ার শাসনতন্ত্রের অন্ত-র্ভূত ছিল। ১৭৮৪ খৃঃ অব্দ হইতে ইহার শাসনতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। ইহার রাজধানী ফ্রেডরিক্টন: সেণ্টজন নগর প্রধান বাণিজ্য স্থান।

নবস্কোসিয়া।

নবস্কোসিয়া উপদ্বীপ চিগ্নেক্টো নামক যোজক দ্বারা নূতন ব্রন্সিকের ঈশানকোণে সংযোজিত। ইহার সমীপে ও ইহারই শাসন কর্ত্তার অধিকারে কেপব্রটন নামে একটী দ্বীপ আছে। নবস্কোসিয়া ও কেপব্রটনের পরিমাণ ফল প্রায় ৪,৪০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০।

এখানকার ভূমি প্রায় সর্ব্বত্রই ভঙ্গিমতী, কেবল আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূলভাগে কতিপয় উচ্চ উচ্চ শিলোচ্চয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। নদী ও হ্রদ অনেক থাকাতে নবস্কোসিয়ার কোন

স্থানই কোন না কোন নাব্য্য নদী হইতে চতুর্দ্দশ ক্রোশের অধিক অন্তরে নাই। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ উপকূলভাগ গাঢ় কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে। শীতও এখানে প্রচণ্ড ও দীর্ঘকালস্থায়ী। সে যাহা হউক, ইহার জলবায়ু সচরাচর অতিশয় স্বাস্থ্যকর। কৃষিকর্ম্মের পক্ষে এই উপনিবেশ বিলক্ষণ অনুকূল, নানা প্রকার ফল ও শস্য উৎপন্ন হয়। তৃণ প্রচুর জন্মে বলিয়া বিবিধ গব্য দ্রব্য অপর্য্যাপ্ত পাওয়া যায়। বিক্রয়ার্থে এই সকল গব্য দ্রব্য ইয়ুনাইটেড ষ্টেট ও অন্যান্য স্থানে প্রচুর পরিমাণে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নবস্কোসিয়ায় অনেক প্রকার আকরিক যথেষ্ট পাওয়া যায়। বিশেষতঃ পাথরিয়া কয়লা অত্যন্ত অধিক উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই কয়লা ইয়ুনাটেড ষ্টেটে বিক্রীত হয়। যে সকল বাষ্পীয় জাহাজ ইংলণ্ড ও আমেরিকায় গমনাগমন করে এই দেশোৎপন্ন কয়লাতেই তাহাদের সমুদায় প্রয়োজন নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখানে বর্ষে বর্ষে বিস্তর টাকার মৎস্য ধৃত হয়।

ফরাশি, ইঙ্গরেজ ও জর্ম্মন এই তিন ইয়ুরোপ বংশীয় লোকেরাই এখানকার প্রধান অধিবাসী। এখানে কতিপয় কাফ্রি ও আদিম আমেরিক বংশীয় লোকেরাও বসতি করে। এই 'পাঁচমিশিলি' সমাজের লোকেরা পরস্পর বিলক্ষণ সামঞ্জস্যে আছে। ইহারা অনেকেই সুবুদ্ধি ও সচ্চরিত্র। বাহাদুরি কাষ্ঠের বাণিজ্য, আকরিকের উত্তোলন, মৎস্য আহরণ ও কৃষিকর্ম্ম এই চারি প্রকারই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। এখান হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৫৫,০০,০০০ টাকার পণ্য বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

নবস্কোসিয়ার রাজধানী হ্যালিফাক্স। আনাপোলিস নগরে পূর্ব্বে রাজধানী ছিল। ইয়ারমথ্, পিক্টৌ, লিবরপুল ও লুনেন-বর্গ ইহার আর কয়েকটী প্রধান নগর।

হডসনবে কোম্পানির অধিকার।

ভারতবর্ষে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি যে রূপ বৃটন আমেরিকায় হডসনবে নামক সেইরূপ এক কোম্পানি আছে। কানেডা, নূতনব্রন্স্বিক ও নবস্কোসিয়া, এই তিন প্রাগুর্ণিত প্রদেশ বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় বৃটন আমেরিকা সেই কোম্পানির অধীন এবং হডসনবে কোম্পানির অধিকার বলিয়া খ্যাত; এই অধিকার, উত্তর দক্ষিণে, উত্তর মহাসাগর হইতে ইয়ুনাইটেড ষ্টেট এবং, পূর্ব্ব পশ্চিমে, আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বঙ্কুবর ও কুয়িন সার্লট প্রভৃতি প্রশান্ত সাগরীয় দ্বীপও ইহার অন্তর্গত। এই বিশাল ভূভাগ বৃক, হরিণ, মহিষ, ভল্লূক, উল্কামুখী, ও বীবরাদি শ্বাপদ সমাকীর্ণ এক বিস্তীর্ণ মৃগয়াক্ষেত্র। এখানে কৃষ্টভূমি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ইহার অনেক স্থানে আকরিক আবিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু উত্তোলন ও তদনন্তর অন্যত্র প্রেরণের সুবিধা নাই বলিয়া অকর্ম্মণ্য দ্রব্যের ন্যায় ভূগর্ভেই পতিত রহিয়াছে। এখানে, বীবরাদির লোমেই যে কিছু অর্থ উৎপন্ন হয় তদ্ব্যতিরেকে অর্থাগমের দ্বিতীয় উপায় নাই।

হডসনবে কোম্পানির অধিকারে প্রায় ১,৪০,০০০ আদিম লোক বসতি করে। তন্মধ্যে কিয়দংশ স্কুইমো বংশীয়*, অবশিষ্ট আদিম আমেরিক। স্কুইমো বংশীয়েরা উপকূলভাগেই অধিক থাকে, আর আদিম আমেরিকেরা অভ্যন্তরে পর্যটন করিয়া বেড়ায়। ইহারা সকলেই নিতান্ত মূর্খ ও অসভ্য; কোন কোন সম্প্রদায় এরূপ ভীষণপ্রকৃতি যে অতি দুর্ব্বৃত্ত বন্য পশুরাও তাহাদের অপেক্ষা শান্ত ও সুশীল। হডসনবে কোম্পানির অধিকারে,

* ইহাদের বিবরণ অগ্রে গ্রিনলণ্ড প্রকরণে লিখিত হইবেক।

রাজকার্য্য ও বাণিজ্যের অনুরোধে প্রায়, ১,০০০ ইয়ুরোপীয় লোক অবস্থিতি করে। ইহারা স্থানে স্থানে সংস্থাপিত কুঠী ও দুর্গ সকলে থাকে। আদিম অধিবাসীদিগের উপরে হডসনবে কোম্পানির অণুমাত্রও কর্তৃত্ব নাই। বন্দুক, বারুদ, ছুরি ইত্যাদি দ্রব্য দিয়া উহাদের নিকট হইতে বীবরাদির লোম গ্রহণ করে এই মাত্র সম্পর্ক।

ইয়ুনাইটেড ষ্টেট।

উত্তরে ব্রিটন আমেরিকা, পূর্ব্বে নূতন ব্রন্সিক ও আটলাণ্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে মেক্সিকো উপসাগর ও মেক্সিকো সাধারণতন্ত্র এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ চৌত্রিশটী স্ব স্ব প্রধান সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত। সেই সমুদায় সাধারণতন্ত্র পরস্পরের হিতের নিমিত্ত একত্র মিলিত রহিয়াছে। ইহাদিগকে ইয়ুনাইটেড ষ্টেট অর্থাৎ মিলিত প্রদেশ কহে। ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের পরিমাণ ফল প্রায় ৭,৫০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২,০০,০০০।

ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের পূর্ব্ব পশ্চিম দুই দিগে, আলিগানি ও রকি নামে, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত, দুই পর্ব্বত আছে। সেই দুই পর্ব্বত ইহাকে পূর্ব্ব, মধ্য ও পশ্চিম এই তিন প্রধান খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। আলিগানির পূর্ব্ব হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব খণ্ড; আলিগানি ও রকি পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ মধ্য খণ্ড; রকি পর্ব্বতের পশ্চিম হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত পশ্চিম খণ্ড। এই তিনের মধ্যে মধ্য খণ্ডই সর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত, তথায় মিসিসিপি নদী প্রবাহিত। এই নদী, ইহার প্রধান শাখা মিসরির মূল হইতে ধরিলে দৈর্ঘ্যে পৃথিবীর

সমুদায় নদীর অপেক্ষা বড়। মিসরি ভিন্ন ইহার আর অনেক শাখা আছে তন্মধ্যে পশ্চিম দিগে রক্স, আর্কান্সাস, প্লাট ও ইয়লোষ্টন ; পূর্ব্ব দিগে টেনিসি, ওহিয়ো, ওয়াবাস ও ইলিনইজ্ এই কয়েকটী প্রধান। ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের পশ্চিম খণ্ডের প্রধান নদী কলম্বিয়া ও ক্লারেডো; পূর্ব্বখণ্ডে বিস্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিত আছে। পূর্ব্বে এই দেশ নিতান্ত অরণ্যময় ছিল, ইয়ুরোপীয়েরা আসিয়া অনেক পরিষ্কার করিয়াছে ; তথাপি অদ্যাপিও পূর্ব্ব ও মধ্য ভাগে এত নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয় যে তাহাতে আপাততঃ সমুদায় দেশকেই বিস্তীর্ণ জঙ্গল বলিয়া ভ্রম জন্মে। ইয়ুনাইটেড ষ্টেটে নিবিড় তৃণপূর্ণ অতি ব্যায়ত ক্ষেত্রও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ক্ষেত্রকে প্রেরি কহে। এ দেশের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উপকূল উপদ্বীপ ও উপসাগরে সমাকীর্ণ, পশ্চিম উপকূলে তৎসমুদায় তত দেখা যায় না। এদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই রেলরোড ও কৃত্রিম নদী প্রস্তুত হইয়াছে।

ইয়ুনাইটেড ষ্টেটে শীত গ্রীষ্মের ভাব সকল স্থানে সমান নহে। সামান্যতঃ শীত ও গ্রীষ্ম, বৃষ্টি ও শুষ্কতার স্বভাব অত্যন্ত চঞ্চল। দুরন্ত শীতান্তে সহসা অসহ্য গ্রীষ্ম অনুভূত হয়, মুষল ধারে বৃষ্টির অনতিবিলম্বেই বিপর্য্যয় শুষ্কতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ আকস্মিক পরিবর্ত্তন হেতু লোকে সচরাচর সর্দ্দি, বাত, পালাজ্বর ইত্যাদি রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষতঃ পূর্ব্ব উপকূলবর্ত্তী স্থান সকল অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের ভূমি স্থানভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। স্থূল ধরিলে, ওহিয়ো ও মিসিসিপি অববাহিকার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা ; পূর্ব্বখণ্ডের ভূমি তদপেক্ষা বিস্তর নিকৃষ্ট। এখানকার কৃষিজাত দ্রব্য সকল সর্ব্বত্র সমান নহে। উত্তরাঞ্চলের উৎপন্ন ইয়ুরোপ ও কানেডার উৎপন্ন হইতে প্রায়ই নির্ব্বিশেষ।

বায়ুকোণে অপর্য্যাপ্ত তৃণ ও তজ্জন্য নানা প্রকার গব্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। দক্ষিণ ভাগে ধান্য, কার্পাস, তামাক, ভূট্টা ও ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এখানকার চাউল, তুলা ও তামাক অতিশয় উৎকৃষ্ট। বিশেষতঃ তুলার বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত। তাহাতে বর্ষে বর্ষে অন্যূন ১,৮০,৭০,০০০ টাকা খাটিতেছে। এখানকার কার্পাসের বীজে এক প্রকার বহুমূল্য তৈল প্রস্তুত হয়। সেই তৈলকে কার্পাসতৈল বলা যাইতে পারে। এখানে আরণ্য তরু নানা প্রকার জন্মে, তন্মধ্যে অনেকের ফল ফুল অতিশয় সুদৃশ্য।

এদেশীয় আরণ্য জন্তুর মধ্যে বৃক, বীসন, অপসম*, ভল্লুক, রাকুন†, উল্কামুখী, নানা জাতীয় হরিণ ও বিড়ালজাতীয় কয়েক প্রকার হিংস্র শ্বাপদ প্রধান। এখানে ইয়ুরোপ মহাদেশীয় অধিকাংশ গ্রাম্য জন্তুই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। সর্প প্রায় চল্লিশ প্রকার পাওয়া যায়। তন্মধ্যে রাটল্‌ নামক সর্প অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। এখানকার বিহগকুল অতিশয় সুদৃশ্য কিন্তু তাহাদের স্বর সচরাচর তাদৃশ মধুর নহে। এক প্রকার পক্ষী পাওয়া যায় সেই পক্ষী অন্য যে পক্ষীর ডাক শুনে অবিকল তাহারই অনুকরণ করিতে পারে। এজন্য উহাকে হর্বোলা পাখী

* এক প্রকার চতুষ্পদের নাম। এই চতুষ্পদ গর্ত্তে ও বনে থাকে। ইহার স্ত্রীজাতির তলপেটে একটা ঝুলি আছে। সেই ঝুলির এরূপ আশ্চর্য্য গঠন যে, মাতার নিকটে চরিতে চরিতে শাবকেরা কোন কারণে ভয় পাইলে তাহার মধ্যে লুক্কায়িত হয়। মাতা তাহাদিগকে তদবস্থায় লইয়া পলায়ন করে।

† বানরাকৃতি চতুষ্পদ বিশেষ। ইহার লোম ও মস্তক উল্কামুখীর ন্যায়। কান ছোট, গোলাকার ও লোমশূন্য। গাত্র অপেক্ষা লাঙ্গূল বড়। সেই লাঙ্গুল দেখিতে বিড়ালের লাঙ্গুলের ন্যায়। এই জন্তু বৃক্ষকোটরে থাকে ও তৃণাদি দ্বারা জীবন ধারণ করে। ইহার লোম বহুমূল্য, মাংস বিস্বাদ নহে।

বলিলে বলা যায়। আর এক প্রকার পক্ষী আছে তাহার অবয়ব অত্যন্ত ক্ষুদ্র কিন্তু পক্ষের শোভা অতিশয় আশ্চর্য্য। ইঙ্গরেজীতে উহাকে হমিংবর্ড বলে। ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের উপকূলভাগে নানা প্রকার মৎস্য ও উভচর দেখিতে পাওয়া যায়। উভচর সমূহের মধ্যে উদ্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। উহার চর্ম্মের বাণিজ্য অতিশয় অর্থকর।

ইয়ুনাইটেড ষ্টেটে লোহা, সীসা, দস্তা, তামা, লবণ, পাথরিয়া কয়লা প্রভৃতি সতত প্রয়োজনীয় আকরিক প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই দেশের অন্তর্গত নবকারোলিনা প্রদেশের স্বর্ণ খনি অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু অধুনা উত্তর কালিফর্নিয়া প্রদেশে বিস্তীর্ণ স্বর্ণক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়াতে পুরাতন খনি হতাদর হইয়াছে। কালিফর্নিয়ায় অপর্য্যাপ্ত স্নুবর্ণ উৎপন্ন হয়। তল্লোভে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বাংশ হইতেই স্নুবর্ণ প্রয়াসীরা তথায় আকৃষ্ট হইয়াছে।

ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের অধিবাসীরা, শরীরের বর্ণভেদে, শুক্ল, কৃষ্ণ ও তাম্র এই তিন প্রধান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে শুক্লবর্ণদিগের সংখ্যাই অধিক এবং ইহারাই তথাকার বর্দ্ধিষ্ণু ও গণ্য লোক। শুক্লবর্ণেরা অধিকাংশই বৃটন ও আয়র্লণ্ডীয় ঔপনিবেশিকদিগের সন্ততি, অবশিষ্টভাগ ফরাশি, জর্ম্মন, সুইস ও পাশ্চাত্য ইয়ুরোপবাসী আর আর জাতির বংশে উৎপন্ন। ইহারা সকলেই প্রায় ইঙ্গরেজী ভাষায় কথা বার্ত্তা কহে ও বিদ্যা শিক্ষা করে; ইহাদের আহার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ সকলই ইঙ্গরেজদের হইতে নির্ব্বিশেষ। উত্তরোত্তর ইহাদের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে তদ্দর্শনে বোধ হয় যে অনতিদীর্ঘকাল মধ্যেই ইহারা ভূমণ্ডলের এক প্রধান জাতি হইয়া উঠিবে। ইহাদের এরূপ সত্বর অভ্যুদয়ের প্রধান হেতু কৃষি ও বাণিজ্য। এখানে অসংখ্য বৃহৎ

বৃহৎ ভূখণ্ড অদ্যাপি অনধিকৃত রহিয়াছে। সেই সকল ভূখণ্ড দিন দিন হলতলে আনীত হইতেছে। তৎসমুদায়ের উৎপন্নে দেশীয় লোকদিগের গ্রাসাচ্ছাদন সুখে নির্ব্বাহ হইয়া বিস্তর উদ্বৃত্ত হয়। সেই সমুদায় শস্য বণিকদিগের যত্ন ও পরিশ্রমে ভূমণ্ডলের প্রায় সর্ব্বত্র নীত হইয়া বিনিময়ে বিপুল অর্থ আনয়ন করে। এইরূপে কৃষি ও বাণিজ্যের প্রভাবে ইয়ুনাইটেড ষ্টেটবাসীরা দেখিতে দেখিতে প্রভূত বিভবশালী হইয়া উঠিতেছে। শিল্পকর্ম্মে অদ্যাপি তাদৃশ মনোনিবেশ করে নাই, কেবল কয়েক প্রকার কার্পাস বস্ত্র মাত্র বিদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। সেই সকল বস্ত্রকে ভারতবর্ষে মার্কিন থান কহে। কৃষিজাত বিবিধ দ্রব্য, বাহাদুরি কাষ্ঠ ও মার্কিন থান এ দেশের প্রধান রপ্তানি। আমদানির মধ্যে শিল্পজাত দ্রব্য, নানা প্রকার চিনি, কাফি, চা, চামড়া, মদিরা ইত্যাদি প্রধান। রপ্তানির মূল্য (১৮৪৯ খৃঃ অব্দে) ৩০,০০,০০,০০০ টাকা, আমদানির মূল্য ইহার অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক।

ইয়ুনাইটেড ষ্টেটবাসী সমুদায় কাফ্রি এবং কাফ্রি ও শুক্লবর্ণদের সংস্রবজাত যাবতীয় সঙ্কর জাতি কৃষ্ণবর্ণ শ্রেণীতে পরিগণিত। ইহাদের সংখ্যা প্রায় ৩৪,০০,০০০। তন্মধ্যে কিয়দংশ দাসত্ববিমুক্ত, অবশিষ্ট সমুদায় দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ। বিগতদাসত্ব কৃষ্ণবর্ণেরাও আইন অনুসারে শুক্লবর্ণদিগের সমকক্ষ নহে। তাহারা শুক্লবর্ণদিগের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কোন কোন প্রদেশের ধর্ম্মাধিকরণে সেই সাক্ষ্য পর্য্যন্তও গ্রাহ্য হয় না। অবীতদাসত্ব কৃষ্ণবর্ণদিগকে যে কত নিগ্রহ সহ্য করিতে হয় তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না।

তাম্রবর্ণদিগের সংখ্যা ক্রমশই হ্রাস হইয়া আসিতেছে, অধুনা সর্ব্বসমেত ত্রিশ লক্ষের অধিক পাওয়া যায় না। এই হত-

তাগ্যেরাই এই দেশের আদিম মনুষ্য। শুক্লবর্ণদিগের আগমনের পূর্ব্বে কটিদেশে এক খণ্ড চর্ম্ম জড়াইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে অকুতোভয়ে বনে বনে মৃগের অন্বেষণে বিচরণ করিত। একবার স্বপ্নেও ভাবে নাই যে সাগর লঙ্ঘন করিয়া কতকগুলি বজ্রবিদ্যুৎপাণি* অর্দ্ধপশু অর্দ্ধনর ধবলাঙ্গ বিদেশীরা আসিয়া তাহাদিগকে বন্যপশুর ন্যায় বিনাশ ও উৎপীড়ন করিবে।

ইয়ুনাইটেড ষ্টেটে বিদ্যার বিলক্ষণ চর্চ্চা হইয়া থাকে, এখানে এক শত বিংশতি কালেজ ও অল্পপাঠী বালকদিগের শিক্ষার নিমিত্ত অগণ্য সামান্য বিদ্যালয় সংস্থাপিত আছে। এখানকার কতিপয় মহোদয় অতি উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, হতভাগ্য দাসেরা কিছুমাত্র শিক্ষা করিতে পায় না। এমন কি কেহ যদি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে যত্ন করে তাহা হইলে দেশীয় রাজনিয়ম অনুসারে শিক্ষাদাতাকে অতি কঠিন দণ্ডভাগী হইতে হয়। মন্দের ভাল এই যে, এক্ষণে অধিকাংশ প্রদেশের দাসেরাই মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং আফ্রিকা হইতে নূতন দাস আনয়ন, অথবা আমেরিকার দাসদিগকে বিদেশীয়দিগের নিকট বিক্রয় করার প্রথাও প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে।

১৬০৭ খৃঃ অব্দে ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের বর্জিনিয়া নামক প্রদেশে শুক্লবর্ণদিগের উপনিবেশের সূত্রপাত হইয়া কাল সহকারে অন্যান্য দ্বাদশ প্রদেশ উপনিবেশিত হয়। সেই সকল উপনিবেশ পরস্পর স্বতন্ত্র থাকিয়া ১৭৭৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত ইং-

*আদিম আমেরিকেরা অশ্বারোহীপুরুষ ও কামান কাহাকে বলে জানিত না। যখন ইয়ুরোপীয়দিগের আগমনে প্রথম দেখিল তখন তাহারা অশ্বারোহীদিগকে বিকট কিংপুরুষ, কামানের শব্দকে বজ্রধ্বনি, উহার শিখাকে বিদ্যুৎ ভাবিয়াছিল।

লণ্ডের অধীন ছিল। ইতি পূর্ব্বে ১৭৬৪ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্টর আদেশ হয় যে, অমুক অমুক বিষয়ে শুল্ক প্রদান করিতে হইবে। ইহারা সেই সকল আজ্ঞা অন্যায় জ্ঞান করিয়া শুল্ক প্রদানে অস্বীকৃত হইয়া বারংবার পার্লি-মেণ্টে আবেদন করে। কিন্তু তত্তাবতই নিষ্ফল হয়। তখন, ১৭৭৬ খৃঃ অব্দে, সকলে একমিল হইয়া আপনাদিগকে স্বাধীন বলিয়া প্রচার করে। ইহাতে ইংলণ্ডের সহিত ঘোর সংগ্রাম উপস্থিত হয়। পরিশেষে ইংলণ্ড ইহাদিগকে আর দমন করা অসাধ্য দেখিয়া ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে অগত্যা স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করে। স্বাধীন হওয়ার সময়ে তেরটীমাত্র প্রদেশ সম্মিলিত ছিল পরে যুদ্ধাদি বিবিধ উপায়ে নূতন নূতন জনপদের সংযোগ দ্বারা এক্ষণে ইয়ুনাইটেড ষ্টেট চৌত্রিশ প্রদেশে পরিগণিত হইয়াছে।

প্রত্যেক প্রদেশের আভ্যন্তরিক শাসনতন্ত্র পরস্পর স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রত্যেক প্রদেশের আইন প্রস্তুত করণ আদি যাবতীয় শাসন কার্য্য সেই প্রদেশেই সম্পন্ন হয়। প্রত্যেক প্রদেশে তত্রত্য অধিবাসীদিগের মনোনীত এক এক জন শাসনকর্ত্তা ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতা বিশিষ্ট দুইটী প্রতিনিধি সমাজ সংস্থা-পিত আছে। তথায় তাহারাই সম্পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব করে। সকল প্রদেশে এই সকল শাসনকর্ত্তা ও প্রতিনিধি সমাজের সদস্যাদি-গের পদের স্থায়িত্বের কাল সমান নহে। কিন্তু কোন প্রদেশেই এক বৎসরের ন্যূন ও ছয় বৎসরের অধিক হয় না।

সমুদায় প্রদেশীয় শাসনতন্ত্রের উপরে কঙ্গ্রেস নামে এক সর্ব্বপ্রধান সমাজ সংস্থাপিত আছে। সাধারণের মঙ্গল বর্দ্ধন করা কঙ্গ্রেসের উদ্দেশ্য। কঙ্গ্রেসে এক জন সভাপতি নিযুক্ত আছেন, তাঁহাকে প্রসিডেণ্ট কহে। চারি বৎসর অন্তর প্রেসি-

ডেণ্টের পরিবর্ত্তন হয়। কঙ্গ্রেসের সদস্যেরা দুই সভাতে বিভক্ত: এক সভাকে সেনেট আর সভাকে হাউস অব রেপ্রেজেণ্টিটিব কহে। যাঁহারা সেনেটে বসেন তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশীয় ব্যবস্থাপক মণ্ডলী হইতে দুই দুই জন করিয়া ছয় বৎসরের নিমিত্ত মনোনীত হইয়া আইসেন। আর যাঁহারা হাউস অব রেপ্রেজেণ্টিটিবে বসেন তাঁহারা প্রত্যেক প্রদেশের ৭০.৬৮০ জন অধিবাসীর হিসাবে এক এক জন মনোনীত হইয়া দুই বৎসরের নিমিত্ত আসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিয়মিত কাল পূর্ণ হইলে নূতন লোক নিযুক্ত হয়। কঙ্গ্রেসের প্রেসিডেণ্ট ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের সমুদায় সৈন্যের অধ্যক্ষ এবং সেনেটের সহিত একমত হইয়া সন্ধিবিগ্রহাদি যাবতীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং দূত ও জজ প্রভৃতি কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিতে পারেন। কঙ্গ্রেসের উভয় সভার অধিকাংশ সভ্যের ও প্রেসিডেণ্টের অমতে কোন আইন প্রচলিত হইতে পারে না। যদি প্রেসিডেণ্টের মত না হয় অথচ উভয় সভার প্রায় এগার আনা সভ্যের সম্মতি হয় সে স্থলে প্রেসিডেণ্টের অপেক্ষা না করিয়া নূতন আইন প্রচলিত হইতে পারে।

ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের রাজধানী ওয়াসিংটন। এই নগর পটোমাক নামক নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে কঙ্গ্রেসমণ্ডপ সংস্থাপিত। এই মণ্ডপ দেখিতে অতিশয় সুদৃশ্য। ওয়াসিংটনের পত্তন অতি বহ্বাড়ম্বর কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহার নির্ম্মাণের কিয়দংশমাত্র সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। সমুদায় সাঙ্গ হইলে এই নগর ভূমণ্ডলের অগ্রগণ্য মহানগরী সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইবে। ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের আর আর নগরের মধ্যে নবয়র্ক, ফিলেডেল্ফিয়া, বষ্টন ও নবঅর্লিন্স প্রধান। নবয়র্ক এখানকার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান ও আমেরিকার

সমুদায় নগরের মধ্যে বৃহৎ। এই নগর হডসন নদীর মোহানায় অবস্থিত। ইহার বাণিজ্য অতি বিস্তৃত। ফিলেডেল্ফিয়া দেলেয়ার নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার অধিবাসীরা অতিশয় বিভবশালী। এখানকার সমুদায় সাধারণগৃহ অতিশয় রম্য। বষ্টন নগর সুবিখ্যাত ফ্রাঙ্কলিনের জন্মভূমি এবং ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের মধ্যে বিদ্যালোচনার সর্ব্বপ্রধান স্থান নবয়র্কের পরেই ইহার বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত। নবঅর্লিন্স মিসিসিপির মোহানা হইতে সাতচল্লিশ ক্রোশ অন্তরে ঐ নদীর পূর্ব্ব তীরে অবস্থিত। ইহারও বাণিজ্য অতি বিস্তৃত, পরন্তু জল বায়ু অতিশয় কদর্য্য।

মেক্সিকো।

মেক্সিকোর উত্তর সীমা টেক্সস ও উত্তর কালিফর্ণিয়া, উভয়ই ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের অন্তর্গত; পূর্ব্ব সীমা মেক্সিকো উপসাগর ও ইয়ুকেটন উপদ্বীপ; দক্ষিণপূর্ব্ব সীমা গোয়াটিমালা; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার পরিমাণফল, অনুমান ১৫,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা অনুমান ৮০,০০,০০০।

মেক্সিকোর ভূতল অত্যন্ত অসমাকৃতি; দক্ষিণ আমেরিকা হইতে, গোয়াটিমালা ভেদ করিয়া, আণ্ডিস গিরি ইহার মধ্য ভাগে ধাবমান ও তথায় দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া, Y আকারে দুই উপকূলের পার্শ্ব ধরিয়া চলিয়া গিয়াছে। পশ্চিমের শাখা ক্রমাগত যাইয়া অবশেষে রকি পর্ব্বতে মিলিত হইয়াছে, পূর্ব্বের শাখা টেক্সস প্রদেশে প্রবেশ করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়াছে। এই দুই শাখার অভ্যন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ একটী অতি উচ্চ

অধিত্যকা; উহার উচ্ছ্রায় সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৪,০০০হস্তের ন্যূন নহে। তথাকার অত্যুন্নত স্থান সকলে দণ্ডায়মান হইলে প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক উভয় মহাসাগরই এককালে দর্শন করিতে পারা যায়। এই অধিত্যকায় ভূকম্পের ভয়ঙ্কর প্রতাপ ও আগ্নেয় গিরির ভীম গর্জ্জনে ভৌমাগ্নির পুনঃ পুনঃ নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। যে অন্তর্দ্দেশে মেক্সিকো নগর অবস্থিত সেই অন্তর্দ্দেশ অতিশয় প্রসিদ্ধ। উহার দৈর্ঘ্য প্রায় পঁচিশ ক্রোশ, বিস্তার যোল ক্রোশ। উহার চতুর্দ্দিগ আগ্নেয় গিরি পরম্পরায় পরিবেষ্টিত। সেই সকল আগ্নেয় গিরি প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ আকীর্ণ করিয়া রহিয়াছে। তৎসমুদায়ের সর্ব্বপ্রধানের নাম পপকাটাপেটল। উহার উৎসেধ কিঞ্চিদধিক ১১,০০০ হস্ত; শিরোভাগ চিরকাল তুষারে আচ্ছন্ন। মেক্সিকো অধিত্যকার অন্যান্য ভাগস্থ আগ্নেয় গিরি সমূহের মধ্যে জরুলো-গিরি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। এক্ষণে যে স্থানে সেই গিরি দৃষ্ট হইতেছে শত বর্ষ পূর্ব্বে সেই স্থান সমতল ছিল। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রিতে সহসা সেই সমভূমি মোচাগ্র* আকারে প্রায় ৩৪০ হস্ত স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতেই জরুলো গিরির উৎপত্তি হইয়াছে। মেক্সিকো দেশে অত্যন্ত জল কষ্ট। উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তস্থিত রায়োডেল্নর্ট ভিন্ন ইহাতে বড় নদী আর নাই। কিন্তু অধিত্যকার প্রদেশে

* মোচা কুটিবার সময়ে উহার অগ্রভাগ ছেদন করিয়া ফেলে। সেই অগ্রভাগের তলা গোলাকার ও বিস্তৃত, শিরোভাগ সূচ্যগ্রবৎ সূক্ষ্ম। তলা হইতে আগার দিগে যত উঠে ক্রমশ ততই অল্প পরিসর হয়। জরুল পর্ব্বতও সেইরূপ করিয়া উঠে। এই আকারের পর্ব্বত সকলকে মোচাগ্র পর্ব্বত বলা যাইতে পারে।

হ্রদ অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। মেক্সিকোর উপকূল ভাগ অত্যন্ত ভঙ্গিমান।

এ দেশে শীত গ্রীষ্মের ভাব সর্ব্বত্র সমান নহে। যে স্থান যত উচ্চ তথায় গ্রীষ্মের তত অল্প প্রাদুর্ভাব। এ নিমিত্ত এই দেশ গ্রীষ্মপ্রধান, নাতিশীতোষ্ণ ও শীতপ্রধান এই তিন অঞ্চলে বিভক্ত। প্রশান্ত ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের উপকূল ভাগ নিম্নভূতল, সুতরাং তথায় অত্যন্ত গ্রীষ্ম। সেই গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের ভূমি স্থানে স্থানে বালুকাময় ও স্থানে স্থানে উর্ব্বরা। তথায় ইক্ষু, নীল, ভুট্টা, কার্পাস প্রভৃতি উষ্ণ দেশীয় যাবতীয় উদ্ভিদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুগন্ধি ও সুন্দরপুষ্প গুল্ম এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তরুও বিস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে। সেই সকল স্থানে গ্রীষ্ম ও বর্ষা অতিশয় প্রবল সুতরাং কদর্য্য তৃণ গুল্মাদি পচিয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। এ দেশের যে সকল প্রদেশ সাগরপৃষ্ঠ হইতে ১৭০০ হস্তের অধিক অথচ ৪০০০ হস্তের অপেক্ষা অল্প উচ্চ তৎসমুদায়ে শীত গ্রীষ্মের আতিশয্য নাই। এজন্য উহাদিগকে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল কহে। তথায় ইয়ুরোপ মহাদেশীয় বিবিধ উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় এবং লোকে বিলক্ষণ সুস্থ শরীরে বসতি করে। যে সকল স্থান ৪০০০ হস্তের অপেক্ষাও অধিক উচ্চ তৎসমুদায়ে শীতের দুরন্ত প্রভাব, এজন্য উহাদিগকে শীত প্রধান অঞ্চল কহে।

এ দেশীয় প্রায় সমুদায় ব্যবহার্য্য জন্তুই ইয়ুরোপ হইতে আনীত। এখনকার আদিম জন্তুর মধ্যে আপক্স নামক হরিণ ও কচিনেল নামক কীট অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কচিনেল কীটে অতি উৎকৃষ্ট লাল রঙ্ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মেক্সিকোর আকরিক সম্পত্তি অত্যন্ত অধিক। ১৮২১ খৃঃ অব্দের রাজবিপ্লবের পুর্ব্বে বর্ষে বর্ষে ৪,৫০,০০,০০০ টাকার

সুবর্ণ ও রৌপ্য উৎখাত হইত। এক্ষণে শাসনতন্ত্রের বিশৃঙ্খলা হেতু তদপেক্ষা অনেক অল্প উত্তোলিত হইতেছে। তাম্র, লৌহ, সীস ও দস্তারও খনি অনেক আছে।

এখানকার অধিবাসীরা পরস্পর অত্যন্ত বিসদৃশ, ফলতঃ এখানে সম্প্রদায় ভেদে যেরূপ ইতরবিশেষ দৃষ্ট হয় অন্য কোন এক দেশের অধিবাসিগণের মধ্যে তত ইতরবিশেষ দেখা যায় না। ইহারা ইয়ুরোপীয় ক্রিয়োল * কাফ্রি, আদিম আমেরিক ও সঙ্কর জাতি এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইয়ুরোপীয় দিগের সংখ্যা ও বিক্রম অতিশয় অল্প। ক্রিয়োলেরাই এ দেশের আঢ্য ও পরাক্রমশালী অধিবাসী। কাফ্রিরা দাসত্ব হইতে বিনির্মুক্ত কিন্তু ইহাদের সংখ্যার দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আদিম আমেরিকেরাই এখানকার প্রধান শ্রমজীবী। সঙ্কর জাতিরা ইয়ুরোপীয়, কাফ্রি ও আদিম আমেরিকদের পরস্পর সংস্রবে উৎপন্ন। ব্যক্তি গণের বর্ণ ও জাতিভেদে আইনের কোন প্রভেদ নাই। এখানে কৃষি, বাণিজ্য ও বিদ্যাভ্যাস এসকলেরই অত্যন্ত হীন অবস্থা। ইহার এক প্রধান কারণ এই যে ভূমির উর্ব্বরতা গুণে অত্যল্পায়াসেই জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সুতরাং পরিশ্রম করিবার বিশেষ উত্তেজনা না থাকাতে লোকে সচরাচর আলস্যে কাল যাপন করে।

১৬০০ শতাব্দীর প্রারম্ভে স্পানিয়ার্ডরা এই দেশ আবিষ্কারও অধিকার করে। তখন ইহার অধিবাসীরা অনেকাংশে সভ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধিকারের পর অবধি ১৮২০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ স্পেনের অধীন ছিল। তখন ইহার শাসন কার্য্য অতি জঘন্যরূপে সম্পন্ন হইত। ১৮২১ খৃঃ অব্দে মেক্সিকো স্পেনের দাসত্বশৃঙ্খল বিচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন হয়। এক্ষণে এখা-

* ইয়ুরোপীয় ঔপনিবেশিকদিগের সন্ততি।

নকার শাসনতন্ত্র নামে ও প্রকারে ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের শাসন-তন্ত্রের সদৃশ; কিন্তু বস্তুতঃ স্বাধীন হওয়ার পর অবধি এপর্য্যন্ত কেবল গোলযোগ ও রাজবিপ্লবের ধারা চলিয়াছে। লোকের ধন প্রাণের কখন কি হয় কিছুই বলা যায় না।

মেক্সিকোর রাজধানী মেক্সিকো। এই নগর অতিশয় সুদৃশ্য; পিটর্সবর্গ, বর্লিন, লণ্ডন ও ফিলেডেল্ফিয়া ভিন্ন ইহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নগর ভূমণ্ডলে আর দেখা যায় না। এই নগর সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে ৪,৭০০ হস্তেরও অধিক উচ্চ। ইহার চতুর্দ্দিগে নির্ম্মল জলপূর্ণ হ্রদ ও তুষার মণ্ডিত গিরিমালা বসুমতীকে অতিশয় সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছে। এই নগরের সমুদায় রাজপথ বিস্তৃত ও অবন্ধুর, হর্ম্ম্য সকল অতিশয় সুদৃশ্য; কিন্তু ভূমিকম্পে উৎপাটিত হইবার আশঙ্কায় তাদৃশ উচ্চ নহে। এখানকার সর্ব্বপ্রধান গিরিজাঘর ও অন্যান্য গিরিজাঘরে হীর-কাদি খচিত ও স্বর্ণ রৌপ্যে নির্ম্মিত বিবিধ গৃহ সজ্জা দৃষ্ট হইয়া থাকে। নগরবাসীদিগের সংখ্যা প্রায় ১,২০,০০০।

অন্যান্য নগরের মধ্যে ভিরাক্রুজ, আকাপল্ক, গোয়ানাহাটা ও পিউয়েব্লা প্রধান। ভিরাক্রুজ ও আকাপল্ক দুইটাই প্রধান বন্দর। প্রথমটী মেক্সিকো উপসাগরের, দ্বিতীয়টী প্রশান্ত মহা-সাগরের উপকূলে অবস্থিত। গোয়ানাহাটার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে বিস্তর আকরিক উৎপন্ন হয়। পিউয়েব্লা মেক্সিকোর প্রধান শিল্পস্থান।

ইয়ুকেটন—পূর্ব্বে এই উপদ্বীপ মেক্সিকো সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিল, পরে ১৮৪৬ খৃঃ অব্দ হইতে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছে। ইহার ভূমির অধিকাংশই অত্যুচ্চ বন্য বৃক্ষে আচ্ছন্ন। এখানে গ্রীষ্মের প্রাদুর্ভাব বটে, কিন্তু বায়ু স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকুল নহে। ইহার কোন কোন অঞ্চলে ধান্য, ইক্ষু,

ভুট্টা, কাপাস, মরীচ, তমাক ইত্যাদি উৎপন্ন হয় ; কিন্তু সামান্যতঃ ভূমি নিতান্ত নীরস বলিয়া কৃষিকর্ম্মের সুবিধা নাই। কোন কোন বৎসর একবারেই শস্য জন্মে না, লোকে অন্য খাদ্যের অভাবে বন্য বৃক্ষের মূলমাত্র অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে। এখনকার অধিবাসীদিগের অধিকাংশই শুক্লবর্ণ। ইয়ুকেটনের রাজধানী মেরিডা। এই নগর দেখিতে বিলক্ষণ সুশ্রী। এখানকার আর একটী প্রধান নগরের নাম কাম্পেচি। এই নগর হইতে রঙ্ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত এক প্রকার কাষ্ঠ অন্যান্য দেশে নীত হয়। সেই কাষ্ঠকে কাম্পেচিদারু কহে।

গোয়াটিমালা।

উত্তরে মেক্সিকো, দক্ষিণে পানেমা যোজক, পূর্ব্বে কারিব সাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী অনতিবিস্তৃত ভূভাগ কখন গোয়াটিমালা সাধারণতন্ত্র, এবং কখন বা মধ্যআমেরিক সম্মিলিত প্রদেশ বলিয়া পরিচিত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৪৯০০০বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২০,০০,০০০।

এই দেশ, মেক্সিকোর ন্যায়, উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত পর্ব্বতে নির্ভিন্ন, ইহারও মধ্যভাগ একটী উন্নত অধিত্যকা। এখানকার পর্ব্বতের অধিকাংশই আগ্নেয়। তন্নিমিত্ত অনুক্ষণ ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়া থাকে। এই দেশে নিকারাগোয়া নামে একটী হ্রদ আছে। সেই হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৬৭ ক্রোশ ও বিস্তারে ২৩ ক্রোশ। তাহার উপর দিয়া বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সকল গতায়াত করিতে পারে। নিকারাগোয়া হ্রদ হইতে সান্জোয়ান নামে একটী নদী বহির্গত হইয়া আট্লাণ্টিক মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। অতি অল্প দূর কৃত্রিম নদী খনন করিতে

পারিলেই নিকারাগোয়া হ্রদ ও সাঞ্জোয়ান নদী দ্বারা প্রশান্ত ও আট্‌লান্টিক মহাসাগর পরস্পর সংযোজিত হইতে পারে।

গোলাটিমালার উপকূলভাগের সমুদায় নিম্ন প্রদেশ অত্যন্ত উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর, মধ্যভাগ নাতিশীতোষ্ণ ও স্থানে স্থানে চিরবসন্তবিরাজিত। কার্ত্তিক হইতে জৈ্যষ্ঠ পর্য্যন্ত কয়েক মাস অবগ্রহ, পরে বর্ষার আবির্ভাব হয়। বর্ষার সময়েও বৃষ্টি প্রায়ই রাত্রি কালেই হয়, দিবাভাগ সচরাচর নির্ম্মেঘ ও রৌদ্রময় থাকে। এখানকার ভূমি অত্যন্ত উর্ব্বরা, শস্য ও অন্যান্য উদ্ভিদ নানাপ্রকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। গো, অশ্ব, মেষ, ছাগ, বরাহ প্রভৃতি গ্রাম্য জন্তু অপরিমিত জন্মে। বিহঙ্গকুল অতিশয় সুদৃশ্য। এদেশের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রভাগ মুক্তা, কচ্ছপ ও নানাবিধ মৎস্যে পরিপূর্ণ। পতঙ্গের মধ্যে কচিনেল, এবং পাটল ও সবুজ বর্ণ পতঙ্গপাল প্রসিদ্ধ। এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনি আছে। তৎসমুদায়ের উৎপন্ন উত্তরোত্তর ক্রমশই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে।

এখানকার অধিবাসীরা, আদিম আমেরিক, শুক্লবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ ও সঙ্করবর্ণ এই চারি প্রধান জাতিতে বিভক্ত। আইনমতে ইহারা সকলেই সমান, জাতিভেদে কিছুমাত্র লাঘব গৌরব নাই. কৃষি ও পাশুপাল্যই ইহাদের প্রধান ব্যবসায়। ইহারা শিল্প ও বাণিজ্যেরও যৎসামান্য আলোচনা করিয়া থাকে; কিন্তু ভাল লোকের হস্তে পড়িলে এদেশে যে রূপ বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য হওয়া সম্ভব তদনুরূপ কিছুই হয় না। এখানে স্থানে স্থানে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে; যাহার ইচ্ছা হয় অধ্যয়ন করিতে পারে।

গোয়াটিমালায় প্রাচীন নগর, মন্দির প্রভৃতির অনেক ভগ্না-বশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয় স্পানিয়ার্ডদের

আগমনের পূর্ব্বে এই ভূভাগ অনেকাংশে সভ্য হইয়াছিল। স্পানিয়ার্ডেরা জয় করার পর অবধি ১৮২১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ মেক্সিকো দেশের মধ্যেই পরিগণিত হইত কিন্তু ঐ বৎসর স্বাধীন হইয়া স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। অধুনা এই ভূভাগ অষ্ট প্রদেশে বিভক্ত। তন্মধ্যে ছয়টী প্রদেশ একত্র মিলিত ও ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের প্রণালী অনুসারে শাসিত। অবশিষ্ট দুইটী প্রদেশের নাম বালীজ ও মস্কিটো রাজ্য। ইহাদের শাসনতন্ত্র স্বতন্ত্র; নিম্নে ইহাদের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

বালীজ—ইহাকে ব্রুটন হণ্ডুরাসও কহিয়া থাকে। এই রাজ্য ইয়ুকেটনের দক্ষিণে হণ্ডুরাস উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় শত ক্রোশ, বিস্তার গড়ে বত্রিশ ক্রোশ। এই ভূভাগ ইঙ্গরেজদের অধিকৃত এবং ইংলণ্ডেশ্বরীর নিযুক্ত এক জন সুপ্রটেণ্ডেণ্ট দ্বারা শাসিত। এখানে নানা প্রকার বাহাদুরি কাষ্ঠ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সকল কাষ্ঠ ছেদন ও বিক্রয় করাই অত্রত্য অধিবাসীদিগের এক মাত্র ব্যবসায়। অধিবাসীদিগের সংখ্যা প্রায় ৫,০০০। এখানকার প্রধান নগর বালীজ।

মস্কিটো রাজ্য কারিব সাগরের উপকূলে অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে, গোয়াটিমালা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ব্বর্ত্তী হণ্ডুরাস ও নিকারাগোয়া প্রদেশ। ইহার বিস্তার অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এই ভূভাগ ইঙ্গরেজদের আশ্রিত এক জন আদিম আমেরিক বংশীয় ক্ষুদ্র রাজার অধিকৃত। এখানকার অধিবাসীরা অতিশয় অসভ্য ও ভীষণপ্রকৃতি। ইহার প্রধান নগর ব্লুফিল্ডিস ও সাঞ্জোয়ান।

গোয়াটিমালা সাধারণতন্ত্রের রাজধানী সান্সাল্‌বেডর।

গোয়াটিমালা, নিকারাগোয়া ও লিয়ো ইহার আর তিনটী প্রধান নগর। গোয়াটিমালা নগর অতি সুদৃশ্য স্থানে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নামধারী দুইটী নগর ক্রমান্বয়ে ভূমিকম্পের উপদ্রবে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহাদের ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি পতিত রহিয়াছে।

দক্ষিণ আমেরিকা।

কলম্বিয়া।

কলম্বিয়া দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তর সীমা কারিব সাগর; পূর্ব্ব সীমা গায়েনা ও ব্রাজীল; দক্ষিণ সীমা পেরু; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ২,৭৫,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০,০০,০০০।

আণ্ডিস শৈল এই দেশকে, পূর্ব্ব ও পশ্চিম, এই দুই খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। এখানে আণ্ডিসের উৎসেধ অত্যন্ত অধিক। হিমালয়ের কতিপয় অত্যুন্নত শৃঙ্গ ভিন্ন এদেশীয় আণ্ডিসের অপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীতে আর নাই। মূল আণ্ডিস হইতে এক শাখা পর্ব্বত বহির্গত হইয়া উত্তর পূর্ব্ব মুখে আসিয়া কারিব সাগরের তীর পর্য্যন্ত উপস্থিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা মাগ্‌ডেলেনা নদীর অববাহিকা ওরিনকো ও আমেজনের অববাহিকা হইতে পৃথক হইয়াছে। ওরিনকো ও আমেজন অববাহিকার অভ্যন্তরেও কতিপয় পর্ব্বত দৃষ্ট হইয়া থাকে। এদেশের পর্ব্বত সমূহের অনেক শৃঙ্গ আগ্নেয়। তন্মধ্যে কটোপাক্সি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ। মোচার অগ্রভাগ কাটিয়া সেই অগ্রচ্ছেদ ভূমিতে বসাইলে যেরূপ দেখায় এই পর্ব্বতের অবয়বও সেইরূপ অর্থাৎ ইহার তলা মণ্ডলাকার ও বিস্তৃত, তদুপরিভাগও মণ্ডলাকার

কিন্তু ক্রমশই সঙ্কীর্ণ; শিখরদেশ সূচ্যগ্রের ন্যায় সূক্ষ্ম। কটোপাক্সি চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন থাকে, অগ্ন্যুদ্গমের প্রাক্কালে সেই বরফরাশি কিয়ৎপরিমাণে দ্রবীভূত হয়। অগ্ন্যুদ্গম আরম্ভ হইলে প্রায় ২৪০ ক্রোশ অন্তর হইতে উহার ভীম গর্জ্জন শ্রুত হইয়া থাকে। তখন পর্ব্বতগর্ভ হইতে রাশি রাশি কর্দ্দম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৎস্য উদ্গীর্ণ হয়; এপর্য্যন্ত কখন অন্য কোন প্রকার দ্রব্য বহির্গত হইতে দেখা যায় নাই। শ্রুত হওয়া গিয়াছে ১৭৯৭ খৃঃ অব্দের অগ্ন্যুদ্গমে পর্ব্বতের গাত্র বহিয়া স্রোত আসিয়া সমুদায় প্রত্যন্ত ভূমি বিলীন ও প্রায় ৪০,০০০ লোকের প্রাণ সংহার করে। কলম্বিয়ার দক্ষিণ পূর্ব্ব অঞ্চলে অতিশয় বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্র অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে যে গুলি ওরিনকো নদীর সমীপবর্ত্তী তৎসমুদায়ে কৃষিকর্ম্ম সম্পান্ন হয়। অবশিষ্ট সমুদায় দীর্ঘ তৃণে নিবিড় আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে পথ প্রদর্শক স্বরূপ দুই একটী তাল জাতীয় বৃক্ষমাত্র কথঞ্চিৎ দৃশ্যের প্রকারান্তরতা সম্পাদন করে। সেই সকল তৃণক্ষেত্রকে লেলেনস্ কহে।

এখানকার যাবতীয় নিম্ন অন্তর্দ্দেশ ও উপকূলভাগ অত্যন্ত উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর। মধ্যমীয় প্রদেশ সকলে, উচ্ছ্রায় ভেদে শীতাতপের বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন ক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানকার ক্ষেত্রোৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে কাকোয়া,* কাফি, নীল, চিনি, তুলা, তামাক ও পৈরববল্কল† প্রধান। এখানে গবাদি জন্তু

* অণ্ডাকৃতি ও দৈর্ঘ্যে জিৎফলের ন্যায় একজাতীয় ফল। তাহাতে পুষ্টিবর্দ্ধক এক প্রকার পানীয় প্রস্তুত হয়।

† দক্ষিণ আমেরিকার ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিশেষতঃ পেরুদেশে সিঙ্কোনা নামে এক জাতীয় বৃক্ষ জন্মে। তাহার বল্কলে সুপ্রসিদ্ধ কুইনিন ঔষধ প্রস্তুত হয়। পেরুদেশে ঐ বল্কল অধিক পাওয়া যায় বলিয়া উহাকে তদ্দেশের নামানুসারে পৈরববল্কল কহা যায়।

অনেক পাওয়া যায়, তৎসমুদায়ের চর্ম্ম এদেশের এক প্রধান পণ্য। আকরিক সম্পত্তির মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য, প্লাটিনা ও হীরকাদি বহুমূল্য প্রস্তর প্রধান।

এদেশের অধিবাসীদিগের অধিকাংশই কৃষি ও পাশুপাল্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, শিল্পকর্ম্মের আলোচনা প্রায়ই নাই। এখানে শকট বা নৌকাদি যান অধিক দেখা যায় না। লোকে সচরাচর অশ্বতর পৃষ্ঠে ভ্রমণ করে। বাণিজ্যের পণ্য সকলও তদ্দ্বারা বাহিত হয়। স্পানিয়ার্ডদের রাজত্ব সময়ে লেখা পড়ার অবস্থা অতিশয় হীন ছিল অধুনা ক্রমশঃ তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। এখানে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম প্রচলিত, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে লোকে অতিশয় আড়ম্বর করে। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের উপরে অতিশয় উৎপীড়ন নাই বটে; কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যভাবে স্ব স্ব মতানুযায়ী অর্চ্চনাদি করিতে পায় না।

কলম্বিয়া দেশ নবগ্রানাডা, বেনিজুয়েলা ও ইকোয়েডর এই তিন স্ব স্ব প্রধান সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত। নবগ্রানাডা বায়ুকোণে, বেনিজুয়েলা ঈশানকোণে, ইকোয়েডর দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত। ইহাদের শাসনপ্রণালী উত্তর আমেরিকার সাধারণতন্ত্র সমুদায়ের শাসনপ্রণালী হইতে অধিক ভিন্ন নহে। এই তিন সাধারণতন্ত্র পরস্পরের রক্ষার নিমিত্ত সন্ধিবদ্ধ। পূর্ব্বে সমুদায় কলম্বিয়া স্পেনের অধীন ছিল।

কলম্বিয়ার প্রধান নগর বগোটা, কীটো, ও কারাকাস। বগোটা নবগ্রানাডার অন্তর্গত। ইহাকে কখন কখন সাণ্টাফি ও কখন সাণ্টাফিডি বগোটাও কহিয়া থাকে। এই নগর অত্যন্ত উন্নত প্রদেশে অবস্থিত, ইহার জলবায়ু উৎকৃষ্ট। বাহির হইতে দেখিলে ইহাকে অতিশয় সুন্দর দেখায়। ইহার প্রায় অর্দ্ধভাগ

দেবালয়ে পরিপূর্ণ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। এই নগরের সমীপবর্ত্তী টিকোয়েণ্ডামা জলপ্রপাত অতিশয় সুদৃশ্য।

কীটো ইকোয়েডরের অন্তর্গত। এই নগরও অতিশয় উন্নত প্রদেশে অবস্থিত। এখানে বসন্তকাল চিরকাল বিরাজ করিতেছে কিন্তু ভূমিকম্প অনুক্ষণ ঘটিয়া থাকে। এ জন্য এখানকার সমুদায় বাটী অনতি উচ্চ ও স্বল্পভার ছাদে আবৃত। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০।

কারাকাস বেনিজুয়েলার অন্তর্গত। এই নগর এক অতি সুদৃশ্য অন্তর্দ্দেশে অবস্থিত এবং সাগরপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২২০ হস্ত উচ্চ। ১৮১২ খৃঃ অব্দে ভূমিকম্প হওয়াতে প্রায় সমুদায় নগর বিনষ্ট হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই ক্ষতি পরিপূরিত হয় নাই। এই নগরে বহুবিধ বাণিজ্য হইয়া থাকে। অধুনা ইহাতে প্রায় ২৫,০০০ লোক বসতি করে। ১৮১২ সালের ভূমিকম্পের পূর্ব্বে লোকের সংখ্যা অন্যূন ৫০,০০০ ছিল।

পেরু।

পেরুর উত্তর সীমা ইকোয়েডর ও ব্রাজীল; পূর্ব্ব সীমা ব্রাজীল ও বলিবিয়া; দক্ষিণ সীমা বলিবিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগর; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ১,৬৫,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২০,০০,০০০।

পেরুতে আণ্ডিস গিরি দুই সারিতে বিভক্ত হইয়া অগ্নিবায়ু কোণে বিস্তৃত থাকাতে এই দেশ পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব এই তিন প্রধান অঞ্চলে বিভক্ত হইয়াছে। পশ্চিমের ভাগ পূর্ব্ব দিগে

পর্ব্বতে ও পশ্চিমদিগে সাগরে নিরুদ্ধ। এই অঞ্চল অত্যন্ত শুষ্ক, বৃষ্টিশূন্য ও প্রায়ই মরুভূমি; শিশির, কুজ্ঝটিকা ও সেচনজলে যে কিছু উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়। মধ্য অঞ্চল পূর্ব্ব পশ্চিম উভয় দিগেই পর্ব্বতে নিরুদ্ধ এবং সাগরপৃষ্ঠ হইতে গড়ে ৮,০০০ হস্ত উচ্চ। এখানে হ্রদ ও জলা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তৎসমুদায়ে বিস্তর হিংস্র সরীসৃপ অবস্থিতি করে। পূর্ব্ব অঞ্চল অতি বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র এবং অসীমবৎ নিবিড় অরণ্যে আচ্ছন্ন। সেই সকল অরণ্যানী নির্ভেদ করিয়া আমেজনের অনেক শাখা সরিৎ প্রবাহিত হইতেছে। এই ভাগ অদ্যাপি বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হয় নাই।

পেরুদেশে সকল স্থানে শীতাতপ সমান নহে। যে সকল স্থান নিম্ন তৎসমুদায়ে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। অপরাপর স্থানে উচ্ছ্রায় ভেদে কোথাও শীতাতপ উভয়েরই মৃদু ভাব, কোথাও বা বিপর্য্যয় শীত দেখিতে পাওয়া যায়।

পেরুদেশে মনুষ্যের ব্যবহারোপযোগী যে সমুদায় উদ্ভিদ পাওয়া যায় তন্মধ্যে গোলআলু, কাকেয়, ইক্ষু, কদলী, হরিদ্রা, জায়ফল, আনারস, বাদাম, সিঙ্কোনা ও অন্যান্য প্রকার ঔষধের গাছড়া প্রধান। এ দেশীয় আদিম জন্তুর মধ্যে ল্লামা,* পিকেরি, টেপির,† শ্লথ‡ ও একজাতীয় হরিণপ্রধান। কণ্ডর ও ট্রগন

* উষ্ট্র জাতীয় কিন্তু তদপেক্ষা খর্ব্বাকার এক প্রকার জন্তুর নাম। এই জন্তু পেরুর প্রধান ধুর্য্য পশু। পৈরবেরা ইহার মাংস ভক্ষণ ও উর্ণায় বস্ত্র বয়ন করে।

† পিকেরি ও টেপির উভয়ই শূকর জাতীয় চতুষ্পদ।

‡ দক্ষিণ আমেরিকীয় চতুষ্পদ বিশেষ। ইহার গতি অত্যন্ত মৃদু এজন্য অতিশয় অলস ব্যক্তিরা সচরাচর ইহার সহিত উপমিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৃক্ষে উঠিবার সময়ে ইহার তাদৃশ মৃদুগতি থাকে না।

নামক পক্ষী অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। কণ্ডর গৃধ্র জাতীয়, ইহার অবয়ব অত্যন্ত বড়, দুই পক্ষ বিস্তৃত করিলে পরিমাণে আট দশ হাত হইয়া থাকে। পক্ষী এবং মেষ ও ছাগ শাবক ইহার প্রধান আহার। ইহার সামর্থ্য এত অধিক যে চঞ্চুপুটে একটা গো-বৎস্য লইয়া যাইতে পারে। এই পক্ষী আণ্ডিসের অত্যন্ত উন্নত শিখর সকলে অবস্থিতি করে। ট্রগন এরূপ সুন্দর বিহঙ্গ যে লেখনী বা তুলিকায় কিছুতেই তাহার যথাযথ বিবরণ করা যায় না। ফলতঃ ইহার তুল্য সুদৃশ্য শকুন্ত আর নাই। ইহার অধিকাংশ পক্ষই, বোধ হয়, যেন সুমার্জ্জিত সুবর্ণে নির্ম্মিত হইয়াছে।

পেরু দেশে অতি প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য পাওয়া যায় এবং উহাই এখানকার প্রধান সম্পত্তি। সোনা, পারা, লোহা, তামা, টিন ও পাথরিয়া কয়লাও প্রচুর উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখান-কার যে সমুদায় আকর খাত হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা সহস্রেরও অধিক।

পূর্ব্বকালে পেরুর আদিম অধিবাসীরা অনেক পরিমাণে সভ্য হইয়াছিল। এখানকার প্রাচীন রাজাদিগকে ইঙ্কা কহিত। তা-হারা সূর্য্যতনয় বলিয়া রাজ্য মধ্যে পরিচিত ছিল। সূর্য্য পৈরবদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেবতা সুতরাং রাজারা তাঁহার তনয় বলিয়া প্রজাদিগের নিকটে অপরিমিত ভক্তি প্রাপ্ত হইত। কজকো নগরে সূর্য্যদেবের এক বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। সেই মন্দিরের অভ্যন্তর সুবর্ণ আস্তরণে মণ্ডিত ছিল। তন্মধ্যে সূর্য্যের এক প্রকাণ্ড কাঞ্চনময়ী প্রতিমূর্ত্তি ও তাহার উভয় পার্শ্বে বহু সংখ্যক সুবর্ণ সিংহাসন স্থাপিত ছিল। সেই সকল সিংহাসনে ইঙ্কাদিগের মৃতকায় শবরক্ষণৌষধলিপ্ত হইয়া রক্ষিত হইত। মন্দিরের সহিত সংযোজিত একটী প্রকোষ্ঠে

চন্দ্রের স্ত্রীমুখবিশিষ্ট রজতময়ী এক প্রতিমূর্ত্তি ও তাহার উভয় পার্শ্বে অনেক রজত সিংহাসন স্থাপিত ছিল। সেই সকল সিংহাসনে রাজ্ঞীদিগের মৃতকায় স্থাপিত হইত। মন্দি-রের পৌরহিত্যের নিমিত্ত রাজকুলোদ্ভবা কতকগুলি কুমারী নিযুক্ত ছিল। তাহারা যাবজ্জীবন-পুরুষ সংসর্গ করিতে পারিত না। তাহাদিগকে সূর্য্যকুমারী কহিত।

ইঙ্কারা অপরিমিত ক্ষমতাশালী ছিল বটে কিন্তু তাহাদের শাসন এরূপ উৎকৃষ্ট ছিল যে প্রজারা জ্ঞান ও সামাজিক ধর্ম্ম সমূহের বিলক্ষণ আলোচনা করিতে পারিত। অদ্যাপি ইঙ্কা-দিগের নির্ম্মিত পথ, জলপ্রণালী ও বিবিধ সৌধের বিনাশা-বশেষ বিজ্ঞাপন করিতেছে যে তাহারা রাজ্যের উন্নতি সাধনে পরাঙ্মুখ ছিল না। ১৫৩০ খৃঃ অব্দে গর্ব্বিত, অর্থপিশাচ ও পাষণ্ডহৃদয় স্পানিয়ার্ডরা ইঙ্কাদিগের রাজ্যে প্রবেশ ও অনতি-কাল মধ্যে সমুদায় অধিকার করে। সেই অবধি ১৮২৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পেরু দেশ স্পেনের অধীন থাকে। পর বৎসর সেই মহাক্লেশকর অধীনতা শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়। স্বাধীন হও-য়ার পরে ইয়ুনাইটেড ষ্টেটের অনুরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে।

এদেশের অনেক স্থান অদ্যাপি আদিম আমেরিকদের হস্তগত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি অত্যন্ত অসভ্য, অব-শিষ্ট কৃষি ও সামান্য শিল্প কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। এখানকার ক্রিয়োলেরা শিষ্টাচারী, আতিথেয় ও দয়ার্দ্র চিত্ত কিন্তু অলস ও জুওয়া খেলায় অত্যন্ত আসক্ত। পেরুর প্রধান নগর লিমা, কজ্কো ও ট্রুক্সিলো।

লিমা নগর এখনকার রাজধানী। পেরুর জয়কর্ত্তা স্পেন-দেশোদ্ভব সুপ্রসিদ্ধ পিজারো এই নগর সংস্থাপিত করেন

প্রশান্ত মহাসাগরের তীর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অন্তরে রিমাক নামক ক্ষুদ্র নদীর তটে ইহার অবস্থান। এখানে ভূমিকম্পের অত্যন্ত দৌরাত্ম্য। প্রতি বৎসর গড়ে পঁয়তাল্লিশ বার সামান্য রূপ কম্প হইয়া থাকে এবং প্রতি শতাব্দীতে দুই বার অতি দুরন্তরূপে হইয়া ঘোর প্রলয় উপস্থিত করে। এই নগরে প্রায় ৫৫,০০০ লোকের বাস। কজ্‌কো এদেশের প্রাচীন রাজধানী। এই নগর সাগর পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৭৫০০ হস্ত উর্দ্ধে এক পার্ব্বতীয় প্রদেশে অবস্থিত। এখানে প্রাচীন ইঙ্কাদিগের অনেক সৌধের বিনাশাবশেষ পতিত রহিয়াছে। এই নগরে প্রায় ৪০,০০০ লোকের বাস। ট্রুক্সিলো নগর পেরুর প্রধান অর্ণববন্দর।

বলিবিয়া।

বলিবিয়ার উত্তর সীমা পেরু ও ব্রাজীল; পূর্ব্ব সীমা ব্রাজীল ও পারাগোয়া; দক্ষিণ সীমা লাপ্লাটা ও চিলি; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর ও পেরু। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৮০,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১০,০০,০০০।

বলিবিয়ার পশ্চিম ভাগ মরুভূমি; মধ্যস্থল পর্ব্বতময়, তথায় সাগরপৃষ্ট হইতে প্রায় ৯,০০০ হস্ত উচ্চ ও ২০,০০০ বর্গ ক্রোশের অপেক্ষাও অধিক আয়ত একটী সমতল অধিত্যকা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই অধিত্যকাকে ডেসাগোয়াডেরো কহে। তাহার অভ্যন্তরে টিটিকাকা হ্রদ। আদিম পৈরব ও বলিবীয়েরা এই হ্রদকে অতিশয় পবিত্র জ্ঞান করে। ইহার অন্তর্গত টিটিকাকা দ্বীপে সূর্য্যদেবের এক মন্দির ছিল। ঐ মন্দির সুবর্ণ পত্রে মণ্ডিত ছিল। তথায় নানা দিগেদশ হইতে যাত্রীরা আসিয়া রাশি রাশি সুবর্ণ ও হীরকাদি মণি অর্পণ করিত। প্রথিত

আছে স্পানিয়ার্ডরা আগমন করিলে সেই সমুদায় হ্রদের জলে নিক্ষিপ্ত হয়। বলিবিয়ার পূর্ব্বভাগ সমতল ও অরণ্যময়। পশ্চিম প্রান্ত অনেক দূর লইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের তীরবর্ত্তী; তথাপি এদেশে বাণিজ্য দ্রব্য বহন করা এরূপ দুষ্কর যে ভূমণ্ডলের প্রায় অন্য কোন দেশেই সেরূপ নহে; কারণ এই যে, উপকূলভাগ ও তাহার সমীপবর্ত্তী অনেক দূর ভূভাগ নিতান্ত মরুভূমি, মুষ্টিমাত্র তৃণও পাওয়া যায় না এবং সেই মরুদেশ অতিক্রম করিয়াই উন্নত পর্ব্বতে উঠিতে হয়।

যতদূর পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত হইয়াছ তাহাতে বলিবিয়া, শীতাতপ, জন্তু ও উদ্ভিদাদি যাবতীয় বিষয়ে পেরুর এরূপ সদৃশ যে স্বতন্ত্র বিবরণের প্রয়োজন নাই। বলিবিয়ার অধিবাসীদিগের মধ্যে আদিম আমেরিকদের ভাগ বার আনা, ক্রিয়োল ও সঙ্কর জাতি সিকি। ক্রিয়োলেরা অধিকাংশই ডেসাগোয়াডেরোয় বসতি করে; আদিম আমেরিকেরা অন্যান্য স্থানে থাকে, ইহারা অনেকে অদ্যাপি স্বাধীন আছে।

বলিবিয়া পেরুর সহিত একযোগে স্পেনের অধীনতা বিচ্ছেদ করিয়া অল্পকাল একত্র থাকে। পরে স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র হইয়াছে। পূর্ব্বে এই দেশকে উন্নত পেরু কহিত। স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনের প্রাক্কালে ইহার প্রসিদ্ধ সেনানী বলিবারের নামানুসারে ইহার নাম বলিবিয়া হইয়াছে।

বলিবিয়ার রাজধানী চকুইসাকা। এই নগর সাগর পৃষ্ঠ হইতে ৬,২০০ হস্ত উর্দ্ধে অবস্থিত। ইহাতে ১২,০০০ লোকের বাস। পূর্ব্বে বলিবিয়ায় পোটোসী নামে এক বহুজনাকীর্ণ ও অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। তাহার নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতে অপর্য্যাপ্ত রৌপ্য উৎপন্ন হইত, এজন্য ঐ পর্ব্বতকে সচরাচর রজতগিরি কহে। অধুনা পোটোসীর ভগ্নদশা উপস্থিত।

চিলি।

চিলির উত্তর সীমা বলিবিয়া; পূর্ব্ব সীমা আণ্ডিস পর্ব্বত; দক্ষিণ সীমা চীলো দ্বীপের সমীপবর্ত্তী আঙ্কড উপসাগর; পশ্চিম সীমা প্রশান্ত মহাসাগর। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ ক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৫,০০,০০০।

এই দেশ দৈর্ঘ্যে বৃহৎ, বিস্তারে সঙ্কীর্ণ। ইহার ভূমি বন্ধুর ও পর্ব্বতাকীর্ণ। উপকূলভাগ দীর্ঘ; এজন্য বাণিজ্য কার্য্যের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধাকর। এখানে আণ্ডিস পর্ব্বত পঞ্চাশ ক্রোশেরও অধিক বিস্তৃত ও স্থানে স্থানে অতিশয় উন্নত। তাহার অন্তর্গত কোন কোন অন্তর্দ্দেশ অতিশয় সু-দৃশ্য। চিলি দেশে আগ্নেয় গিরি অনেক, কিন্তু তৎসমুদায় ক্রমশই বীতাগ্নি হইয়া আসিতেছে। এখানে অনুক্ষণ ভূমি-কম্প উপস্থিত হয় কিন্তু সচরাচর তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটে না। এদেশে নদী অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু দুইটী ভিন্ন অবশিষ্ট সমুদায়ে নৌকাদি চলে না। কারণ এই যে, গ্রীষ্মকালে জল অতি অল্প থাকে পরে বরফ গলিতে আরম্ভ হইলে অতি প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হয়।

শীতাতপে চিলিদেশ আমেরিকার কাশ্মীর স্বরূপ। ইহার বায়ু অত্যন্ত সুখস্পর্শ ও স্বাস্থ্যকর। এদেশের উত্তরভাগে বৃষ্টি প্রায়ই হয় না এবং আণ্ডিস পর্ব্বত ভিন্ন আর কুত্রাপি বজ্রধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায় না।

চিলির উত্তরভাগ অনুর্ব্বরা, দক্ষিণের ভূমি অতিশয় উৎকৃষ্ট। আণ্ডিসের অন্তর্গত অন্তর্দ্দেশ সকলে এরূপ দীর্ঘ তৃণ উৎপন্ন হয় যে তথায় যে সকল মেষ বিচরণ করে, তাহারা একবারেই আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

শস্যের মধ্যে যব ও গোধূম প্রধান, তৎসমুদায় অনেক পরিমাণে বিদেশে নীত হয়। ফল এত জন্মে যে মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় না। কিন্তু কৃষি এদেশীয়দিগের প্রধান ব্যবসায় নহে, পাশুপাল্যেই তাহাদের অধিক মনোযোগ। এখানকার কোন কোন খোঁয়াড়ে সচরাচর ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০, কোনটায় কোনটায় ২০,০০০ পর্য্যন্তও প্রতিপালিত হয়। অতি ক্ষুদ্রটায়ও ৪,০০০,। ৫,০০০ এর ন্যূন নাই। এদেশে সরীসৃপ অত্যন্ত বিরল; সর্প এক জাতীয় মাত্র আছে। তাহাও নিতান্ত নির্বিষ।

চিলির আকরিক সম্পত্তি অত্যন্ত বহুমূল্য। আকরিকের মধ্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র এই তিন প্রকারই প্রধান। তন্মধ্যে তাম্রই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উত্তোলিত হয়।

পেরু দেশের জয়ের অনতি দীর্ঘকাল পরে স্পানিয়ার্ডরা চিলির নিতান্ত দক্ষিণ ভাগ অর্কেনিয়া ভিন্ন আর সমুদায় অধিকার করে। তদবধি ১৮১৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ স্পেনের অধীন ছিল। পর বৎসর স্বাধীন হয়। দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে এই দেশ সর্ব্বাপেক্ষা সুশাসিত ও অভ্যুদয়ান্বিত। ইহার উত্তর ভাগে ক্রিয়োল ও দক্ষিণে আদিম আমেরিকেরা বসতি করে। তাহাদের মধ্যে অর্কেনীয়েরা কোন কালেই স্পানিয়ার্ডদের অধীনতা স্বীকার করে নাই। চিলীয়দিগের বাণিজ্য উত্তরোত্তর ক্রমশই প্রচীয়মান হইতেছে। পূর্ব্বে এখানকার ক্রিয়োলেরা মূর্খতায় মগ্ন ছিল, অধুনা বিদ্যার চর্চ্চা করিতেছে। তন্নিবন্ধন তাহাদের চরিত্র ক্রমশ বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে।

চিলির রাজধানী সাণ্টিয়াগো। এই নগরের জলবায়ু অতি উৎকৃষ্ট। ইহাতে অনেক সুদৃশ্য অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। ইহাতে ৫৫,০০০ লোকের বাস। বাল্পেরেসো ও ককুইম্বো চিলীর দুইটী

প্রধান অর্ণববন্দর। আর আর নগরের মধ্যে কন্সেপসন ও বাল্‌ডিবিয়া প্রধান।

লাপ্লাটার ইয়ুনাইটেড প্রদেশ।

এই ভূভাগকে আর্গেণ্টিন সাধারণতন্ত্রও কহিয়া থাকে, ইহার উত্তরে বলিবিয়া; ঈশান কোণে পারাগোয়া, পূর্ব্বে ইয়ুরে-গোয়া নদী ও আটলাণ্টিক মহাসাগর; দক্ষিণে পাটাগোনিয়া; পশ্চিমে চিলীয় আণ্ডিস। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ১,৮০,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৭,০০,০০০।

এই ভূভাগের পশ্চিম প্রান্তে আণ্ডিসেব, পূর্ব্ব প্রান্তে ব্রাজীল গিরির কতিপয় প্রত্যন্ত শৈল প্রবিষ্ট হইয়াছে। অব-শিষ্ট সমুদায় ভাগ সর্ব্বত্রই সমতল। সেই বহ্বায়ত সমতল ক্ষেত্রের দক্ষিণ অঞ্চল বহুকালসঞ্চিত পললে ব্যাপ্ত ও সুদীর্ঘ তৃণে ঘন আচ্ছন্ন; তথায় বৃক্ষ একটীও দেখিতে পাওয়া যায় না। সেই সকল ক্ষেত্রকে সচরাচর পাম্পা কহে। পাম্পাসকলের উত্তর পশ্চিমে একটী অতি বিস্তৃত বালুকা ক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। সেই বালুকা ক্ষেত্রে এক প্রকার উদ্ভিদ জন্মে। তাহার ভস্ম হইতে সোডা প্রস্তুত হয়। এই ভূভাগে অল্পজল হ্রদ অনেক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এখনকার বায়ু স্বাস্থ্যকর, কিন্তু সজল এবং গ্রীষ্মকালে অতি-শয় উষ্ণ। মধ্যে মধ্যে অনাবৃষ্টি হেতু এই দেশে অতিশয় কষ্ট উপস্থিত হয়। পনর বৎসরের মধ্যে একবার অনাবৃষ্টি ঘটিয়া থাকে তখন। গ্রীষ্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব হয়, এবং সমুদায় দেশ শুষ্ক হইয়া দেখিতে ধূলিময় রাজমার্গের ন্যায় হইয়া উঠে। সময়ে সময়ে পাম্পা সকলের উপর দিয়া অতি প্রচণ্ড ঝটিকা প্রবাহিত

হয়, তাহাতে এত বালুকা উত্থিত হয় যে লাপ্লাটা নদীর মোহা-নাস্থিত বিউএন আয়ার নগর, মধ্যাহ্ণ সময়েও, অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া যায়।

এই ভূভাগের দক্ষিণ অঞ্চলে অতি উৎকৃষ্ট গোধূম জন্মে, উত্তর ও মধ্য ভাগে উষ্ণ দেশীয় যাবতীয় সামান্য উদ্ভিদ উৎপন্ন হইতে পারে, কিন্তু কৃষি কর্ম্মে বিশেষ মনোযোগ নাই বলিয়া তাহা হয় না। এই ভূভাগে কুত্রাপি আরণ্য বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না। এদেশে গবাদি পশুই প্রধান সম্পত্তি। পাম্পা সকলে অগণ্য পশু প্রতিপালিত হয়। তাহাদের চর্ম্ম, শৃঙ্গ, লোম ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া বিস্তর টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১৮৩৭ খৃঃ অব্দে পাম্পীয় পশু হইতে ১,১২,৭৪,২৭০ টাকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে এই সকল পশু জঙ্গলা ও সমুদায় পাম্পা অস্বামিক ছিল। অধুনা পাম্পা সকল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত ও এক এক জনকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এদেশের পর্ব্বত সকলে বহুমূল্য ও সামান্য উভয় প্রকার ধাতুরই আকর আছে; কিন্তু সচরাচর সেই সকল আকর এত উচ্চ এবং তথায় খাদ্য ও ইন্ধন এরূপ দুষ্প্রাপ্য যে তৎসমুদায়ে প্রায়ই মনুষ্যের হস্ত পতিত হয় না। পূর্ব্বে লাপ্লাটা স্পেনের অধীন ছিল। ১৮১০ খৃঃঅব্দে অধীনতা বিচ্ছেদ করিয়াছে। এক্ষণে এই দেশ ত্রয়োদশ স্ব স্ব প্রধান সাধারণতন্ত্রে বিভক্ত কিন্তু সমুদায় সাধারণ বিষয়ে সকলেই একবাক্য। এখানকার সর্ব্ব প্রধান নগর বিউএন আয়ার। এই নগর লাপ্লাটা নদীর মোহানায় অবস্থিত। ইহাতে প্রায় ৮০,০০০ লোক বসতি করে। তন্মধ্যে প্রায় চতুর্থ-ভাগ ইঙ্গরেজ ও ফরাশি। আর আর নগরের মধ্যে করিএণ্টস্, কর্ডোবা, সাণ্টিয়াগো ও টুকমান প্রধান।

আর্গেণ্টিন সাধারণতন্ত্রের পূর্ব্বদিগে ইয়ুরেগোয়া নামে একটী

ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র সাধারণতন্ত্র আছে। তাহার উত্তর ও পূর্ব্বদিগে ব্রাজীল; পূর্ব্বদক্ষিণ ও দক্ষিণে আটলাণ্টিক মহাসাগর; পশ্চিমে ইয়ুরেগোয়া নদী ইহাকে লাপ্লাটা হইতে পৃথক্ করিতেছে। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ১৯,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ১,২০,০০০। ইহার প্রধান নগর মণ্টবিডো। এই নগরের বাণিজ্য অত্যন্ত বিস্তৃত। স্পেনের অধীনতা হইতে মুক্ত হইলে পর, ব্রাজীলীয়েরা এই দেশ অধিকার করে। পরে ১৮২৮ খৃঃ অব্দে লাপ্লাটার সাহায্যে পুনর্ব্বার স্বাধীন হইয়াছে।

ইয়ুরেগোয়ার উত্তরপশ্চিমে পারাগোয়া সাধারণতন্ত্র। লাপ্লাটা নদীর দুইটী শাখা, পার্ণা ও পারাগোয়া, তাহাদের আকর হইতে বহুদূর প্রবাহিত হইয়া আসিয়া অবশেষে করি-এণ্টস নামক নগরে একত্র মিলিত হইয়াছে। সেই দুই নদীর মধ্যস্থলে পারাগোয়া। উহার উত্তর সীমা ব্রাজীল। উহার পরিমাণ ফল প্রায় ২০,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৫০,০০০। এখানে ইয়র্বমাটি নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। চীনদেশীয় চা ইয়ুরোপে যেরূপ সাদরে ব্যবহৃত, দক্ষিণ আমেরিকায় ইয়র্বমাটির পত্রও সেইরূপে ব্যবহৃত। ইহাকে সচরাচর পারাগোয়া চা কহে। এখানকার প্রধান নগর আসন্‌শন। তথায় চামড়া, তামাক, বাহাদুরি কাঠ, পারাগোয়া চা ও মোম এই কয়েক দ্রব্যে অতি বিস্তৃত ব্যবসায় হইয়া থাকে। স্বাধীন হওয়া অবধি এই দেশ অতি কদর্য্যরূপে শাসিত হইতেছে। বিদেশীয়েরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পায় না। সুতরাং ইহার বিবরণ বিশিষ্টরূপে পাওয়া যায় নাই।

ব্রাজীল।

পূর্ব্বে, আটলাণ্টিক মহাসাগরের তীর হইতে অনতিদূর উপ-কূলভাগকে ব্রাজীল কহিত। অধুনা দক্ষিণ আমেরিকার যতদূর পর্টুগিজদিগের হস্তগত ততদূর ভূভাগকে ব্রাজীল কহে। এই দেশে বকমজাতীয় এক প্রকার বর্ণদারু* প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার রঙ্ এরূপ গাঢ় লাল যে তাহাকে জলন্ত অঙ্গারের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। পর্টুগিজ ভাষায় জলন্ত অঙ্গারকে এবং তৎসদৃশ বলিয়া ঐ কাষ্ঠকে ব্রাজা কহে। এই দেশে ব্রাজা কাষ্ঠ পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম ব্রাজীল হইয়াছে। ব্রাজীলের উত্তর সীমা কলম্বিয়া ও গায়েনা; পূর্ব্বসীমা আটলাণ্টিক মহা-সাগর: দক্ষিণসীমা ইয়ুরেগোয়া. লাপ্লাটা ও পারাগোয়া; পশ্চি-মসীমা বলিবিয়া, পেরু ও কলম্বিয়া। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৬,২৫,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬০,০০,০০০।

ভূমণ্ডলের মধ্যে ব্রাজীল একটী অতি উৎকৃষ্ট দেশ। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগ উন্নত ও পর্ব্বতাকীর্ণ; উত্তর ও পশ্চিমভাগ নিম্ন ও সমতল। নিম্ন ও উন্নত এই দুই অঞ্চলের আয়তন প্রায়ই সমান। নিম্ন অঞ্চল মহা সরিৎ আমেজনের শাখা পর-ম্পরায় সমাকীর্ণ। এই ভাগে এরূপ বহ্বায়ত নিবিড় অরণ্য দৃষ্ট হয় যে ভূমণ্ডলের আর কুত্রাপি সেরূপ দেখা যায় না। উন্নত অঞ্চলের শৈল সকল উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত এবং সাগরকূল হইতে দূরত্বের আধিক্যানুসারে ক্রমশই অধিক উচ্চ। সেই সকল পর্ব্বতের গর্ভে অনেক উন্নত আধিক্যতা দেখিতে পাওয়া যায়। এই অঞ্চলেও অনেক বৃহৎ বৃহৎ নদী

* বকম প্রভৃতি যে সকল কাষ্ঠে রঙ্ প্রস্তুত হয় তৎসমুদায়কে বর্ণদারু কহা যাইতে পারে।

প্রবাহিত হইতেছে কিন্তু তৎসমুদায়ের বেগ স্থানে স্থানে অতিশয় প্রচণ্ড, এজন্য নৌকাদি চলিবার সুবিধা নাই। ব্রাজীলের দক্ষিণ উপকূলে হ্রদও অনেক। তন্মধ্যে পেটস ও মিরিম এই দুইটাই অপেক্ষাকৃত প্রধান।

ব্রাজীল যেরূপ বহ্বায়ত ও অসমানাকৃতি দেশ তাহাতে ইহার সর্ব্বত্র শীতাতপ সমান হইবার নহে। আমেজন অববাহিকায় উত্তাপের প্রাধান্য, কিন্তু অন্যান্য উষ্ণ দেশের ন্যায় বর্ষা ও অবগ্রহের পৃথক পৃথক কাল নিরূপিত নাই। মধ্য ও পশ্চিমভাগে ঋতুচয়ের কালের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভেদ দেখা যায়। তথায় পর্য্যায়ক্রমে গ্রীষ্ম ও শীতের আতিশয্য হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে বিলক্ষণ অনাবৃষ্টিও দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের দক্ষিণভাগ বিশেষতঃ তথাকার উন্নত প্রদেশ সকল, নাতিশীতোষ্ণ।

ব্রাজীলে অসংখ্য প্রকার উদ্ভিদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎসমুদায়ের মধ্যে অরণ্যে নানা জাতীয় গঠনকাষ্ঠ, বর্ণদ রু ও ঔষধতরু এবং পরিষ্কৃত প্রদেশ সকলে কাকেয়, মানিয়োকা, ভূট্টা ইক্ষু, ধান্য, গোধূম, কাফি, তুলা ও তামাক প্রধান। এদেশের অধিকাংশ ভূমিই অদ্যাপি অকৃষ্ট রহিয়াছে।

এদেশে জন্তুও বিস্তর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাওয়া যায়।

* এক জাতীয় গুল্মের নাম। উহার মূল মনুষ্যের এক অতি তেজস্কর আহার; কিন্তু আর আর ভাগ অতি প্রখর বিষাক্তরসে পরিপূর্ণ। ধন্য মনুষ্যের বুদ্ধিনৈপুণ্য! যে তাঁহারা এরূপ ভয়ঙ্কর উদ্ভিদের মূল হইতে আপনার ভক্ষ্য আহরণ করিতেছেন। এই মূলকে আহারোপযোগী করিবার নিমিত্ত উহা প্রথমতঃ বায়ুঘরট্টে, পিষ্ট হয়। পরে থলীবদ্ধ হইয়া সেই চূর্ণ অনেকক্ষণ ভারি দ্রব্যের তলে চাপা থাকে। এইরূপে সমুদায় রস নিষ্কাশিত হইলে শুষ্ক চূর্ণকে কাসাবা কহে, এবং উহাতে রুটি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বাদুড় ও বানর যে কত আছে তাহার কিছুই বলা যায় না। হিংস্র শ্বাপদের মধ্যে জাগুআর নামক শার্দ্দূল জাতীয় চতুষ্পাদ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সর্পও অনেক, তন্মধ্যে কোন কোন জাতি অত্যন্ত বিষাক্ত। এক জন গ্রন্থকার ব্রাজীলের জন্তু মণ্ডলীর এই রূপ বিবরণ করিয়াছেন "লোকালয়ের কোলাহল পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যপ্রান্তে কৃশাঙ্গ মৃগ ও কৃষ্ণবর্ণ টেপির বিচরণ করিতেছে। তাহাদের মস্তকোপরি রক্তশিরস্ক গিধিনী গগনসাগরে সন্তরণ দিতেছে, তৃণে লুক্কায়িত ভীষণ রাটলসর্পের গাত্র শব্দে চতুর্দ্দিক ত্রাসিত হইতেছে, আর এক প্রকার অজগর, বৃক্ষশাখায় লাঙ্গূল বদ্ধ করিয়া অবনত শিরে ভূমি স্পর্শকরত কেলি করিতেছে এবং তড়াগতটে ভীম নক্র তরুস্কন্ধের ন্যায় পতিত হইয়া সুখে রৌদ্র সেবন করিতেছে। দিবসে এই সকল দৃষ্ট হয়, নিশাগমে ফড়িঙের ঝিঁঝিঁ রব, ছাগচূষের* নিয়ত এক স্বরে ক্রন্দন, মৃগলোলুপ দ্বীপী ও ধূর্ত্ত উল্কামুখার চীৎকার এবং ঔন্সের† ভীমনাদ এই সকল আসিয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়"। ব্রাজীলে ইয়ুরোপ হইতে সকল প্রকার ব্যবহার্য্য পশুই আনীত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। তৎসমুদায়ে বিস্তর লাভ হইয়া থাকে। এখানে উটপাখীও অনেক।

ব্রাজীলের আকরিক সম্পত্তি অত্যন্ত অধিক। হীরক প্রচুর উৎপন্ন হয়। অন্যান্য প্রকার বহুমূল্য প্রস্তর এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও প্লাটিনমও অনেক পরিমাণে পাওয়া গিয়া থাকে।

* এক প্রকার আমেরিকীয় পক্ষী। পূর্ব্বে লোকের সংস্কার ছিল যে, এই পক্ষী ছাগলের স্তনপান করে। এজন্য ইহার নাম ছাগচূষ হইয়াছে।

† চিত্রশার্দ্দূল জাতীয় মাংসভোজী জন্তু। ইহার আকার অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ও স্বভাব ঈষৎ শান্ত।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্টুগিজেরা ব্রাজীল দেশে ক্রমে ক্রমে উপনিবিষ্ট হয়। তদবধি ১৮২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দেশ পর্টুগালের অধীন থাকে, ঐ বৎসর রাজবিপ্লব উপস্থিত হইয়া সেই দীর্ঘকালের অধীনতা বিচ্ছিন্ন হয়। রাজবিপ্লবসময়ে পর্টুগালের একজন রাজকুমার ব্রাজীলের শাশনকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বিপ্লাকদিগের সহিত যোগ দিয়া স্বয়ং রাজা হইয়া ব্রাজীলের সিংহাসন অধিকার করেন। স্বাধীন হওয়ার তিন বৎসর পর হইতে প্রজাতন্ত্র প্রণালীতে ব্রাজীলের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছে। এখানকার অধিবাসীরা শুক্লবর্ণ, কাফ্রি, সঙ্করবর্ণ ও আদিম আমেরিক এই চারি জাতিতে বিভক্ত; তন্মধ্যে কাফ্রিদিগের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক। এখানে অদ্যাপি বর্ষে বর্ষে আফ্রিকা হইতে প্রায় ৮০,০০০ কাফ্রি-দাস আনীত হইয়া থাকে। মন্দের ভাল এই যে, এখানকার দাসদিগের অবস্থা অন্যান্য দেশীয় দাসদিগের অবস্থা হইতে অনেক উৎকৃষ্ট। এখানকার আদিম আমেরিকদিগের কিয়দংশ নিরাশ্রমী ও জঙ্গলা, অবশিষ্ট ভাগ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সমাজে বসতি করে। শুক্লবর্ণেরা পর্টুগাল দেশীয়দিগের হইতে প্রায়ই নির্ব্বিশেষ। লেখা পড়ার বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুরাগ আছে এবং ক্রমশই তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া উঠিতেছে। শিল্প কর্ম্ম অতি সামান্যরূপে হইয়া থাকে; শ্রমসাধ্য যাবতীয় ব্যাপার দাসেরাই সম্পন্ন করে। এখানে বিস্তর বাণিজ্য ব্যবসায় হইয়া থাকে। বাণিজ্য সংক্রান্ত যাবতীয় রাজনিয়ম অতি উৎকৃষ্ট। এদেশের সুদীর্ঘ উপকূল ভাগ, সুবিস্তৃত পোতাশ্রয়, ও বৃহৎ বৃহৎ সুনাব্যা নদী সকলই বাণিজ্যের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল। ব্রাজীল, প্রকৃতির যেরূপ অনুগৃহীত দেশ, অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে, অদ্যাপি ইহার তদনুরূপ বিক্রম হয় নাই। কিন্তু রাজ্যের আয়-

তবে রুশিয়া ও চীন সাম্রাজ্য ভিন্ন আর কেহই ইহাকে পরাস্ত করিতে পারে না। স্বাধীন হওয়ার পর অবধি ক্রমশই ব্রাজীলের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে।

ব্রাজীলের রাজধানী রায়ো জেনিরো। এই নগরের সম্পূর্ণ নাম সান সিবাষ্টিয়ো ডো রায়ো ডি জেনিরো। কিন্তু সচরাচর ইহাকে রায়ো জেনিরো অথবা আরও সঙ্ক্ষেপে রায়ো মাত্র কহিয়া থাকে। এই নগর আটলাণ্টিক মহাসাগরের একটী পোতাশ্রয়ের উপকূলে অবস্থিত। সেই পোতাশ্রয় স্থলে এরূপ বেষ্টিত যে তন্মধ্যে জাহাজাদি অতি নিরাপদে থাকে। এই নগরে ইয়ুরোপীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত বিস্তর হর্ম্ম্য, একটী সাধারণ পুস্তকাগার, অনেক বিদ্যামন্দির এবং নিঃস্ব ও পীড়িতদিগের আশ্রয়ের নিমিত্ত বহুল স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদায় দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে রায়োর তুল্য বিস্তৃত ও বহু বাণিজ্যের নগর আর নাই। ইহাতে প্রায় ২,৫০,০০০ লোকের বাস।

গায়েনা।

ওরিনকো ও আমেজন নদীর মধ্যবর্ত্তী বিস্তৃত ভূভাগের সাধারণ নাম গায়েনা। অধুনা ইহার অর্দ্ধেকেরও অধিক ব্রাজীলের, ও সিকি বেনিজুয়েলার অন্তর্গত। অবশিষ্ট ভাগ ইঙ্গরেজ ওলন্দাজ ও ফরাশিদিগের অধিকৃত এবং ইঙ্গরেজগায়েনা, ওলন্দাজগায়েনা ও ফরাশিগায়েনা নামে পরিচিত।

গায়েনার উপকূলভাগ নিম্ন ভূতল এবং সর্ব্বত্র এরূপ সমান আকার যে বারংবার গমনাগমন করিয়াও পোতবাহীরা তত্রত্য স্থান সকল সহজে নির্ণয় করিতে পারে না। সেই ঔপকূলিক নিম্নভূমি অভ্যন্তরাভিমুখে সতর ও ছাব্বিশ ক্রোশের মধ্যে

বিস্তৃত,তৎপরে ভূমি উন্নত। গায়েনার উপকূলভাগ অস্বাস্থ্যকর, অভ্যন্তর তদপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট। ইহার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, চিনি, তুলা ও কাফি প্রচুর উৎপন্ন হয়।

ইঙ্গরেজগায়েনা ওরিনকো নদীর মোহানা হইতে করিণ্টিন নামক নদীর পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৩,০০০ বর্গ ক্রোশ। ওলন্দাজেরা এই দেশে প্রথমে উপনিবেশ সংস্থাপন করে। পরে ১৮০৩ খৃঃ অব্দে ইঙ্গরেজেরা তাহাদের হইতে জয় করিয়া লয়। এখানকার অধিবাসীরা ইঙ্গরেজ, ওলন্দাজ, বীতদাসত্বকাফ্রি ও আদিম আমেরিক এই চারি জাতিতে বিভক্ত। ইহার প্রধান নগর জর্জটৌন। এই নগরকে কখন কখন ডিমেরারাও কহিয়া থাকে।

ওলন্দাজগায়েনা ইঙ্গরেজগায়েনার পূর্ব্ব ও ফরাশিগায়েনার পশ্চিম; প্রথমোক্তদিগে করেণ্টিন ও শেষোক্ত দিগে মারোনী নদী দ্বারা সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। ইহার পরিমাণ ফল প্রায় ৯,৬০০ ক্রোশ। এখানকার অধিবাসীরা ওলন্দাজ,ফরাশি, য়িহুদি, কাফ্রি ও আদিম আমেরিক এই পাঁচ জাতিতে বিভক্ত। ইহার প্রধান নগর সুরিনাম।

ফরাশিগায়েনা মারোনী নদী হইতে ওয়াপক নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পরিমাণফল প্রায় ৬,৯০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২২,০০০। এখানে ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত গায়েনা দেশীয় সকল প্রকার উদ্ভিদ ভিন্ন লবঙ্গ, পিপ্পল ও জায়ফল পাওয়া যায়। এখানে একটীমাত্র নগর আছে, উহার নাম কেরিন।

পেটাগোনিয়া।

দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব্ব দক্ষিণ ভাগকে পেটাগোনিয়া কহে। এই দেশ পূর্ব্ব ও পশ্চিম এই দুই অঞ্চলে বিভক্ত। পূর্ব্ব অঞ্চলের উপকূলভাগ নিম্ন, অভ্যন্তরে ভূমি ভঙ্গিমতী ও লাপ্লাটা দেশে বর্ণিত পাম্পা পরম্পরায় সমাকীর্ণ। সেই সকল পাম্পায় নানা প্রকার বন্যজন্তু ও বহু সংখ্যক অষ্ট্রিচ পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। পেটাগোনিয়ার এই ভাগের অধিবাসীদিগের মত দীর্ঘাকৃতি মনুষ্য পৃথিবীর অন্য কোন দেশেই দেখা যায় না। ইহারা মৃগয়ায় অতিশয় নিপুণ এবং তদ্দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

পশ্চিম অঞ্চলে সাগরকূল হইতে অনতিদূরে আণ্ডিস গিরি উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত রহিয়াছে। উপকূলের সন্নিহিত সাগরভাগে বিস্তর দ্বীপ ও উপদ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাগে শীতাতপের আতিশয্য নাই, জল ও কাষ্ঠ সর্ব্বত্রই প্রচুর, এবং মৎস্য ও জলচর বিহঙ্গও বিস্তর পাওয়া যায়; কিন্তু আর আর প্রয়োজনীয় দ্রব্যের এরূপ অভাব যে এখানে সভ্য মনুষ্যদিগের বসতি করা সম্ভব নহে। এখানকার অরণ্য সকল অত্যন্ত গহন ও ভূমি সতত আর্দ্র। পর্ব্বত ও দ্বীপের অধিবাসীরা অতিশয় খর্ব্বাকার ও হীনাবস্থ।

আমেরিকার সমীপবর্ত্তী প্রধান প্রধান দ্বীপ।

গ্রিন্‌লণ্ড—উত্তর আমেরিকার উত্তরপূর্ব্ব দিগে বেফিন উপসাগরের পূর্ব্ব তীরে গ্রিন্‌লণ্ড দ্বীপ। এই দ্বীপ আয়তনে প্রকাণ্ড কিন্তু এ পর্য্যন্ত উপকূল ভাগমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, অভ্য-

স্তর সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। এখানে, শীতের দুরন্ত প্রাদুর্ভাব, ভূমি পাহাড়ময়, অনুর্ব্বরা ও প্রায় সর্ব্বত্রই চিরতুহিনে আচ্ছন্ন। বৃক্ষ তৃণাদি কিছুই নাই বলিলেই হয়। লোকে মাংসাদি ভোজন করিয়াই দিনপাত করে। ভূচর জন্তুর মধ্যে খরগস, উল্কামুখী, বল্‌গাহরিণ, শ্বেতকায় ভল্লূক ও কুক্কুর প্রধান। এখানকার কুকুর অতি প্রকাণ্ড শরীর, এবং অশ্বাদির ন্যায় শকট বহন করিয়া থাকে। জল জন্তুর মধ্যে সমুদ্রে বিস্তর তিমি, হেরিং ও টর্ব্বট নামে মৎস্য পাওয়া যায়। কিন্তু সীল নামক মৎস্যই এখানকার অধিবাসীদিগের সর্ব্বস্ব ধন। ইহার মাংসই তাহাদের প্রধান আহার ও চর্ম্মই প্রধান পরিচ্ছদ। ফলতঃ তাহারা ইহাকে এরূপ অবশ্যপ্রয়োজনীয় জ্ঞান করে যে ইহার অভাবে অন্যান্য দেশীয় লোকেরা কি প্রকারে জীবন ধারণ করে তাহা তাহাদের অনুভবেই আইসে না। গ্রিন্‌লণ্ডের অধিবাসীরা খর্ব্বকায়, পীতবর্ণ ও ক্ষুদ্রাক্ষ। ইহাদিগকে স্কুইমো জাতীয় মনুষ্য কহে। গ্রিনলণ্ড দিনেমারদিগের অধিকৃত।

নিউফৌণ্ডলণ্ড—বৃটন আমেরিকার সন্নিহিত ও ইঙ্গরেজদের অধিকৃত। ইহার ভূমি বন্ধুর, অনুর্ব্বরা এবং অনুক্ষণ প্রগাঢ় কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন থাকে। এখানে শীতের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, শস্যাদি কিছুই জন্মে না; কিন্তু সমীপবর্ত্তী সমুদ্রে বিস্তর টাকার মৎস্য ধৃত হয়। মৎস্যের ব্যবসায়ে বার্ষিক উৎপন্ন অন্যূন ৮০,০০,০০০ টাকা। এই দ্বীপের প্রধান নগর সেণ্টজান। নিউফৌণ্ডলণ্ডের সমীপে কেপব্রেটন, প্রিন্সএডোয়ার্ড ও আণ্টিকষ্টি দ্বীপ। এই সমুদায়ও ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত।

কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণী।

কারিব সাগরের গর্ভে, উত্তর আমেরিকার ফ্লরিডা হইতে দক্ষিণ আমেরিকার গায়েনা পর্য্যন্ত, যে সমুদায় দ্বীপ দেখিতে পাওয়া যায় তৎসমুদায়কে কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণী কহা যায়। ইহারা বাহামা ও আণ্টিলিস নামে দুই প্রধান পুঞ্জে বিভক্ত। আণ্টিলিস পুঞ্জ আবার দুই পুঞ্জকে পৃথগ্‌ভূত, বড় আণ্টিলিস ও ছোট আণ্টিলিস। কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর পরিমাণ ফল প্রায় ২৪,০০০ বর্গক্রোশ। অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ২৫,০০,০০০।

বাহামা পুঞ্জ—চতুর্দ্দশ প্রধান ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিগণিত। সেই সমুদায় দ্বীপ ফ্লরিডার অগ্নিকোণ হইতে দক্ষিণ পূর্ব্বমুখে ৩০০ ক্রোশ ব্যাপিয়া হেটি দ্বীপের সমীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠের নাম নিউপ্রবিডেন্স। আর যে গোয়ানাহানি দ্বীপে কলম্বস প্রথম উত্তীর্ণ হয়েন তাহাও এই পুঞ্জের অন্তর্গত। গোয়ানাহানিকে কেহ কেহ সান্‌সাল্‌বেডর কহেন।

বড় আণ্টিলিস—কিউবা, জামেকা, হেটি বা সাণ্ডমিঙ্গো ও পোর্টরিকো এই চারি দ্বীপে পরিগণিত। এই সকল দ্বীপে অনেক উন্নত পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। পোর্টরিকোর সমীপ হইতে যে সকল দ্বীপ বৃত্তাকারে পারিয়া উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং আর যে সমুদায় দ্বীপ বিনিজুয়েলার উত্তরে অবস্থিত সেই সমুদায় লইয়া ছোট আণ্টিলিস পরিগণিত। এই সমুদায়ের অধিকাংশই বাড়বসম্ভূত ; অদ্যাপি ইহাদের অন্তর্গত অনেক পর্ব্বতে অতীত কালীয় অগ্ন্যুদ্গমের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বহুকাল হইল সেই সমুদায় অগ্নিগিরি সুস্থির রহিয়াছে।

ইহাদের মধ্যে ট্রিনিডাড. গোওয়াডেলোপ, মার্টিনিক্, ডমিনিকা সেণ্টলুসিয়া, সেণ্টবিন্সেণ্ট, টবোগা, আণ্টিয়াগো, ও কিউরেকোয়া প্রধান।

কারিব সাগরীয় দ্বীপশ্রেণীর মধ্যে

হেটি—স্বাধীন।

সেণ্টবার্থলোমিউ—সুইডেনের অধিকৃত।

সাণ্টাক্রুজ. সেণ্টজান, সেণ্টটমাস—ডেন্মার্কের অধিকৃত।

কিউরেকোয়া, সাবা, সেণ্টইয়ুষ্টেস্স, সেণ্টমার্টিনের দক্ষিণ ভাগ—হলণ্ডের অধিকৃত।

গোওয়াডেলোপ, ডেসিরেড, মার্টিনিক. মেরিএগালাণ্ট, সেণ্টমার্টিনের উত্তর ভাগ, সেণ্টস—ফ্রান্সের অধিকৃত।

কিউবা, পোর্টরিকো—স্পেনের অধিকৃত।

অবশিষ্ট সমুদায় ইংলণ্ডের অধিকৃত।

বাহামা পুঞ্জের অন্তর্গত কতিপয় দ্বীপ ভিন্ন কারিব সাগরীয় অবশিষ্ট সমুদায় দ্বীপেই সূর্য্যাতপের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। গ্রীষ্ম্যাদিতেও ভূমি প্রায় সচরাচর সরস থাকে। রস ও উত্তাপের সহযোগে এখানকার মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্ব্বরা; বিবিধ শস্য, নানা প্রকার ফল, ও অন্যান্য উদ্ভিদ অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়। এই সকল দ্বীপ হইতে চিনি, কাফি ও তুলা অতি প্রচুর পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন দেশে নীত হইয়া থাকে। এজন্য ইয়ুরোপীয় বণিক্সমাজে ইহাদের অত্যন্ত গৌরব, কিন্তু মনুষ্যের স্বাস্থ্যের পক্ষে এই সকল দ্বীপ, বিশেষতঃ ইহাদের যাবতীয় নিম্ন প্রদেশ, অনুপকারী এবং বর্ষাকালে বিশেষ অনিষ্টকর। ভাদ্র আশ্বিন মাসে মধ্যে মধ্যে প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত হওয়াতে লোকের অত্যন্ত ক্ষতি হইয়া থাকে। ভূমিকম্পও অনুক্ষণ ঘটে। এই সকল দ্বীপে জন্তু অধিক নাই।

ইয়ূরোপীয়েরা আসিয়া কারিব সাগরীয় দ্বীপ সমূহের আদিম অধিবাসীদিগকে সমূলে নির্ম্মূলিত করিয়াছে। কেবল ট্রিনিডাড দ্বীপে দুই চারি শত ভিন্ন আর কুত্রাপি এক জনও আদিম আমেরিক দেখিতে পাওয়া যায় না। এক্ষণে এখানে কৃষ্ণকায় কাফ্রি, ধবলাঙ্গ ইয়ূরোপবংশীয় ও এই উভয়ের পরস্পর সংস্রবোৎপন্ন নানা বর্ণের সঙ্কর জাতি বসতি করিতেছে। তন্মধ্যে কাফ্রিদিগের সংখ্যাই অধিক। যে সকল কাফ্রি স্পেনের অধিকারে বসতি করে তাহারা অদ্যাপি দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছে। এই সকল দ্বীপে খৃষ্টীয় ধর্ম্মই প্রবল ; কেবল ট্রিনিডাড দ্বীপে এক সম্প্রদায় মুসলমান দেখিতে পাওয়া যায়।

বাহামা পুঞ্জের প্রায় ২০ ক্রোশ উত্তর পূর্ব্বে বর্ম্মুডাস পুঞ্জ। এই পুঞ্জের অন্তর্গত দ্বীপ সকল গণনায় ৩০০। ৪০০ কিন্তু কয়েকটী মাত্র মনুষ্যে অধিবাসিত। এই সকল দ্বীপ ইঙ্গরেজদিগের অধিকৃত। এখানে আটলাণ্টিকবাহী জাহাজ সকল মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হয় এবং রাজদণ্ডে নির্ব্বাসিত কোন কোন ইংলণ্ডীয় লোক প্রেরিত হইয়া থাকে।

টেরাডেল্‌ফিয়ুগো—সাতটী প্রধান ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র দ্বীপে পরিগণিত। এখানে অনবরত মেঘ, বৃষ্টি ও ঝঞ্ঝাবাত দেখিতে পাওয়া যায়, পরিষ্কার দিন অত্যন্ত বিরল। এখানকার পর্ব্বত সকল চিরকাল বরফে আচ্ছন্ন; কিন্তু উপকূল ভাগে সেরূপ বরফ দেখা যায় না। এখানে লোক অধিক নাই, যাহারা আছে তাহারাও নিতান্ত হীনাবস্থ।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

গোলক।

ভূগোলবেত্তারা সচরাচর দারুময় বর্ত্তুলে পৃথিবীর প্রতিরূপ অঙ্কিত করিয়া থাকেন। সেই বর্ত্তুলকে গোলক কহে। পরিমাণ নিরূপণের সুবিধার জন্য তাঁহারা গোলককে তিনশত ষাটি সমান ভাগে বিভক্ত করেন। ঐ প্রত্যেক ভাগকে এক এক অংশ কহে, প্রত্যেক অংশ ষাটি সমান ভাগে বিভক্ত,সেই সকল ভাগকে কলা কহে। প্রত্যেক কলা ষাটি সমান ভাগে বিভক্ত সেই প্রত্যেক ভাগকে বিকলা কহে। অংশ, কলা ও বিকলার জ্ঞাপক সঙ্কেত এই, অংশ বোধক সংখ্যার উপরে (°) চিহ্ন থাকে, কলাবোধক সংখ্যার উপরে(′) চিহ্ন থাকে, বিকলা বোধক সংখ্যার উপরে (″) চিহ্ন থাকে। যথা ৮° ৫′ ১৩″ ইহার অর্থ ৮ অংশ, পাঁচ কলা ও তের বিকলা।

গোলকের উত্তর প্রান্ত হইতে ঠিক মধ্যস্থল নির্ভেদ করিয়া দক্ষিণ প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী শলাকা প্রবিষ্ট আছে ভূগোলবেত্তারা এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকেন। সেই শলাকার দুই প্রান্তকে দুই মেরু কহে; উত্তরের প্রান্তকে উত্তরমেরু ও দক্ষিণের প্রান্তকে দক্ষিণমেরু।

গোলকের পৃষ্ঠদেশে কতকগুলি মণ্ডলাকার রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল রেখার মধ্যে প্রধান প্রধান গুলির নাম এই;

উভয় মেরুর সমদূরবর্ত্তী স্থানে একটী মণ্ডলাকার রেখা

পূর্ব্ব পশ্চিমে গোলকের সমন্তাৎ ব্যাপিয়া আছে। সেই রেখাকে কেহ নিরক্ষরেখা কেহ বিষুবরেখা এবং কেহ নাড়ীমণ্ডল কহেন। নিরক্ষরেখা গোলককে দুই সমান খণ্ডে বিভক্ত করিতেছে। উত্তরের খণ্ডকে উত্তর গোলার্দ্ধ ও দক্ষিণের খণ্ডকে দক্ষিণ গোলার্দ্ধ কহে।

নিরক্ষের উত্তর দক্ষিণ উভয় দিগেই বহু সংখ্যক মণ্ডলাকার রেখা, গোলকের পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাপিয়া, আছে। সেই সকল রেখার যে কোন একটীর সকল স্থানই নিরক্ষ হইতে সমদূরবর্ত্তী অর্থাৎ যে রেখা কোন এক স্থানে নিরক্ষ হইতে ১০ অংশ, সেই রেখা আর সকল স্থানেও নিরক্ষ হইতে ১০ অংশ, যেটী নিরক্ষ হইতে কোন এক স্থানে ২৫ অংশ, সেইটী আর সর্ব্বত্রও নিরক্ষ হইতে ২৫ অংশ, ইত্যাদি। ঐ সকল রেখাকে অক্ষরেখা কহে। গোলক পৃষ্ঠে আর কতকগুলি মণ্ডলাকার রেখা দেখা যায়, তাহারা প্রত্যেকে উভয় মেরু নির্ভেদ করিয়া নিরক্ষের উপর দিয়া গোলকের সমন্তাৎ ব্যাপ্ত আছে। তাহাদিগকে দ্রাঘিমা বলে। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা, ইচ্ছামত, গোলকের সকল স্থানেই অঙ্কিত করা যাইতে পারে।

সমুদায় অক্ষ রেখার মধ্যে চারিটীর বিশেষ বিশেষ নাম আছে তাহা এই; কর্কটক্রান্তি, মেষক্রান্তি, উদিচ্যবৃত্ত, উদীচ্যেতরবৃত্ত। কর্কটক্রান্তি নিরক্ষ হইতে ২৩৷৷০ অংশ উত্তর, মেষক্রান্তি ২৩৷৷০ অংশ দক্ষিণ, উদীচ্যবৃত্ত উত্তরমেরুর ২৩৷৷০ অংশ দক্ষিণ, উদীচ্যেতরবৃত্ত দক্ষিণ মেরুর ২৩৷৷০ অংশ উত্তর।

কর্কট ও মেষ ক্রান্তির অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ নিয়ত সূর্য্যের ঠিক নিম্নে থাকে এবং তথায় সূর্য্যকিরণ সরলবেগে পতিত হয়। এজন্য এখানে গ্রীষ্মের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। এই ভূভাগকে সচরাচর গ্রীষ্ম মণ্ডল কহে। গ্রীষ্ম মণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণে উদীচ্য ও

উদীচ্যেতর বৃত্ত পর্য্যন্ত ভূভাগে সূর্য্যকিরণ তির্য্যগভাবে পতিত হয় তাহাতে গ্রীষ্মের আতিশয্য হইতে পারে না কিন্তু যাহা পতিত হয় তাহাতে শীতকেও অতিশয় প্রবল হইতে দেয় না। শীত গ্রীষ্মের সমতা বলিয়া ঐ দুই ভাগকে সমমণ্ডল কহে। উদীচ্য ও উদীচ্যেতর বৃত্ত হইতে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু পর্য্যন্ত দুই ভূভাগে সূর্য্যের অপেক্ষাকৃত অত্যন্ত হীন প্রাখার্য্য এবং শীতের দুরন্ত প্রভাব। এজন্য ঐ দুই ভূভাগকে হিমমণ্ডল কহে।

নিরক্ষ রেখা হইতে পৃথিবীর কোন একস্থানের দূরত্বকে নিরক্ষান্তর কহে। ঐ স্থান নিরক্ষের উত্তরে হইলে উত্তর নিরক্ষান্তর এবং দক্ষিণে হইলে দক্ষিণ নিরক্ষান্তর। সকল দেশীয় ভূগোল বেত্তারাই আপন আপন ইচ্ছামত এক একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইয়াছেন। সেই নির্দ্দিষ্ট স্থান দিয়া যে দ্রাঘিমা অঙ্কিত থাকে সেই দ্রাঘিমাকে প্রাথমিক দ্রাঘিমা কহে। প্রাথমিক দ্রাঘিমা হইতে অন্যান্য স্থানের দূরত্বকে দ্রাঘিমান্তর বলে। ঐ স্থান প্রাথমিক দ্রাঘিমার পূর্ব্বে হইলে পূর্ব্ব দ্রাঘিমান্তর এবং পশ্চিমে হইলে পশ্চিম দ্রাঘিমান্তর। নিরক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর উভয়ই জানিলে গোলকের সকল স্থানই নিরূপণ করা যায়। যথা এক স্থানের নিরক্ষান্তর ১৬° উত্তর এবং দ্রাঘিমান্তর ১৮°২০´ পূর্ব্ব আমরা প্রথমত নিরক্ষের ষোল অংশ উত্তরে অন্বেষণ করি কিন্তু দেখি অসংখ্য স্থানের নিরক্ষান্তর ষোল অংশ উত্তর হইতে পারে অর্থাৎ নিরক্ষ রেখা হইতে ষোড়শাংশ উত্তরস্থিত অক্ষরেখা যে সকল স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে তৎসমুদায়েরই নিরক্ষান্তর ১৬° উত্তর। আমরা আবার জানি যে, যে স্থান অন্বেষণ করিতেছি উহার দ্রাঘিমান্তর ১৮°২০´ পূর্ব্ব। আমরা আমাদের প্রাথমিক দ্রাঘিমা হইতে ১৮°২০´ পূর্ব্বে অন্বেষণ করি; কিন্তু এখানেও দেখি যে অসংখ্য স্থানের দ্রাঘি-

মান্তর ১৮°২০´ অর্থাৎ প্রাথমিক দ্রাঘিমার ১৮°২০´ পূর্ব্বে যে দ্রাঘিমা রেখা অঙ্কিত আছে অথবা অঙ্কিত হইতে পারে সেই দ্রাঘিমা যে যে স্থান দিয়া চলিয়া গিয়াছে তৎসমুদায়েরই দ্রাঘিমান্তর ১৮° ২০´ পূর্ব্ব। কিন্তু যখন নিরক্ষান্তর ও দ্রাঘিমান্তর উভয়ই ধরি তখন দেখি যে, সমুদায় পৃথিবীর মধ্যে একটীমাত্র স্থানে উভয়ই সম্ভব হয়। যেখানে নিরক্ষের ১৬° উত্তরের অক্ষরেখা প্রাথমিক দ্রাঘিমার ১৮°২০´ পূর্ব্বের দ্রাঘিমার সহিত মিলিত হইয়াছে অন্বেষ্য স্থান সেই সন্ধি স্থলেই হইতেছে। কারণ উহার নিরক্ষান্তর ১৬° উত্তর দ্রাঘিমান্তরও ১৮° ২০´ পূর্ব্ব এবং উহা ভিন্ন অন্য কোন স্থানেই উভয়ই ঘটে না।